সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়
রবি নবপত্রিকা সাহিত্য সংস্কৃতি · সোম আলাপন স্বাস্থ্য বীমা · মঙ্গল চাকরি শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি · বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি · বৃহস্পতি সুন্দর থাকা সাজো ও মাতো · শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ · শনি অর্ধেক আকাশ
দৈনিক ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ ধসে বিধ্বস্ত হিমাচল, বিপর্যয়ে রাজ্যবাসীর পাশে মুখ্যমন্ত্রী
রাহুল-মামলার শুনানি ১৪ জুলাই পর্যন্ত মুলতুবি ৭

কলকাতা ৩ জুলাই ২০২৫ ১৮ আষাঢ় ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ২৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 03.07.2025, Vol.19, Issue No. 24, 8 Pages, Price 3.00

উল্টো রথ, শ্রাবণী মেলা ও মহরমকে কেন্দ্র করে বুধবার নবান্নে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।
(বিস্তারিত ভিতরে)

‘ঝাড়ু মেরে করো সাফ, মমতার পদত্যাগ’

একুশে জুলাই উত্তরকন্যা অভিযান, ডাক শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবা আইন কলেজে আইনের ছাত্রীর উপর সংঘটিত গণধর্ষণের ঘটনায় প্রতিবাদে উত্তাল বিজেপি। মঙ্গলবার কসবা কলেজের সামনে যুব মোর্চার ডাকে আয়োজিত ‘কসবা চলো’ কর্মসূচি থেকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী একুশে জুলাই ‘উত্তরকন্যা অভিযান’-এর ডাক দিলেন।

রাসবিহারী মোড় থেকে শুরু হয় এই প্রতিবাদ মিছিল, যা কসবা আইন কলেজের সামনে গিয়ে শেষ হয়। উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ-সহ বহু বিজেপি কর্মী ও নেতৃত্ব। শুভেন্দু অভিযোগ করেন, ‘মঞ্চ তৈরিতে পুলিশ বাধা দেয়, বিজেপির ব্যানার-পতাকা ছিঁড়ে ফেলা হয়। কোর্টের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও পুলিশ যা করেছে তা আইন নয়, গুন্ডামি।’ তিনি আরও বলেন, ‘এই অভিযান সবে শুরু। বিজেপি রাজপথে আছে, থাকবেও। গুলি খাওয়ার দরকার হলে সেটাও করব। বৃষ্টি কোনও বাধা নয়।’

এই কর্মসূচি থেকেই তিনি একুশে জুলাই উত্তরবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কার্যালয় ‘উত্তরকন্যা’র উদ্দেশে অভিযানের ঘোষণা করেন। জানান, বিজেপি লাগাতার আরও প্রতিবাদ কর্মসূচি চালিয়ে যাবে।

দক্ষিণ কলকাতার কসবা ল’ কলেজ কাণ্ড নিয়ে ফের রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণে বিদ্ধ

করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিনের যুব মোর্চার ডাকে আয়োজিত বিক্ষোভ সভায় যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন তিনি।

বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে শুভেন্দু বলেন, ‘মমতার সৌজন্যে দক্ষিণ কলকাতার হাজরা ল’ কলেজ আজ গর্ব নয়, লজ্জার জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ, ল’ কলেজ;কোনোটাই আর সুরক্ষিত নয়। বাংলার বাইরে গেলে এই পরিস্থিতির জন্য মাথা হেঁট হয়ে যায়।’

শুধু তাই নয়, কসবা কাণ্ড নিয়ে আগের আন্দোলনের কথাও স্মরণ করান তিনি। বলেন, ‘রথযাত্রার দিনেই আমরা কসবা থানা ঘেরাও করেছিলাম। তার পরদিন সুকান্ত মজুমদার নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল হয়, আর সেই দিন রাজ্যপুলিশ ও কুখ্যাত মনোজ বর্মা আমাদের রাজ্য সভাপতিকে লালবাজারে তুলে নিয়ে সারা রাত আটকে রেখেছিল। আমরা গড়িয়াহাটের সভা থেকে বলেছিলাম, কসবা আসবই। সাহস থাকলে মমতা পুলিশ, তার জেহাদি বাহিনী ও ভাইপো গ্যাং আমাদের আটকাক।’

শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, ‘আজ আমরা আদালতের অনুমতি নিয়ে কসবা ল’ কলেজের সামনে এসেছি। নির্যাতিতার পরিবারকে যতই লুকিয়ে রাখার চেষ্টা হোক না কেন, বাংলার মা-বোনেরা আজ ঝাড়ু হাতে নিয়েছে।’ এই প্রসঙ্গেই মঞ্চ থেকে তাঁর কটাক্ষ, ‘ঝাড়ু মেরে করো সাফ, মমতার পদত্যাগ।’ বিক্ষোভসভা থেকে বিরোধী দলনেতার শেষ ঘোষণা ছিল, ‘আমরা চাই ধর্ষকদের ফাঁসি, চাই মমতার পতন। বাংলার মানুষ আর সহ্য করবে না।’

কসবার তদন্তে গোয়েন্দা দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবার আইন কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় এবার তদন্তভার হাতে নিল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর। বুধবার দুপুরে কসবা থানার থেকে মামলার কেস ডায়েরি পাঠানো হয় লালবাজারের গোয়েন্দা দপ্তরে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তারও করেছেন পুলিশ। এদের বিরুদ্ধে মূলত গণধর্ষণের অভিযোগ তো রয়েছেই, সঙ্গে যোগ হযেছে আরও কয়েকটি ফৌজদারি ধারাও।

বিশেষ সরকারি আইনজীবী নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবা গণধর্ষণ মামলায় বিশেষ সরকারি আইনজীবী হিসাবে নিয়োগ করা হল বিভাস চট্টোপাধ্যায়কে। যা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এক কঠোর পদক্ষেপ বলেই মনে করছেন আইন বিশেষজ্ঞদের অনেকেই। প্রসঙ্গত, সদ্য রাজ্যে ঘটে যাওয়া নারী নির্যাতনের পরপর দুটো ঘটনায় ফাঁসির নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সেই মামলাগুলিতে সরকারি আইনজীবী ছিলেন বিভাস চট্টোপাধ্যায়। ফাঁসির পক্ষে জোর সওয়াল করতেও দেখা গিয়েছিল তাঁকে। শেষমেশ বিচারক অবশ্য ফাঁসির নির্দেশই দেন। সেই কারণেই বিভাস চট্টোপাধ্যায়কে নিয়োগ কিনা তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। উল্লেখ্য, প্রথম থেকেই এই ঘটনায় কড়া অবস্থান করেছে রাজ্য সরকার। এফআইআর দায়েরের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মূল অভিযুক্ত-সহ তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে গ্রেপ্তার করা হয় আরও এক জনকে। কসবার এই ঘটনায় যাতে মূল অভিযুক্তের কড়া শাস্তি হয় তার জন্য কড়া পদক্ষেপ নিতে দেখা যাচ্ছে রাজ্য সরকারকে।

এদিকে এই ঘটনায় প্রাথমিক তদন্তের জন্য বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করা হয়েছে। প্রথমে পাঁচ সদস্যের দল তৈরি হলেও পরে সেই সংখ্যা বাড়িয়ে ৯ করা হয়। তবে মামলার গুরুত্ব ও জটিলতা ক্রমেই বাড়তে থাকায় এবার এই মামলার তদন্তভার সরাসরি গোয়েন্দা বিভাগের হাতে তদন্তভার তুলে দিল কলকাতা পুলিশ। সূত্রের খবর, মামলায় নতুন করে বেশ কয়েকটি ফৌজদারি ধারা যুক্ত করা হয়েছে। গণধর্ষণের পাশাপাশি এবার অপহরণ এবং অস্ত্র দিয়ে আঘাতের ধারাও সংযোজন করা হয়েছে। এদিকে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, নির্যাতিতার

■ এরপর ২-এর পাতায়

সভাপতি শমীকই, অপেক্ষা ঘোষণার

বিদায়ী সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন পেশ করলেন সম্ভাব্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার রাজনীতির উত্তাল আবহে, অবশেষে রাজ্য সভাপতি নির্বাচনকে ঘিরে বিজেপির ঘরোয়া প্রস্তুতি পৌঁছল চূড়ান্ত পর্বে। বুধবার দুপুরে, কলকাতায় বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন দলীয় মুখপাত্র ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। সূত্র বলছে, তিনিই এবার দলের সর্বসম্মত প্রার্থী;অর্থাৎ আপসহীন, সুশৃঙ্খল, ও ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের প্রতীক হয়ে বাংলার সংগঠনের দায়িত্ব নিতে চলেছেন তিনি। এদিন আর কেউ মনোনয়ন দেননি। তাই মনে করা হচ্ছে, বিনা লড়াইয়ে সুকান্ত মজুমদারের উত্তরসূরী হতে চলেছেম বিজেপির আদিকর্মী শমীক।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি নির্বাচন ও তৃণমূলের শাসনের বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ আন্দোলনের প্রসঙ্গে মুখ খোলেন দলের রাজ্যসভার সাংসদ ও সম্ভাব্য রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। দলের মধ্যে পুরাতন ও নতুনদের উদ্দেশ্যে ঐক্যের বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, ‘সভাপতি পদ একটা বহমানতা, এটা একটা টিম গেম। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি সম্মিলিতভাবে লড়াই করবে।’

তিনি স্পষ্ট করে দেন, যাঁরা নতুন করে দলে এসেছেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে দলের কাজ করছেন, তাঁদের জন্যও পরিকল্পিত কর্মসূচি তৈরি রয়েছে। তাঁদের যথাযথ জায়গা দেওয়া হবে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘যাঁরা অতীতে দলের জন্য কাজ করেছেন, কেউ শহিদ হয়েছেন, কেউ দল ছেড়েছেন, তাঁরাও আমাদের আন্দোলনের ইতিহাসের অঙ্গ। সবকেই নিয়ে চলতে হবে।’ রাজ্য সভাপতি নির্বাচন নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে শমীক বলেন, ‘দলীয় নেতৃত্বের এই নির্বাচন কোনও ব্যক্তির সিদ্ধান্তে নয়। এটি জনগণের রায়। বাংলার মানুষ মুক্তি চাইছে, বাঁচতে চাইছে, বাংলা বাঁচাতে চাইছে। এই দাবি থেকেই নেতৃত্বের বাছাই হবে।’

‘ছাব্বিশের নির্বাচন’ বা তৃণমূলের দমননীতির বিরুদ্ধে বিজেপির সংগ্রামকে কেমন কঠিন মনে হচ্ছে; এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘লড়াই কঠিন হবেই। তবে মানুষের রায়ই শেষ কথা। এবারের নির্বাচন কোনও রাজনৈতিক দলের হাতে নেই। বাংলার জনগণ যে পরিবর্তন চাইছে, সেই চাওয়ার সঙ্গেই বিজেপি রয়েছে।’

সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি ইঙ্গিত দেন, কিছু রাজনৈতিক বিতর্ক ও গুঞ্জন আগের মতো আর গুরুত্ব পাচ্ছে না;‘যা আলোচনা ছিল, তা এখন স্তব্ধ। এখন লক্ষ্য একটাই; বাংলাকে মুক্ত করা।’

এই নির্বাচন নিছক আনুষ্ঠানিকতা নয়। দলীয় শৃঙ্খলা, সাংগঠনিক শক্তি ও ভবিষ্যৎ রণকৌশলের নির্ধারক মুহূর্ত। সুকান্ত মজুমদারের কার্যকালে বিজেপি যে সংগঠনের ভিত শক্ত করেছে, তারই ভিত্তিতে এখন প্রয়োজন ছিল নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বের;যিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিপক্বতা, সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মাটির সঙ্গে সংযোগ রেখে রাজ্যজুড়ে দলকে আরও বিস্তৃত করতে পারেন। এই জায়গায় শমীক ভট্টাচার্যের নাম সামনে আসা বিজেপি কর্মীদের মনে আশার আলো জ্বালিয়েছে।

দলের একাংশের মতে, শমীক ভট্টাচার্য একাধারে সংগঠনের মুখ, আবার রাজ্যসভার কণ্ঠস্বরও। তাঁর অভিজ্ঞতা, মিতভাষিতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিজেপির প্রতি গভীর নিষ্ঠাই তাঁকে এই দায়িত্বে এগিয়ে দিয়েছে। এদিন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়ও ছিল না কোনো শোরগোল; ছিল নিঃশধ আত্মবিশ্বাস ও দায়িত্বের গাম্ভীর্য।

নতুন সভাপতি নির্বাচনের মাধ্যমে শুরু হবে ‘সংগঠন পর্ব ২০২৪’-এর চূড়ান্ত ধাপ। দলীয় নেতা-কর্মীদের আশা, রাজ্যপাটে পরিবর্তন আনতে এই নেতৃত্ব বাংলার প্রতিটি জেলায়, ব্লকে, বুথে লড়াইকে আরও প্রখর করে তুলবে। একটাই লক্ষ্য;‘বাংলা বাঁচাও, বিজেপি আনো।’ শমীক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সেই আহ্বান আরও দৃঢ়, আরও জোড়ালো হবে বলেই বিজেপি কর্মীদের প্রত্যাশা।

সফরে মোদী

■ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার থেকে আগামী সপ্তাহের বুধবার (৯ জুলাই) পর্যন্ত ৫টি দেশে ৮ দিনের সফরে গিয়েছেন। ঘানা, ত্রিনিদাদ ও টোব্যাগো, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এবং নামিবিয়ায় ৮ দিনের সরকারি সফর করবেন প্রধানমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী প্রথমে ঘানায় গিয়েছেন। ৩ দশক পর ঘানায় এটাই হবে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর। সফরকালে প্রধানমন্ত্রী ঘানার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠক করবেন। অর্থনীতি, জ্বালানি, প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ও উন্নয়নমূলক সহযোগিতা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে। ৩ জুলাই ঘানার সংসদে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। এই ভাষণ দেওয়ার সুযোগ পাওয়া সম্মানের বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

আমজনতার স্বস্তি, জিএসটির হার কমানোর ইঙ্গিত অর্থমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২ জুলাই: জিএসটি নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে কেন্দ্র। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন জিএসটি নিয়ে বড় পদক্ষেপ করা হতে পারে। একদিকে যেখানে ১২ শতাংশ জিএসটি স্ল্যাবে বদল আসতে চলেছে, তেমনই কমপেনসেশন সেস তুলে তার বদলে নতুন কর ব্যবস্থা চালু করা হতে পারে। আর এই নতুন কর বসলেই একধাক্কায় অনেকটা বাড়বে সিগারেট, মদের দাম। অনেক দামি হতে চলেছে গাড়িও। অন্যদিকে, এই সিদ্ধান্তে সবুজ সংকেত দেওয়া হলে নিত্য ব্যবহার্য কিছু জিনিসপত্রের দাম কমবেও। হাসি ফুটবে আমজনতার মুখে।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সূত্রের দাবি, জিএসটি কাউন্সিলের আগামী বৈঠকে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। ফলে একলাফে দাম কমবে বহু কিছুরই। যার মধ্যে রয়েছে টুথপেস্ট, টুথ পাউডার, ছাতা, সেলাই মেশিন, প্রেশার কুকার,

বাসনপত্র, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, স্বল্পক্ষমতা সম্পন্ন ওয়াশিং মেশিন, বাইসাইকেল, ১ হাজার টাকার বেশি মূল্যের কাপড়, ৫০০ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা মূল্যের জুতো, স্টেশনারি দ্রব্য, টিকা, সেরামিক টাইলস ইত্যাদি।

জিএসটি-তে কমপেনসেশন সেসের মেয়াদ শেষ হতে চলেছে। এর বদলে হেলথ অ্যান্ড এনার্জি সেস আনার পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রের, যা মূলত তামাকজাত পণ্য ও অটোমোবাইলের উপরে বসবে। এতে সিগারেট, খৈনি, গুটখার মতো তামাকজাত পণ্যের দাম যেমন অনেকটা বাড়বে, তেমনই দামি গাড়িও আরও দামি হতে চলেছে।

‘সিন গুডস’, অর্থাৎ শরীরের জন্য ক্ষতিকর বলে যে পণ্যগুলিকে ধরা হয়, তার উপরে এমনিই অতিরিক্ত ট্যাক্স বসে। ২৮ শতাংশ জিএসটির অধীনে পড়ে মদ, সিগারেট ও তামাকজাত পণ্য। এবার থেকে ক্লিন এনার্জি সেস বসতে চলেছে কয়লা, দামি গাড়ির উপরে। সূত্রের খবর, চলতি মাসের শেষভাগে মন্ত্রিসভার বৈঠক বসবে। সেখানে এই সেস বা কর নিয়ে আলোচনা হবে। এর মধ্যে তামাকজাত পণ্য ও দামি গাড়ির উপরে কর বসানো প্রায় নিশ্চিত।

সূত্রের দাবি, এর ফলে ৪০ হাজার কোটি থেকে ৫০ হাজার কোটি টাকার মতো বাড়তি চাপ বাড়বে সরকারের উপরে। কিন্তু প্রাথমিক ধাক্কা সামলে এই পথেই হাঁটতে চাইছে সরকার। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নির্মলা সীতারমন ইঙ্গিত দিয়েছেন এই বিষয়ে। জানিয়েছেন, সরকার আরও যুক্তিসম্পন্ন কাঠামো তৈরির, যাতে মধ্যবিত্ত ভারতীয়রা উপকৃত হন।

চিৎপুরে জোড়া খুনে ফাঁসির সাজা শিয়ালদহ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিৎপুর জোড়া খুনে সাজা ঘোষণা শিয়ালদহ আদালতের। বুধবার শিয়ালদহ আদালতের বিচারক অনির্বাণ দাস ফাঁসির সাজা ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গত, দশ বছর আগে ২০১৫ সালের ১৫ জুলাই নিজের বাড়িতে খুন হন স্বামী-স্ত্রী, প্রাণ গোবিন্দ দাস ও রেণুকা দাস। লোহার রড দিয়ে মাথায় একাধিক বার আঘাত করে খুন করা হয়েছিল এই দম্পতিকে। পেশায় শিক্ষক ছিলেন গোবিন্দবাবু। এই ঘটনার তদন্তে নেমে গ্রেপ্তার করা হয় ওই বাড়ির পরিচারক সঞ্জয় সেন ওরফে বাপ্পাকে। পুলিশি তদন্তে উঠে আসে, সোনার গয়না ও টাকা লুঠের উদ্দেশ্যে স্বামী-স্ত্রীকে খুন করেছিল পরিচারক সঞ্জয়। এই ঘটনায় সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করে শিয়ালদা কোর্টের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত-১। এরপরই এই অপরাধের প্রেক্ষিতে ফাঁসির সাজা দেন শিয়ালদহ আদালতের বিচারক অনির্বাণ দাস।

প্রসঙ্গত, আরজি করে ধর্ষণ এবং হত্যা মামলা ‘বিরলের মধ্যে বিরলতম’ বলে বিবেচনা করেননি শিয়ালদহ আদালতের বিচারক অনির্বাণ দাস। আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছিলেন অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে। সেই বিচারকই দম্পতিকে হত্যার মামলায় সঞ্জয় সেন ওরফে বাপ্পার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেন। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৫ সালের ১৫ জুলাই সন্ধ্যায় প্রাণগোবিন্দ দাস ও রেনুকা দাস খুন হয়েছিলেন নিজেদের ফ্ল্যাটে। তাঁরা দু’জনেই অধ্যাপনা করতেন এক সময়ে। ঘটনার সময় ছিলেন পেনশনভোগী। অভিযুক্ত বাপ্পা খুনের পর পালিয়ে যায় নন্দীগ্রামে। পরে সে কলকাতায় ফিরলে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর সঞ্জয়কে জেরা করে পুলিশ ওই এলাকার একটি পুকুর থেকে লোহার পাইপটি উদ্ধার করে। ওই পাইপ দিয়েই আঘাত করা হয়েছিল দম্পতির মাথায়।

ছ’মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড, সাজা শুরু হাসিনার

ঢাকা, ২ জুলাই: বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাস্তি ঘোষণা করল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। আদালত অবমাননার একটি মামলায় তাঁকে ছ’মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে সশ্রম নয়, বিনাশ্রম। বুধবার এই নির্দেশ দিয়েছেন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তিন সদস্যের বেঞ্চ। যার নেতৃত্বে ছিলেন বিচারপতি মহম্মদ গোলাম মর্তুজা মজুমদার।

গত বছর বাংলাদেশে আওয়ামী লিগ সরকার পতনের পর ২০০-রও বেশি মামলা দায়ের হয়েছিল শেখ হাসিনার নামে। এই প্রথম কোনও মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেওয়া হল হাসিনাকে। হাসিনার পাশাপাশি গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের বাসিন্দা মহম্মদ শাকিল আলমকে দুই মাসের কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে।

গত ৩০ এপ্রিল দুই আসামিকে ২৫ মে-র মধ্যে ট্রাইব্যুনালে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। তবে হাসিনা বা শাকিল, কেউই হাজিরা দেননি। তাদের আইনজীবীও আদালতে যাননি। সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলেও হাজিরা দেননি তারা। পূর্ণাঙ্গ শুনানির জন্য ১৯ জুন নির্ধারণ করে ট্রাইব্যুনাল। ওই দিন অ্যামিকাস কিউরি নিয়োগ করা হয়। ২৫ জুন পরবর্তী শুনানি ধার্য করা হয়। বুধবার ছিল শেষ শুনানি। তাতেই হাসিনাকে কারাদণ্ড দেওয়া হল। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারপতি মর্তুজা ছাড়াও ছিলেন বিচারপতি মহম্মদ শফিউল আলম মাহমুদ এবং

বিচারক মহম্মদ মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

গত বছরের ৫ অগস্ট বাংলাদেশে প্রবল গণআন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন হাসিনা। বাংলাদেশ ছেড়ে তিনি চলে এসেছিলেন ভারতে। সেই থেকে ভারতেই আছেন। তাঁকে প্রত্যর্পণের জন্য নয়াদিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ঢাকা। বাংলাদেশে হাসিনার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা চলছে। অভিযোগ, ক্ষমতায় থাকাকালীন তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিলেন। বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে বলপ্রয়োগ করেছিলেন। এই সংক্রান্ত অভিযোগগুলির বিচার চলছে বাংলাদেশের আদালতে। হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বাংলাদেশের ক্ষমতায় এসেছে নোবেলজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। দেশে প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজ করে সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন করাই এই সরকারের লক্ষ্য।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৭/০৬/২০২৫ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ২৮ নং এফিডেভিট বলে Pradip Kumar Sen S/o. Durgacharan Sen ও Pradip Kr. Sen S/o. Lt. D Cha Sen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৪৯৬ নং এফিডেভিট বলে Kishor Kumar Singh S/o. Mangru Singh ও Kishore Singh S/o. M. Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৪৯৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Sadhan Sharma ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Santosh Sharma ও Lt. Sontosh Sharma সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০১/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৪৯৯ নং এফিডেভিট বলে Samir Bakshi S/o. Kanai Lal Bakshi ও Samir Kr. Bakshi S/o. K. L. Bakshi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৫০০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjay Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Malay Mondal ও Lt. M. Ch. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০১/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৫০১ নং এফিডেভিট বলে আমি Pradip Kumar Chaudhuri ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sanat Kumar Chaudhuri ও S. Chaudhuri সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩রা জুলাই, বৃহস্পতি বার, ১৮ই আষাঢ় । শুক্লপক্ষ অষ্টমী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ ও বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন,তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : শুভদিন টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চন্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : খুব শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ ।বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ০১.০৭.২৫ তমলুক কোর্টে ২৩০৫/২৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Arnab Das পিতা Samiya Rajan Das এবং Arnab kr. Das পিতা Samyanjan Das একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

গত ০১/০৭/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৪৫৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Ranjan Pramanik ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ranjit Pramanik ও R. Pramanik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০১/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৫০৩ নং এফিডেভিট বলে Malay Kumar Dey S/o. Haradhan Dey ও Malay Kr. De S/o. H. De সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৬/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে আমি Manisha Roy W/o. Monojit Roy ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Monojit Roy ও M Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৬/০৬/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৯ নং এফিডেভিট বলে Amit Kumar Paul S/o. Basanta Kumar Paul ও Amit Kr. Paul S/o. Lt. B. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৩/০৬/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫১১১ নং এফিডেভিট বলে আমি Priyanka Ghosh (old name) W/o. Biswajit Saha, D/o. Sanjay Kumar Ghosh, R/o. Sribashnagar, Chinsurah, Hooghly-712103, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Priyanka Ghosh Saha (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Priyanka Ghosh & Priyanka Ghosh Saha W/o. Biswajit Saha, D/o. Sanjay Kumar Ghosh, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/০৬/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ৩৬১৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Gopal Ch Das (old name) S/o. Lt. Sudhanya Das, R/o. Bagdanga, Nowpara, Singur, Hooghly, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Gopal Chandra Das (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Gopal Ch Das & Gopal Chandra Das S/o. Lt. Sudhanya Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি অমূল্য ঘোষ পিতা- মৃত হিয়াপদ ঘোষ সাং- জলকল মথুরাপুর, পোঃ- দক্ষিণ বহিরগাছি, থানা- ভীমপুর, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১২৩, পঃবঃ গত ২৬/০৬/২০২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে আমি কৃষ্ণপদ ঘোষ ও কৃষ্ণগোপাল ঘোষ একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম এবং আমার পিতা হিয়াপদ ঘোষ, নিরাপদ ঘোষ ও নিরাপদ একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলেন।

নাম-পদবী

আমি কৃষ্ণপদ ঘোষ পিতা- মৃত হিয়াপদ ঘোষ সাং- জলকল মথুরাপুর, পো- দক্ষিণ বহিরগাছি, থানা- ভীমপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১২৩, পঃবঃ গত ২৬/০৬/২০২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে আমি কৃষ্ণপদ ঘোষ ও কৃষ্ণগোপাল ঘোষ একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম এবং আমার পিতা হিয়াপদ ঘোষ, নিরাপদ ঘোষ ও নিরাপদ একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলেন।

নাম-পদবী

২৬/০৬/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে ৫০০৬৭ নং এফিডেভিট বলে আমি মামনি বিশ্বাস জোয়াদ্দার ও সিমা রায় একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৬/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৪০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Shekh Nuruddin Abdulhamid S/o. Abdulhamid Abdul Hai (old name), R/o. Mahanad Bejpara, Pandua, Hooghly-712149, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Shekh Nuruddin S/o. Abdul Hamid (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Shekh Nuruddin Abdulhamid S/o. Abdulhamid Abdul Hai & Shekh Nuruddin S/o. Abdul Hamid সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি, Susanta Choudhury পিতা- Rabindra Choudhury, ঠিকানা- ফ্লাট না 102/KPS/ রেসিডেন্সি, কৌশল্যা, পোস্ট- খড়্গাপুর, থানা- খড়্গাপুর (টাউন), ডিস্ট্রিক্ট - পশ্চিম মেদিনীপুর নোটারি পাবলিক খড়্গাপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ওয়েস্ট বেঙ্গল এর Affidavit দ্বারা Sushant Choudhury নামে পরিচিত হলামI Affidavit No- R.S. 0148 Dated 01 Jul 2025. Susanta Choudhury ও Sushant Choudhury একই বেক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Prateek Chitlangia, S/o Narendra Kumar Chitlangia R/o 2/1A, Burdwan Road, Kolkata-700027 hereby state and declare that spelling of my name have been changed from Pratik Chitlangia to Prateek Chitlangia vide affidavit dated 26.06.2025 before First Class Judicial Magistrate, Kolkata and both are same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি
আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা আমার মক্কেলের নির্দেশ অনুযায়ী জানাইতেছি যে, ১নং জে.এল. ভুক্ত চন্দননগর মৌজায় ৯নং সীটে আর.এস. ৩৩৮ নং ও এল.আর. ৫০৮ নং দাগে আর.এস. ২১৩ নং ও এল.আর. ৬১৭ নং খতিয়ানে ২ কাঠা ১৩ ছটাক জমি শ্রীমতী প্রতিমা চ্যাটার্জী, স্বামী প্রয়াত নির্মল ভূষণ চ্যাটার্জী ওরফে নির্মল ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, সাকিন-নাড়ুয়া মেইন রোড, ওয়েস্ট, পোঃ ও থানা-চন্দননগর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১৩৬। মহাশয়া বিগত ইংরাজী ২১.০৫.২০২৫ তারিখে জয়েন্ট সাব রেজিষ্ট্রার, ক্লাস-২, হাভেলি-৭, পুনে, মহারাষ্ট্র অফিসে রেজেষ্ট্রিকৃত ১১৪৩০/২০২৫ নং আমমোক্তার নামা ও স্বয়ং শ্রী প্রলয় চ্যাটার্জী, পিতা প্রয়াত নির্মল ভূষণ চ্যাটার্জী ওরফে নির্মল ভূষণ চট্টোপাধ্যায়, সাকিন-ন্যাটি এস্পায়ার, সাফায়ার এ-৪০৪, পুনে, পোঃ ও থানা-খারাদি, জেলা-পুনে, পিন নং-৪১১০১৪, স্টেট অফ মহারাষ্ট্র উক্ত মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নামা বলে চন্দননগর সাব রেজেষ্ট্রি অফিসে রেজেষ্ট্রিকৃত ১৫৪৪/২৩.০৫.২০২৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল বলে আমার মক্কেল ১) শ্রী দেবমাল্য গোস্বামী, পিতা শ্রী রতনলাল গোস্বামী, ২) সুপ্রিয় দে, পিতা প্রয়াত বনমালী দে, সাকিন-নাড়ুয়া সরকার পাড়া, পোঃ ও থানা-চন্দননগর, জেলা-হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে খরিদ করিয়া নিজ-নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. সিঙ্গুর (খলিসানী) মানকুন্ডু, ভদ্রেশ্বর অফিসে আবেদন করিয়াছি, যাহার কেস নং এম.এন/২০২৫/০৬১৯/৩৩৯২ ও ৩৩৯৩। এমতে উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন বক্তব্য থাকিলে বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. সিঙ্গুর (খলিসানী) অফিসে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে লিখিত বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় এ্যাকাউন্টটি আইনানুগ নিষ্পত্তি করা হইবে।

ইতি
বীরেশ্বর ভদ্র (উকিলবাবু)
চন্দননগর আদালত ও জেলা জজ আদালত, হুগলী

আমার মক্কেল শ্রী ভগবানা পাত্র, মৌজা ভদ্রেশ্বর, হাল দাগ ১২৯৩ ভুক্ত হাল খতিয়ান ১৭৬৪ ভুক্ত সম্পত্তি দলিল নং ০৭৫৩ তারিখ ২৬.০৩.২০২৫ ক্রয় করিয়াছেন। ঐ দলিলের শ্রীমতি মমতা দত্ত উনি ২০.০১.২০২১ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪নং বহির ০৬০৪-২০২১ ভল্যুমে ৪৬৯-৪৮৭ পাতায় লিপিবদ্ধ ০৬০৪০০০০৪ নং আমমোক্তার নামা হিসাবে শ্রী নির্মল আগরওয়াল মহাশয়কে নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত এই বিজ্ঞাপনের আমমোক্তার নামাতে যদি কাহারো আপত্তি থাকে তাহা হইলে মানকুন্ডু বি.এল.আর.ও অফিসে ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইতে হইবে। **সৌমদীপ সরকার (এ্যাডভোকেট)** হুগলী ডিস্ট্রিক্ট জাজেস্ কোর্ট

আমার মক্কেল শ্রী স্বরুপ ঘোষ ও কৃষ্ণা তপাদার, মৌজা গৌরহাটি-চাঁপদানী, হাল দাগ ১৬৪৩ ভুক্ত হাল খতিয়ান ৩১৪ ভুক্ত দানপত্র দলিল মূলে শ্রীমতি মনসা ঘোষ এর নিকট হইতে দলিল নং ০৩৫৮৯, তারিখ ০৮.১০.২০২১ প্রাপ্ত হয়েন। যাহা শ্রীমতি মনসা ঘোষ পূর্বে বিজয় কৃষ্ণ হালদার ও কমল কৃষ্ণ হালদার এর নিকট হইতে দলিল নং ০২১৬৪, বুক ১, ১৬.০৭.২০১২ তারিখে খরিদ করেন যাহা ঐ দলিলের বিজয় কৃষ্ণ হালদার ও কমল কৃষ্ণ হালদার রেজিষ্ট্রীকৃত ৪নং বহির ১ নং সিডি ভল্যুমে ১৪০৭-১৪২০ পাতায় লিপিবদ্ধ ০০১২৪ নং আমমোক্তার নামা হিসাবে শ্রী বিশ্বনাথ দাস মহাশয়কে নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত এই বিজ্ঞাপনের আমমোক্তার নামাতে যদি কাহারো আপত্তি থাকে তাহা হইলে মানকুন্ডু বি.এল.আর.ও অফিসে ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইতে হইবে।
সৌমদীপ সরকার (এ্যাডভোকেট)
হুগলী ডিস্ট্রিক্ট জাজেস্ কোর্ট

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলীস্থিত ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর।
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ১২/২০২৪

দরখাস্তকারিনী-কমলা নায়েক স্বামী স্বর্গীয় বৃন্দাবন নায়েক পিতা-স্বর্গীয় কাশিনাথ নায়েক, নিবাস- সি.এম. স্ট্রীট ছাত্র সাহু বাড়ি, পো: ও থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৪, পঃবঃ

এতদ্বারা স্বর্গীয় **নরেন্দ্র নায়েক** পিতা স্বর্গীয় বৃন্দাবন নায়েক, নিবাস- সি.এম. স্ট্রীট ছাত্র সাহু বাড়ি, পো: ও থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১২৪, পঃবঃ এর স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে অত্র দরখাস্তকারিনী স্বর্গীয় **নরেন্দ্র নায়েক** মহাশয়ের তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি পাইবার জন্য উপরোক্ত মোকর্দ্দমাটি দাখিল করেছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞাপনের প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় কোন উকিলবাবু মারফৎ আদালতে জানাইবেন। অন্যথায় মোকর্দ্দমাটি একতরফা বিচার হইয়া নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল সম্পত্তি: শ্যামনগর জ্যুট ফ্যাক্টরী (উত্তর মিল) এর অন্তর্গত আদিত্য ট্রান্সলিঙ্ক প্রাইভেট লিমিটেড, সাং পোঃ ও থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী, পিন নং ৭১২১২৪ এর কর্মচারী স্বর্গীয় **নরেন্দ্র নায়েক** পিতা স্বর্গীয় বৃন্দাবন নায়েক টোকেন নম্বর-PT616 এর নিমিত্তে প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ ৮৬,৪৪৭ টাকা ও গ্রাচুইটি বাবদ ২,২৫,০০০ টাকা, সর্বমোট ৩১১৪৪৭ (তিন লক্ষ এগারো হাজার চারশত সাতচল্লিশ) টাকা মাত্র।

কমলা নায়েক দরখাস্তকারিনীর পক্ষে
সুশোভন ঘোষ (এ্যাডভোকেট)
সৌমেন ঘোষাল (সেরেস্তাদার)
জেলা ডেলিগেট আদালত
চন্দননগর, ২০/০৫/২৫

।। নোটীশ ।।

জেলা হুগলী মোকাম শ্রীরামপুর সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) কাম ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
২০২৫ সালের ১ নং অ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারী - সবর্না চ্যাটার্জি, পিতা ব্রজেশ চ্যাটার্জি, সাং ২৭/১, আর.কে স্ট্রীট পোঃ ও থানা- উত্তরপাড়া, হুগলী, পিন ৭১২২৫৮
মৃত ব্যক্তি – সৌরভ চ্যাটার্জি, পিতা ব্রজেশ চ্যাটার্জি, সাং ২৭/১, আর. কে স্ট্রীট পোঃ ও থানা- উত্তরপাড়া, হুগলী, পিন ৭১২২৫৮।

এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে অত্র মোকর্দ্দমায় দরখাস্তকারী সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) কাম ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, শ্রীরামপুর হুগলী আদালতে, নিম্ন তপশীল বর্নিত ইস্টার্ন রেলওয়ের জি.আই.এস- এ রক্ষিত মোট ৪০,৩৮১ টাকার জন্য মৃত **সৌরভ চ্যাটার্জি**-র ওয়ারিশ হিসাবে ২০২৫ সালের ১ নং অ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন, যাহা আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে।

সেকারণে জানানো যাইতেছে যে নোটীশ প্রকাশিত হইবার ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত অ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমার দরখাস্তের বিরুদ্ধে উপরোক্ত ব্যক্তি বা অপর কোন ব্যক্তির কোন আপত্তি থাকিলে তাহারা নিজে অথবা উকিলবাবু মারফৎ আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন নতুবা একতরফা শুনানী মতে মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির পরিচয়
The following amount are lying at Eastern Railway:- G.I.S money of Rs. 40,381/- (Forty Thousand Three Hundred Eighty One) only

দরখাস্তকারীর পক্ষে উকিলবাবু
অরূপ কুমার শী
আদালতের অনুমত্যানুসারে
সমীর চক্রবর্ত্তী (সেরেস্তাদার)
সিভিল জজ(সিনিয়র ডিভিশন)
কাম ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট,শ্রীরামপুর, হুগলী, পঃবঃ, ১৮.০৬.২৫

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

ইন দি কোর্ট অফ্ লারনেড ডিস্ট্রিক্ট এ্যান্ড সেশান জজ্ হুগলী এ্যাট চুঁচুড়া
ম্যাট স্যুট নং ১৬১/২০২৪
মুনমুন সাহা (কুমার)
বনাম
সুরজিৎ সাহা

পিটিশনার/স্ত্রী:- মুনমুন সাহা (কুমার), স্বামী - শ্রী সুরজিৎ সাহা, পিতা-৺বিশ্বজিৎ কুমার, বয়স আনুমানিক ৩৩ বৎসর, ধর্ম - হিন্দু, পেশা - গৃহবধূ, সাং-কপিডাঙ্গা লেন, পোঃ ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২১০১ (পঃ বঃ)।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় দরখাস্তকারিনী **মুনমুন সাহা (কুমার)**, তাঁহার স্বামী শ্রী সুরজিৎ সাহা, পিতা শঙ্কর সাহা, প্রযত্নে রাজু পাল, সাং - কপিডাঙ্গা লেন, পোঃ ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২১০১ (পঃবঃ) স্থায়ী ঠিকানা গ্রাম - অশোকনগর, হাবড়া, পোঃ-অশোকনগর, জেলা-২৪ পরগণা (উত্তর), পিন-৭৪৩২২২, এর বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মোকর্দ্দমা অত্র আদালতে দায়ের করিয়াছেন। অত্র বিষয় যদি কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকে তবে অত্র মোকর্দ্দমার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় দরখাস্তকারিনীর অনুকূলে এক তরফা শুনানী হইবে।

দরখাস্তকারিনীর তরফে নিযুক্তীয় উকিলবাবু মৌমিতা দাস
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী
আদালতের পক্ষে সেরেস্তাদার অফিস সুপারিনটেনডেন্ট (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট জজ্ কোর্ট, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of the District Judge, Paschim Medinipur
J. Misc Case No. 31 / 2024

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে যানানো যাইতেছে যে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর থানার অন্তর্গত নিম্ন তপশীল বর্ণিত ৬০ নং জে.এল ভুক্ত দাসপুর মৌজা এবং ৯৮ নং জে.এল ভুক্ত ডিহিবাইলহরপুর মৌজায় মোট ২৬ শতক ভূমি নাবালিকা **সুলোচনা দত্তর** সম্পত্তি বৈধ কারনে বিক্রয়ের প্রার্থনায় নাবালিকার পক্ষে তাহার মাতা **বুলবুল দত্ত** মহাশয়া উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারোও কোন প্রকারে আপত্তি থাকিলে তিনি বা তাঁহারা আগামী ইং 04.08.2025 তারিখে আদালতের ধার্য দিনে আদালতে বেলা ১০ ঘটিকার সময় স্বয়ং কিংবা কোন উপযুক্ত উকিলের মাধ্যমে উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন

Plot No	Nature	Total Area	Area to be sale
147	Bansbagan	38 dec with in it	4572 sqft in eastern side
161	Bastu	26 dec with in it	4 dec in eastern side
163	Kala	2 dec with in it	1 dec in the western side
210	Foler Bagan	4 dec with in it	1.33 dec in the northern side
215	Khamar	8 dec with in it	1 dec in the Western side
216	Kala	27 dec with in it	02 dec in Southern side
Mouza Dihibailharpur, J.L. 98 Kh. No. 873			
Plot No	**Nature**	**Total Area**	**Area to be sale**
68	Jal	12 dec with in it	02 dec in the northern side
75	Jal	28 dec with in it	05 dec in Southern side
66/537	Jal	48 dec with in it	1 dec in the eastern side
66	Jal	84 dec with in it	2.5 dec in the northern side
233	Jal	14 dec with in it	2.5 dec in the western side
230	Jal	07 dec with in it	01 dec in the northern side
231	Jal	09 dec with in it	1.25 dec in the eastern side

তাং – ২৬.০৬.২৫ **Total Area 26.08 dec**

অনুমত্যানুসারে- **বিভাস মন্ডল (সেরেস্তাদার)**,জেলা জজ আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে **দীপক কুমার মণ্ডল,** নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পুরুলিয়া
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া
ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওড়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওড়া-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৯৫৯১৮**

সরকারি উদাসীনতা, বন্ধ শ্যামনগর সূর্য সেন স্মৃতি গ্রন্থাগার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বাম জমানায় ১৯৮৫ সালে টাকঢোল পিটিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল ভাটপাড়া পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর ১ নম্বর গুড়দহের সূর্যসেন স্মৃতি গ্রন্থাগার। কিন্তু আজ বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে মহান বিপ্লবীর নামাঙ্কিত ৪০ বছরের প্রাচীন সেই গ্রন্থাগার। অভিযোগ, সরকারি উদাসীনতায় বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা গ্রন্থাগারটিতে পড়ে পড়ে নষ্ট হতে বসেছে মূল্যবান বইয়ের ভাণ্ডার। অথচ গ্রন্থাগারটি চালুর ব্যাপারে কারও কোনও হেলদোল নেই। স্থানীয় বাসিন্দা তথা বিজেপি নেতা প্রণব মণ্ডল জানান, তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর ২০১১ সালের শেষের দিকে গ্রন্থাগারিক অবসর নেওয়ার পর থেকেই বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামীর নামাঙ্কিত এই গ্রন্থাগার। মাঝে মধ্যে গ্রন্থাগারের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী আসতেন। কিন্তু পরবর্তীতে গ্রন্থাগারিক না থাকার কারনে বন্ধ অতি প্রাচীন সরকার পোষিত এই গ্রন্থাগার। বন্ধের সময়ে ওই গ্রন্থাগারে পাঠকের সংখ্যা ভালোই ছিল। তাঁর অভিযোগ, ওই ওয়ার্ডের আরেকটি সরকার পোষিত দেশবন্ধু পাঠাগারও উঠে গিয়েছে। তাঁর দাবি, বন্ধ হয়ে পড়ে থাকা গ্রন্থাগারটি ফের চালু হলে ভালোই হত। ফের বইপ্রেমীরা ওখানে ভিড় জমাবে। স্থানীয় কাউন্সিলর অরুণ ব্রহ্ম বলেন, বন্ধ গ্রন্থাগারটির বিষয়ে তিনি ইতিমধ্যেই ব্যারাকপুরের সাংসদ এবং স্থানীয় বিধায়ককে জানিয়েছেন। অবিলম্বে যাতে গ্রন্থাগারটি ফের চালু করা যায়, তাঁরা সেই উদ্যোগ নিচ্ছেন।

দুই হাসপাতালে শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বপন সমাদ্দারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাতীয় চিকিৎসক দিবসে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় হাসপাতালে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করলেন মেয়র পারিষদ তথা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান স্বপন সমাদ্দার। এছাড়াও ছিলেন হাসপাতালের প্রিন্সিপাল ডাঃ দিলীপ পাল, মেডিক্যাল সুপার কাম ভাইস প্রিন্সিপাল ডাঃ সন্দীপ সামন্ত, পুরমাতা পাপিয়া ঘোষ বিশ্বাস সহ বহু বিশিষ্ট চিকিৎসকরা। অন্যদিকে স্বপন সমাদ্দার যান বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালেও। সেখানে চিকিৎসকদের সমাজসেবার অবদানের জন্য সংবর্ধিত করেন স্বপন সমাদ্দার। চিকিৎসকদের হাতে তুলে দেন চারা গাছ, পেন সহ নানা সামগ্রী।

পুজোর আগেই কলকাতার রাস্তায় ২০০টি নতুন সিএনজি এসি বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরের যাত্রী পরিষেবাকে আরও উন্নত করতে এবং বায়ুদূষণ কমাতে পুজোর আগেই কলকাতার রাস্তায় নামছে পরিবেশবান্ধব সিএনজি চালিত নতুন এসি বাস। রাজ্য পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, প্রথম পর্যায়ে শহরের বিভিন্ন রুটে নামানো হবে মোট ২০০টি গ্রিন বাস। এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১২৫ কোটি টাকা। পরিকল্পনা অনুযায়ী, শহরে নামবে ৫০টি স্ট্যান্ডার্ড ডিজেল এসি বাস, ৫০টি সেমি ডিজেল এসি বাস এবং ১০০টি মিনি এসি বাস। বাসগুলির ভাড়া থাকবে বর্তমানে চালু থাকা এসি বাসের সমান। মিনি বাসে ৩১টি এবং বড় বাসে ৪২টি আসন থাকবে। দপ্তরের মতে, এই বাসগুলি শুধুমাত্র যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যই নয়, বায়ুদূষণ রোধেও কার্যকর হবে।

সিএনজি নির্ভর প্রযুক্তির ফলে নির্গমন কমবে, শহরের পরিবেশ হবে আরও স্বাস্থ্যকর। দীর্ঘদিন ধরেই কলকাতায় এসি বাস পরিষেবা নিয়ে যাত্রীদের একাধিক অভিযোগ ছিল; মাঝপথে বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া, রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা কিংবা সময়সূচি না মানা। সেই সমস্যা কাটাতে এবার পুরনো বাসের পরিবর্তে নামছে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর পরিবেশবান্ধব বাস। পুজোর আগেই অন্তত ৫০টির বেশি বাস রাস্তায় নামানো হবে বলে পরিকল্পনা চলছে। চালকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতেও বিশেষ জোর দিচ্ছে রাজ্য পরিবহণ দপ্তর।

চিকিৎসক দিবসে ডাঃ মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাতীয় চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে উত্তর কলকাতা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরমাতা ডাঃ মীনাক্ষী গাঙ্গুলির ঐকান্তিক সহযোগিতায় দেশবন্ধু পার্কে আয়োজিত হয় স্বেচ্ছায় রক্ত বন্ধন উৎসবের। এই কর্মসূচির পাশাপাশি পুরমাতা ডাঃ মীনাক্ষী গাঙ্গুলিকে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন প্রশাসন থেকে শুরু করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বহু মানুষ। যা পেয়ে আপ্লুত মীনাক্ষী নিজেও। তিনি জানান, এই ভালবাসা কখনও শোধ করার নয়।

উল্টো রথ, শ্রাবণী মেলা ও মহরম ঘিরে কড়া প্রস্তুতির নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: উল্টো রথ, শ্রাবণী মেলা ও মহরম; এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বুধবার নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ৩০ মিনিটের ওই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট নির্দেশ দেন, দিঘায় রথযাত্রার দিনে যেমন সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা ছিল, উল্টোরথেও সেই একই মাপের নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা রাখতে হবে। এদিনের বৈঠকে উঠে আসে একাধিক নির্দেশ; উল্টোরথ এবং মহরম পিঠোপিঠি হওয়ায় আইনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রে যেন কোনওরকম শিথিলতা না থাকে, সেই বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনকে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়, সব এলাকায় সক্রিয় নজরদারি রাখতে হবে।

কসবার তদন্তে গোয়েন্দা দপ্তর

■ **প্রথম পাতার পর**

জবানবন্দি ইতিমধ্যেই রেকর্ড করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছে তদন্তকারী দল। গোয়েন্দা বিভাগ এই সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখে তদন্তের গতিপথ নির্ধারণ করবে।

কসবার এই গণধর্ষণ কাণ্ড সামনে আসতেই কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট দুই জায়গাতেই মামলা দায়ের হয়। সুপ্রিম কোর্ট ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় মামলা গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে, কলকাতা হাইকোর্টে সিবিআই তদন্তের দাবিতে একাধিক জনস্বার্থ মামলার আবেদন জমা পড়েছে।

সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে আইনের প্রথম বর্ষের এক ছাত্রীর উপর যৌন হেনস্তা ও ধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য গোটা রাজ্যে। ঘটনাটি ঘটেছে ২৫ জুন রাতে, কিন্তু তা প্রকাশ্যে আসে ২৭ জুন। ওইদিনই মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র, জায়েব আহমেদ এবং প্রমিত মুখোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে কলেজের নিরাপত্তারক্ষীকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

তবে এই ঘটনায় কসবার এই সরকারি ল কলেজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও ওঠে প্রশ্ন। উচ্চশিক্ষা দপ্তর কলেজ কর্তৃপক্ষকে সাত দফা নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। এই নির্দেশিকায় অভিযুক্তদের বহিষ্কার থেকে ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা পর্যন্ত একাধিক পদক্ষেপের কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

একদিন আমার শহর

৩

কলকাতা ৩ জুলাই ২০২৫, ১৮ আষাঢ় ১৪৩২ বৃহস্পতিবার

এক নজরে

ক্ষুব্ধ আদালত

■ বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থা বা চিটফান্ডের কেলেঙ্কারিতে আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর জন্য যে কমিটি গড়া হয়েছিল এবার তারাই আদালতে প্রশ্নের মুখে। গত প্রায় ১০ বছরে কত কোম্পানির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তার কত বিক্রি করা হয়েছে, তা থেকে কোন কোম্পানির কত আমানতকারীকে কত টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে এর কোনও তথ্য দিতে পারেনি বিচারপতি তালুকদার কমিটি। একইভাবে আদালত ক্ষোভ প্রকাশ করে রোজভ্যালির আমানতকারীদের টাকা ফেরাতে গঠিত বিচারপতি দিলীপ শেঠ কমিটির ভূমিকাতেও। এরপরই বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়ের ডিভিশন বেঞ্চ আগামী শুনানিতে বিচারপতি তালুকদার কমিটিকে বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে বলেন। একইসঙ্গে দিলীপ শেঠ কমিটিকেও নির্দেশ দেওয়া হয় আপাতত ওই কমিটি হাইকোর্টের নির্দেশ ছাড়া কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। পারবে না কোনও সম্পত্তি বিক্রি করতেও। এর পাশাপাশি কোনও শেয়ার হাতবদল যাতে না হয়, সে ব্যাপারেও সতর্ক করেছে আদালত।

চার্জশিট সিবিআইয়ের

■ বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারের খুনের মামলায় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ সিবিআইয়ের। সূত্রে খবর, মোট ১৮ জনের নাম রয়েছে এই চার্জশিটে। এই তালিকায় রয়েছে তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পাল আর দুই কাউন্সিলার স্বপন সমাদ্দার ও পাপিয়া ঘোষের নামও। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের ২ মে বিধানসভা ভোটের রেজাল্ট বের হওয়ার পরের দিন কাঁকুড়গাছির বাসিন্দা অভিজিৎ সরকারের রহস্যমৃত্যু হয়। ভোটের সময়ে বিজেপির হয়ে কাজও করেছিলেন অভিজিৎ। অভিজিতের পরিবার প্রথম থেকেই দাবি করেছিল, তিনি রাজনৈতিক হিংসার বলি। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন অভিজিতের দাদা বিশ্বজিৎ সরকার। এরপর বিশ্বজিৎই সিবিআই তদন্তের আর্জি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন।

যুব তৃণমূলে গোষ্ঠী সংঘর্ষ

■ যুব তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ। তারই জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কলকাতার বড়তলা থানা এলাকা। সামনে এসেছে বিডন স্ট্রিট সংলগ্ন এলাকায় এক যুবককে খুনের চেষ্টার অভিযোগ। সূত্রের খবর, ইট, রড, কাচের বোতল দিয়ে সন্তু হালদার নামে ওই যুবককে মারধর করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সন্তু এলাকায় যুব তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত। তৃণমূলের আর এক যুবনেতা রাহুল ঝা'র গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের বিরোধ। মঙ্গলবার রাহুল ঝা ও তাঁর দলবল সন্তুকে বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ। রড, কাচের বোতল দিয়ে মারধরে রাস্তাতেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন সন্তু। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর মুখ ও মাথায় ৩৯টি সেলাই করতে হয়েছে। আপাতত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাজ্যের এক মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ রাহুল ঝা। এলাকায় যুব তৃণমূলেরই অন্য গোষ্ঠীর হয়ে কাজ করেন সন্তু। সেই কারণে তাঁর উপর হামলা হয়েছে বলে অভিযোগ। রাহুল ঝা ও আরও কয়েকজনের নামে বড়তলা থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

■ ফের কলকাতায় উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র। সোমবার সন্ধ্যায় ফুলবাগান থানা এলাকার সুভাষ সরোবর সংলগ্ন সুরেন সরকার রোড থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম অজয় মণ্ডল, পঙ্কজ বিশ্বাস। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাদের কাছ থেকে একটি সিঙ্গল শাটার আগ্নেয়াস্ত্র ও দুই রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে। ঘটনাস্থলেই তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এই ঘটনায় ফুলবাগান থানায় ধৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানার চেষ্টা করছে, এই আগ্নেয়াস্ত্র তারা কোথা থেকে পেল এবং কী উদ্দেশ্যে তা নিয়ে ঘোরাফেরা করছিল।

মনোজিতের নাম বাদ দিল রাজ্য বার কাউন্সিল

এবার ৩ অভিযুক্তকে একসঙ্গে বসিয়ে জেরা করতে চায় পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কসবা কাণ্ডে সিবিআই তদন্ত চায় না পরিবার, এমনটাই জানিয়েছেন নির্যাতিতার বাবা। এর পাশাপাশি কসবা কাণ্ডে যে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে হাইকোর্টে সেই মামলায় অন্তর্ভুক্ত হতে চায় নির্যাতিতার পরিবার। এর জন্য হাইকোর্টে আইনজীবীও নিযুক্ত করেছেন নির্যাতিতার বাবা, এমনই খবর হাইকোর্ট সূত্রে। আজ বৃহস্পতিবার এই মামলার শুনানি হবে বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চে।

এদিকে, কসবা কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রের আইনজীবী এনরোলমেন্ট বাতিল নিয়ে বুধবার জরুরি বৈঠক ডাকে রাজ্য বার কাউন্সিল। জানা যায়, ধর্ষণকাণ্ডে যুক্ত মূল অভিযুক্তের নাম আইনজীবীদের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিল রাজ্য বার কাউন্সিল। কেন্দ্রীয় বার কাউন্সিলেও এই সিদ্ধান্ত পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন রাজ্য বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অশোককুমার দেব। কসবায় ধর্ষণের ঘটনায় যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তার প্রেক্ষিতেই এই সিদ্ধান্ত। পাশাপাশি এও জানা যাচ্ছে, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের উইমেন্স গ্রিভ্যান্স

সেল এই ঘটনায় তদন্ত করবে। লালবাজার সূত্রে খবর, যে সিট গঠন হয়েছিল, সেই ৯ সদস্যকেও আপাতত তদন্তে রাখা হয়েছে। কসবার সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে গণধর্ষণ কাণ্ডের তদন্তে ইতিমধ্যেই তদন্ত করছে কলকাতা পুলিশের ৯ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল। এদিকে জানা গিয়েছে, ঘটনার পরের দিন সকালে কলেজের নয়না চট্টোপাধ্যায়কে ফোন করেছিল মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ। তদন্তকারীরা তিন অভিযুক্তেরই মোবাইল ফোনের কল ডিটেলস যাচাই করে। এই কল রেকর্ড খুঁটিয়ে দেখার সময় নজরে এসেছে ঘটনার পরদিন সকালে মনোজিতের নম্বর থেকে কলেজের ভাইস প্রিন্সিপালকে ফোন করা হয়। পাশাপাশি, পুলিশ একটি ওষুধের দোকানের সিসিটিভি ফুটেজও উদ্ধার করেছে। সেখানে অভিযুক্ত জইব আহমেদকে দেখা গিয়েছে। সে সেখানে ইনহেলার কিনতে গিয়েছিল। গ্রেপ্তারির সন্ধ্যায় ফার্ন রোডে কোনও একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন মনোজিৎ ও জইব। ওই ব্যক্তি কে তা জানতে মরিয়া বিশেষ তদন্তকারী দল সিট-এর তদন্তকারীরা। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে ফার্ন রোডে মনোজিৎ ও জইব সেদিন একসঙ্গেই ছিল। সন্ধ্যা ৬টা ২৫ মিনিটে টিএল ফার্ন রোডের কাছে মনোজিৎ ও জইবের গতিবিধি নজরে এসেছে। কার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল এই দু'জন তা জানতে চান তদন্তকারীরা। পাশাপাশি তিন অভিযুক্তকে একসঙ্গে বসিয়েই বেশ কিছু বিষয় নিয়ে জেরা করতে চাইছেন সিটের সদস্যরা।

হার্নিয়ার বদলে অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশন!

সরকারি চিকিৎসকের বিরুদ্ধে তদন্তে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ব্যবহার করে চিকিৎসা করাতে গিয়ে গুরুতর প্রতারণার অভিযোগ উঠল উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটিতে। দেশবন্ধু নগরের বাসিন্দা এক রোগীর অভিযোগ, পানিহাটি স্টেট জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক বিশ্বজিৎ দাস তাঁকে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে ঘোলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করেন। আশ্বাস দেওয়া হয়, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডেই হার্নিয়ার অস্ত্রোপচার হবে।

কিন্তু পরে জানানো হয়, স্বাস্থ্যসাথী স্কিমে হার্নিয়া কভার না করায় সেই টাকা মিলবে না। পরিবর্তে অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশনের নথি দেখিয়ে সরকারি টাকা আদায় করা হবে।

চিকিৎসকের কথায় বিশ্বাস করে রোগী অস্ত্রোপচারে রাজি হন। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই ফের হার্নিয়ার জায়গায় ব্যথা ও রক্তপাত শুরু হয়। সন্দেহ হওয়ায় পরিবার ইউএসজি করায়। রিপোর্টে দেখা যায়, হার্নিয়ার কোনও অস্ত্রোপচারই হয়নি; করা হয়েছে অ্যাপেন্ডিক্সের

অপারেশন।

বিষয়টি জানাজানি হতেই নড়েচড়ে বসে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সমুদ্র সেনগুপ্ত জানিয়েছেন, অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে, তাঁকে আপাতত অন্যত্র বদলি করা হয়েছে। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বিজেপি দলীয় প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছে, স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে দুর্নীতি এবার প্রকাশ্যে। সরকারি ডাক্তার প্রাইভেট চেম্বারে রেফার করে স্কিমের টাকা লুট করছেন! গেরুয়া শিবিরের প্রশ্ন—

১) স্বাস্থ্যসাথী যদি সব গুরুত্বপূর্ণ রোগ কভার না করে, আয়ুষ্মান ভারত চালু করা হচ্ছে না কেন?

২) প্রাইভেট হাসপাতালে স্বাস্থ্যসাথী সুবিধা কীভাবে মিলছে?

৩) সরকারি চিকিৎসকরা বেসরকারি হাসপাতালের দালাল হয়ে উঠেছেন, সরকার কি তা জানে না?

সবশেষে বিজেপির অভিযোগ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীরবতা গোটা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা নিয়েই প্রশ্ন তোলে।

বজবজের বিধায়ক অশোক দেবকে 'জেঠু' বলে সম্বোধন করত অভিযুক্ত মনোজিৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'কাকু' আর 'জ্যেঠু'-দের দাপটে চরম অস্বস্তিতে তৃণমূল নেতৃত্ব। নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে বহুদিন ধরে সংবাদ শিরোনামে 'কালীঘাটের কাকু'। এবার বঙ্গ রাজনীতিতে তুমুল আলোড়ন তোলা কসবা গণধর্ষণের ঘটনায় সামনে এলেন এক জ্যেঠু। কসবা কলেজের নিরাপত্তারক্ষী থেকে শুরু করে অনেকের মুখেই শোনা গেছে এই 'জ্যেঠু'-র কথা। কিন্তু এই জ্যেঠু কে তা নিয়ে ছিল একটা ধোঁয়াশা। এদিকে কসবা তদন্তের ঘটনায় নেমে সামনে এসেছে নানা তথ্য। যার মধ্যে মিলেছে এক ভিডিও। আর এই ভিডিওতেই দেখা যাচ্ছে একটি অনুষ্ঠানে বিধায়ক অশোক দেবকে 'জ্যেঠু' বলে সম্বোধন করছেন মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র। কসবার আইন কলেজে একটি অনুষ্ঠান চলছিল। সেখানেই বিধায়ক অশোক দেবকে জ্যেঠু বলে সম্বোধন করেন মূল অভিযুক্ত। শুধু তাই নয়, বিধায়ক তাঁর হাতও ধরে রেখেছিলেন। এর থেকে স্পষ্ট কসবা ল কলেজে যে জ্যেঠুর কথা বারবার সামনে আসছে

তিনি অন্য কেউ নন, তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা তথা বিধায়ক অশোক দেব। যদিও এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পর বিধায়ক অশোক দেব জানান, 'ওকে চিনতাম। এর থেকে বেশি কিছু নয়। অনেকেই তো আমার কাছে যায়। চেনা দু'রকমের হয়। একটা হল এমনি চিনি, অপরটা হল খুব ভালোভাবে চিনি। ওকে আমি এমনিই চিনতাম, কলেজে পড়ত, সেই সুবাদেই।' আর মনোজিতের চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে অশোক দেব বলেন, 'আমাদের একটা ছেলের প্রয়োজন ছিল। ও কলেজে পড়ত। কোনও স্থায়ী চাকরি নয়।' সূত্রের খবর, আদালতে পুলিশও জানিয়েছে, মূল অভিযুক্ত বেশ প্রভাবশালী। সেখানে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, 'ওকে আমরা কেউ চিনিই না। হয়তো মিছিলে হাঁটছে, পাশে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয় না, চন্দ্রিমার সঙ্গে ওর কোনও পরিচয় ছিল। আমার বিশ্বাস হয় না, অশোক দেব এটাকে প্রশ্রয় দেবেন।'

শপথ নিলেন কালীগঞ্জের নবনির্বাচিত তৃণমূল বিধায়ক আলিফা আহমেদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধায়ক হিসেবে শপথ নিলেন কালীগঞ্জের নবনির্বাচিত তৃণমূল প্রার্থী আলিফা আহমেদ। ভোটে জেতার নয়দিনের মাথায়, বুধবার কোনও জটিলতা ছাড়াই তাঁর শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হল। সম্প্রতি উপনির্বাচনে জয়ী বিধায়কদের শপথ নিয়ে রাজ্যপাল ও বিধানসভার মধ্যে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে একাধিকবার, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বা রেয়াত হোসেনের শপথ গ্রহণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তবে আলিফার ক্ষেত্রে রাজ্যপালের সম্মতির পর দ্রুতই শপথ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। বিধানসভার নৌশের আলি কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আলিফাকে শপথ বাক্য পাঠ করান অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মলয় ঘটক, সুজিত বসু, মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ সহ একগুচ্ছ মন্ত্রী-বিধায়ক। শপথ গ্রহণের পর আলিফা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে আইডি কর্মী থেকে বিধায়ক হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন, আমি কৃতজ্ঞ। বাবার অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। আমি চাই, তাঁর মতো আমিও মানুষের পাশে থাকি। কৌশলগত

সহায়তার জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ধন্যবাদ জানান তিনি। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় আশাপ্রকাশ করেন, আলিফা শীঘ্রই দায়িত্ব বুঝে নেবেন এবং বিধানসভার রীতি মেনে কাজ করবেন। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিফার স্বামী ও সন্তান। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে কালীগঞ্জ থেকে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হন নাসিরউদ্দিন আহমেদ। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে কেন্দ্রটি শূন্য হয়। পরে তাঁর কন্যা আলিফাকে প্রার্থী করে তৃণমূল।

কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ নয়, জানাল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কোনও আইনি পদক্ষেপ করা হবে না। বুধবার এমনটাই আশ্বাস দেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল। প্রসঙ্গত, অসুস্থতার কারণে অ্যাডভোকেট জেনারেল বুধবার আদালতে জানান তিনি এদিন মামলার শুনানিতে অংশ নিতে পারবেন না। এরপরই বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত জানান, বৃহস্পতিবার মামলার শুনানি হবে। এদিকে কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে ওঠা ধর্ষণের অভিযোগের ঘটনার এক প্রত্যক্ষদর্শীকে পুলিশ হেনস্তা করছে এমন দাবি তুলে এদিনই বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এক আইনজীবী। আর এই ঘটনায় ওই আইনজীবী মামলা দায়ের করারও অনুমতি চান। উত্তরে বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত জানান, এই মামলা শোনার এক্তিয়ার তাঁর নেই। মামলা করার আবেদন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের আদালতে জানাতে হবে।

প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী, পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত স্বামী প্রদীপ্তানন্দ ওরফে কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে নবগ্রাম থানায় ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন এক মহিলা। অভিযোগকারী মহিলার দাবি, ২০১৩ সালে নবগ্রাম থানার চাণক্য ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের এক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা পদে চাকরি দেওয়ার নাম করে তাঁকে ধর্ষণ করেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দ ওরফে কার্তিক মহারাজ। তাঁর উপরে চাপ সৃষ্টি করে গর্ভপাত করাতেও বাধ্য করেন কার্তিক মহারাজ। মহিলার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার সত্যতা যাচাই করার জন্য নবগ্রাম থানার পুলিশ কার্তিক মহারাজকে জেরা করতে চেয়েছিল। কার্তিক মহারাজকে আইনি নোটিস পাঠায় নবগ্রাম থানা। সেই নোটিসে ১ জুলাই মঙ্গলবার সকাল ১০টা'র মধ্যে নবগ্রাম থানায় তাঁকে হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এরপই কার্তিক মহারাজ তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন।

অ্যাডমিশন থেকেই মেয়েদের নিশানা করত ম্যাঙ্গো

পিকনিকে গিয়েও মেলেনি রেহাই, জানালেন আরও এক নির্যাতিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মনোজিতের বিরুদ্ধে এবার সরব হলেন আরও এক নির্যাতিতা। তিনি জানান, এই মনোজিত যখন তাঁকে যৌন নির্যাতন করে তখন তিনি প্রথম বর্ষের ছাত্রী। ২০২৩ সালে পিকনিকে বজবজের লজে তাঁর ওপর চলে এই যৌন নির্যাতনের ঘটনা। একইসঙ্গে তিনি এও জানান, জিন্সের প্যান্ট টেনে খুলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। এই ঘটনা যাতে অন্য কারও কানে না পৌঁছয় তার জন্য ঘর বন্ধ করে লাউড স্পিকার বাজিয়ে চলে তাণ্ডব। আর এটা চলেছিল প্রায় ৪০ মিনিটের মতো। এখানেই শেষ নয়, নির্যাতিতা এও জানান, তাঁকে অ্যাসিড হামলার হুমকিও দিয়েছিল এই মনোজিত। পাশাপাশি নির্যাতিতার বাবা মাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাবও দিয়েছিল এই মনোজিত-ই। সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ছিল রানির মতো করে রাখার। পাশাপাশি মনোজিত এও বলেছিল, ' আমায় বিয়ে কর, অ্যাডমিশন থেকেই তোকে ভালো লেগেছে।'

নির্যাতিতা ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানান, 'রুমে ঢুকে নিজের শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে আসে আমার দিকে। আমাকে থাপ্পড় মেরে অত্যাচার করা হয়।' সঙ্গে এও জানান, প্রত্যাখ্যানের পর ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত করে অত্যাচার করা হয়েছিল। থাপ্পড় মেরে অজ্ঞানও করে দেওয়া হয়েছিল। তারপর পুরুষাঙ্গে মেরে কোনওক্রমে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন। তবে এতদিন ভয়ে তিনি মুখ খুলতে পারেননি। এই ঘটনা সূত্রে নির্যাতিতা এও জানান, মনোজিত তাঁকে বলেছিল, কালীঘাটে নাকি ওর ১০ বিঘা জমি রয়েছে। তবে কালীঘাটে যে মনোজিত থাকে তা তখনও তিনি জানতেন না। সঙ্গে এও বলেছিল, সাত বছরের সম্পর্ক ছেড়েও আমার সঙ্গে থাকতে পারে। তবে এই ঘটনা সম্পর্কে আগে তিনি অভিযোগ করার চেষ্টা করেও অনেকে তাঁকে সাবধান করেন। সঙ্গে এও জানানো হয়েছিল মূল অভিযুক্ত অত্যন্ত প্রভাবশালী। পাশাপাশি এও জানানো হয়, ২০১২-২০২৩ এই মনোজিতের নামে একাধিক অভিযোগ ছিল। তবে যে অভিযোগ করত, তার নামেই গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট অশোক দেবের কাছে ফোন চলে যেত। এদিকে এই প্রসঙ্গে জানা যাচ্ছে, আদালতে পুলিশও জানিয়েছে, মূল অভিযুক্ত বেশ প্রভাবশালী। এদিকে এই জ্যেঠুর পরিচয়ও সামনে এসেছে। যদিও বিধায়ক অশোক দেবের বক্তব্য, তিনি মনোজিতকে চেনেন মাত্র। এর থেকে বেশি কিছু নয়।

পুলিশের অতি সক্রিয়তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুলিশের বিরুদ্ধে অতি সক্রিয়তার অভিযোগ তুলে এবার মামলা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্তর। লালবাজারে সারা রাত আটকে রাখার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করলেন তিনি। প্রসঙ্গত, গত ১৯ জুন জখম হওয়া এক দলীয় কর্মীকে দেখতে ডায়মন্ড হারবার গিয়েছিলেন সুকান্ত মজুমদার। তাঁর অভিযোগ, সেই সময় কনভয় লক্ষ্য করে চলে হামলা ও ভাঙচুর করা হয়। সুকান্তর দাবি, যে সময় তাঁকে হেনস্তা করা হয়েছিল সেই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন খোদ ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ সুপার। তারপরও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পুলিশের ভূমিকা ছিল ঠুঁটো জগন্নাথের মতো। এরপর প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা করে তিনি রাজ্যের ও লোকসভার অধ্যক্ষদের চিঠিও লেখেন। এরপর পরবর্তীতে কসবাকাণ্ডের প্রতিবাদে নামেন সুকান্ত। গড়িয়াহাট মোড় থেকে কসবা থানা অভিযানের ডাক দেন তিনি। তবে পুলিশি বাধায় কসবা থানা পর্যন্ত যেতে পারেননি। সুকান্ত-সহ একাধিক বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয় পথের মধ্যেই। এরপর তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় লালবাজারে। এই দুই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত বুধবার সুকান্ত মজুমদার পৌঁছন কলকাতা হাইকোর্টে। তিনি নিজে উপস্থিত থেকে মামলা দায়ের করেন। এই প্রেক্ষিতে সুকান্তর প্রশ্ন, পুলিশ কেন তাঁকে বারবার হেনস্তা করছে তা নিয়ে। সঙ্গে এ প্রশ্নও তোলেন শুধু মাত্র বিরোধী দল করার জন্যই কি এই হেনস্তা। এদিকে সুকান্ত বলেন, 'পুলিশ অতিসক্রিয়। বারবার আমার মৌলিক অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। বেআইনিভাবে আটক করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধেই আমি মহামান্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি। আমার বিশ্বাস আমি সুবিচার পাবই।'

নিউ ব্যারাকপুরে ব্যবসায়ীকে অপহরণের ঘটনায় ধৃত ৬

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নিউ ব্যারাকপুর থানার অন্তর্গত মধ্যমগ্রামের বাসিন্দা ব্যবসায়ী সৌমিত্র রায়কে অপহরণের ঘটনায় পুলিশের জালে ছয় অপহরণকারী। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতরা সুমন সাহা, শিবা ছেত্রী, বিশাল দাস, শুভজিৎ মুখার্জি, আবদুল খালেক ও শেখ আনিসউদ্দিন। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত সুমন বাগুইআটি থানার কৃষ্ণপুর এবং শিবা লেকটাউন থানার দক্ষিণ দাঁড়ি রোডের বাসিন্দা। বড়তলা থানার গোরাবাগান স্ট্রিটের বাসিন্দা ধৃত বিশাল। কলকাতার মানিকতলা মেইন রোডের বাসিন্দা শুভজিৎ এবং আবদুল খালেক কাশীপুর থানার রাজাবাগান এলাকার বাসিন্দা। ধৃত শেখ আনিসউদ্দিনের বাড়ি বারাসাত থানার রাজবাটি পূর্ব পাড়ায়। পুলিশ সূত্রে খবর, পয়লা জুলাই ভোর রাতের দিকে মধ্যমগ্রামের সিদ্ধা টাউনের বাসিন্দা সুদীপা রায় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগপত্রে তিনি উল্লেখ করেন, গত ২৯ জুন সকাল ন'টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাঁর স্বামী নিখোঁজ হন। পয়লা জুলাই স্বামীর ফোন থেকে তাঁর ফোনে একটা মেসেজ আসে। সেই মেসেজে স্বামী লিখেছে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে এবং অপহরণকারীরা মুক্তি বাবদ পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করেছে।

ব্যবসায়ীর স্ত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে নিউ ব্যারাকপুর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে বিধাননগর উত্তর থানা এলাকার একটি হোটেলে হানা দেয়। সেই হোটেল থেকে অপহৃত ব্যবসায়ীকে পুলিশ উদ্ধার করেছে। সেইসঙ্গে পুলিশ ছয় অপহরণকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

সম্পাদকীয়

সঙ্গীকে নিয়ে একঘেয়েমি না সোশ্যাল মিডিয়া, দিশেহারা পুলিশ থেকে সমাজবিদ

দিশেহারা পুলিশ, কপালে ভাঁজ সমাজবিদদের। মনোবিদদেরও নানা মত। বিভ্রান্ত সবাই। এ কেমন প্রবণতা! স্বামী, সংসার সন্তান ফেলে স্বেচ্ছায় পছন্দের সঙ্গীর সঙ্গে ঘর ছাড়ছেন গৃহবধূরা। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের হদিশ মিলছে না। যেখানে হদিশ মিলছে, তাঁরা আর পুরনো সম্পর্কে ফিরতে নারাজ। বেশিরভাগই বলছেন, তাঁদেরও স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার আছে। ভাঙছে একের পর ঘর। গোটা সামাজিক কাঠামোটাই তো এবার ভেঙে পড়বে। আর পরিস্থিতিটা যে কতটা ভয়াবহ তা এ রাজ্যের একটি এলাকার ছবিতেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। উত্তর ২৪ পরগণার বারাসত মহকুমার কথাই ধরা যাক। স্থানীয় পুলিশের তথ্য বলছে, ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত, নিখোঁজ হয়েছেন ৫৩৬ জন যুবতী, যার ৯০ শতাংশই গৃহবধূ। বিক্ষিপ্ত ভাবে এমন ঘটনা সামনে এলেও পরিস্থিতিটা এখানে ঠেকেছে সেটা আন্দাজ করা যায়নি। সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন স্থানীয় পেজে এই নিয়ে পোস্ট ঘুরছে। ঘটনার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উঠে আসছে সঙ্গীকে নিয়ে একঘেয়েমি। সেখানে তাঁদের হাতিয়ার সোশ্যাল মিডিয়া। মোবাইল ফোনে গড়ে ওঠা পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছেন। কেউ ধরছেন প্রতিবেশী যুবকের হাত, কেউবা স্বামীরই ব্যবসায়ী বন্ধুকে কাছে টানছেন। সন্তান ও পরিবারের প্রতি সব দায়বদ্ধতাই ঝেড়ে ফেলছেন তাঁরা। পা বাড়াচ্ছেন অনিশ্চিত জীবনের দিকে। এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে, নেপথ্যে কি টাকা, বিলাসী জীবনের হাতছানি, না কি উত্তেজনাহীন দাম্পত্য? আর এখানেই তাঁদের বিকল্প রাস্তা হয়ে উঠছে সোশ্যাল মিডিয়া। নিঃসঙ্গ গৃহবধূদের জন্য খোলা বারান্দা! বারাসতের এই গৃহবধূ নিখোঁজের ট্রেন্ড ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল।পুলিশ ও সমাজবিদরা একমত, এটা শুধু নিখোঁজের ঘটনা নয়, এক বৃহত্তর সামাজিক সংকেত। আশ্চর্যের বিষয়, হদিস পাওয়ার পর অনেকেই স্পষ্ট বলছেন, আমরা প্রাপ্তবয়স্ক, নিজের জীবন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার আমাদের। এক্ষেত্রে অসহায় পুলিশ-প্রশাসন।অনেক ক্ষেত্রে শ্বশুরবাড়ি বা স্বামীরা সমাজিক লোকলজ্জায় পুলিশে অভিযোগ করছেন না। এই বিপজ্জনক প্রবণতার শেষ কোথায়, প্রশ্ন সেটাই।

শব্দবাণ-৩১৭

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১.বাজপড়া ৪. ঘরের চালের মটকা ৫. জ্ঞান ৭. মুক্তি, রেহাই ৯. —বাকি যতদিন লেখাপড়া ততদিন ১১. অপাঙ্গদৃষ্টিতে দেখো।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. চকচকে ও গাঢ় ২. নিপুণ ৩. উপকূলের সীমারেখা ৬. অক্ষম,অনুপযুক্ত ৮. গভর্নমেন্ট ১০. অ-মসৃণ।

সমাধান: শব্দবাণ-৩১৬

পাশাপাশি: ১. বিসংগত ৩. সদন ৫. হাজারি ৭. ইগল ৮. রক্ষণ ১০. মায়াকানন।

উপর-নীচ: ১. বিপদ ২. গরহাজির ৩. সবাই ৪. নস্টালজিয়া ৬. রিঙ্গণ ৯. ক্ষণন।

জন্মদিন

আজকের দিন

হরভজন সিং

১৯৬৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক তিগমাংশু ধুলিয়ার জন্মদিন।*
১৯৮০ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় হরভজন সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৮৪ *বিশিষ্ট কৌতুকাভিনেত্রী ভারতী সিংয়ের জন্মদিন।*

বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন বাংলার কিংবদন্তি মুখ্যমন্ত্রী !

স্বপনকুমার মণ্ডল

বিধানচন্দ্র রায়ের (১.৭.১৮৮২-১.৭.১৯৬২) নাম মূলত দুটি কারণে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং এখনও এজন্য তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। প্রথমত, ১৯৪৮ থেকে তিনি আমৃত্যু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর (দ্বিতীয়) গুরুদায়িত্ব সফল ভাবে পালন করে নজির সৃষ্টি করেছেন। এজন্য তাঁকে 'আধুনিক বাংলার রূপকার' বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর পরিকল্পনাতেই দুর্গাপুর, কল্যাণী ও বিধাননগর উপনগর গড়ে তোলা হয়েছে। অন্য যে-পরিচয়টি তাঁকে প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব করে তুলেছে, সেটি হল তাঁর চিকিৎসক পরিচিতি। ভারত সরকার তাঁর জন্মদিনটিকে 'জাতীয় চিকিৎসক দিবস' হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তাঁর আরও যেসব উল্লেখযোগ্য পরিচয় রয়েছে, সেগুলি হল কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র (১৯৩১-৩২) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৪২) প্রভৃতি। এছাড়া তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী হিসাবেও পরিচিত হতে পারতেন। শিলং হাইড্রো ইলেকট্রিক কোম্পানির অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন তিনি। এছাড়া জাহাজ, বিমান ও ইপিয়ারেন্স ব্যবসার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। ফলে জাতীয় জীবনে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বিধানচন্দ্রকে ভারত সরকার ১৯৬১-র প্রজাতন্ত্র দিবসে 'ভারতরত্ন' সম্মানে ভূষিত করে তাঁকে উপযুক্ত স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু এতসবের পরেও বলতে হয়, বিধানচন্দ্র রায় আজও অনাবিষ্কৃত হয়ে রয়েছেন। তাঁকে 'আধুনিক বাংলার রূপকার' বলে, কিংবা, তাঁর জন্মদিনকে 'জাতীয় চিকিৎসক দিবস' হিসাবে পালন করেই তাঁর প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা নিঃশেষ হয়ে যায় না। তিনি আজও মেঘে ঢাকা তারা। তাঁকে যেমন আবিষ্কারের প্রয়োজন রয়েছে, তেমনই তাঁর আদর্শকে পাথেয় করে অসম্পূর্ণ পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করা জরুরি ।

আজও বাংলার উন্নয়নে বিধানচন্দ্রের অবদানকে পরম শ্রদ্ধায় সঙ্গে স্মরণ করা হয় ঠিকই, কিন্তু তাঁকে অনুসরণ করে বাকি উন্নয়নের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা প্রতিফলিত হয় না। অর্থাৎ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেই আমাদের দায় সারার মানসিকতা আজও সজীব, কিন্তু তাঁকে মেনে চলার ফুরসৎ আমাদের নেই। অন্যদিকে তাঁর পরিচয় খ্যাতিতে মোড়া। অর্থাৎ বিধানচন্দ্রের রক্ত-মাংসের মানুষের অস্তিত্বকে তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার কারণে অস্বীকারের মাত্রায় অসাধারণের মোড়কে ব্যতিক্রমী করে রাখা হয়েছে। অথচ তাঁর মহাজীবনকে রক্তমাংসের মানুষের আধারে ছড়িয়ে দিলে সেই মহানুভবতায় অপরকে সামিল করা সহজ ও সুন্দর হয়ে উঠবে। সেদিক থেকে তিনি কত বড় মাপের চিকিৎসক ছিলেন, তার চেয়ে একজন চিকিৎসককে কত বড় মাপের মানুষ হতে হয় তার আলোয় তাঁকে অনুভব করা এই সময়ের প্রেক্ষিতে একান্ত জরুরি। যেখানে মানুষের দুবেলা আহার জোটে না, সেখানে শারীরিক রোগের চিকিৎসা করা বিলাসিতারই সামিল। সেদিক থেকে শরীরের চিকিৎসার পূর্বে মানুষের অভাবের চিকিৎসা করা একান্ত প্রয়োজন। তা না-হলে অনাহারে অপুষ্টিতে দরিদ্র মানুষের কঙ্কালসার দেহই আমাদের সামনে ব্যঙ্গচিত্রের আস্বাদন বয়ে এনে আমাদের অমানবিক দিকের পরিচয়কেই প্রকট করে তুলে ধরে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় রোগীর মুখ দেখেই তার নিদান দিতে পারতেন। কেননা তিনি অনায়াসেই তাঁর মহানুভবতায় রোগীর অন্তরে প্রবেশ করে অন্ত্রের সঙ্গীন অবস্থায় পৌঁছাতে পারতেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরিসরে মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে আসায় বিধানচন্দ্রের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গকে নতুন করে গড়ে তোলার অবকাশ ছিল এবং তা তিনি স্বকীয় প্রতিভায় সম্পন্ন করেছেন। এমনকি, তিনি তাঁর মহানুভবতায় বিরোধী দলেরও শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছিলেন। সেরকম দৃষ্টান্ত আজ সত্যিই বিরল। আর তাই তাঁর মহানুভবতার আলোয় আমাদের পথ চলার সোপান তৈরি করা একান্ত কাম্য। কেননা নিজের কৃতকর্মের মাধ্যমে কীভাবে একজন শাসক শাসিতের হৃদয়ে আপনার জন হয়ে ওঠে এবং রাজনৈতিক পরিচয়ের শক্ত আবরণে আবৃত থাকা সত্ত্বেও তাকে অনাবৃত করে কী করে সকলের সামনে আত্মপরিচয়কে মেলে ধরা সম্ভব, তার দৃষ্টান্ত তিনিই আমাদের দিয়ে গিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সুযোগ্য ব্যক্তির দৌলতে কোনো পদ কীভাবে আমজনতার হৃদয়ের আসনে পরিণত হতে পারে, তার নিদর্শন তো মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। আজ যখন ক্ষমতার অলিন্দে পদে আসীন ব্যক্তিমাত্রই আমজনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং মানুষের অশ্রদ্ধার কারণ হয়ে ওঠেন, তখন তাঁকে বেশি করে মনে পড়ে। আসলে সেক্ষেত্রে পদে আসীন ব্যক্তিমাত্রেই সেই পদ হয় আপদ, নয় বিপদ হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, সেই পদের মধ্যে নিজেকে নিরাপদ ভেবে বসার বাতিক ভর করে। সেক্ষেত্রে পদের গুরুত্ব আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। সেখানে এই ক্ষমতাসর্বস্ব রাজনৈতিক আসরে বিধানচন্দ্র রায়ের মতো শাসকের বড়ই প্রয়োজন। কথায় আছে ক্ষমতার আসনে বসলেই মানুষের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে। সেই চেহারার নিকষে বিধানচন্দ্র দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি খাঁটি সোনা। আমাদের এই ভেজালের দিনে ২৪ ক্যারেট সোনার প্রত্যাশা করতেও ভয় হয়। সেখানে চিরকুমার বিধানচন্দ্রের সুবর্ণগোলক মহানুভব আমাদের সদাই পরশপাথরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেজন্য তাঁর প্রতি বাৎসরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের কৃত্রিমতাকে দূরে সরিয়ে রেখে তাঁর মহানুভবের রসদকে আমজনতার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া ভীষণ প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র সাগরময় ঘোষের 'একটি পেরেকের আত্মকাহিনী' বড়ই অপ্রতুল মনে হয়। কেননা তিনি যে মহানুভবতার অফুরন্ত খনি। সেই খনির দিকে বারে বারেই আমাদের চোখ ফেরাতে হবে, হাত পাততে হবে, আবার অনুসন্ধানও চালাতে হবে। তাতে নির্ভেজাল মনের তৃষ্ণা অন্তত একটু হলেও বৃদ্ধি পেলে জীবনধন্য হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

চিকিৎসক যামিনীভূষণ রায় ও তাঁর সেবাধর্ম

ডাঃ শামসুল হক

এই বাংলার গৌরব তিনি। কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯০৫ সালে এম. বি ডিগ্রি অর্জন করার পর আবার অধিকারী হন এম. এ. আর.এস ডিগ্রিরও। তাই নিজ অধ্যবসায়ের দৌলতেই সেই মানুষটি তখন প্রতিথযশা একজন চিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিতও হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, নিজে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কৃতী একজন ছাত্র হয়েও কেন যে আয়ুর্বেদিকের প্রতি এতখানি ঝুঁকে পড়েছিলেন সেটাই কেউ সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারেননি। পরবর্তীকালে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক হিসেবে প্রচুর সুনামও অর্জন করেছিলেন তিনি। আর সেই সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়েই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণও। সমাজের সব শ্রেণীর মানুষেরই শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনে তাঁর সেদিনের সেই মহা সংগ্রামের কথাও ভোলা যাবে না কখনই। আর মানুষও তাঁকে স্মরণে রাখবেন তাঁর অকৃত্রিম ত্যাগ, মানবসেবা এবং নতুন নতুন অনেক সৃষ্টির কথা ভেবেও।

তিনি ডাঃ যামিনীভূষণ রায়। যদিও ডাক্তার হিসেবে নয়, চিকিৎসা জগতে তাঁর মূল পরিচয় একজন কবিরাজ হিসেবেই। ১৮৭৯ সালের ১লা জুলাই জন্ম তাঁর খুলনার পয়োগ্রামে। প্রাথমিক পর্বের লেখাপড়া শুরু গ্রামের স্কুলেই। তারপর চলে আসেন কলকাতা শহরে। ভর্তি হন ভবানীপুর সাউথ সুবার্বান হাই স্কুলে। সেখানে শেষ হয় তাঁর মাধ্যমিক স্তরের পড়াশোনার কাজ। তারপর স্নাতক হন সংস্কৃত কলেজ থেকে। সংস্কৃতের উপর করেন স্নাতকোত্তর ডিগ্রিও।

তারপরই তাঁর মাথায় চাপে অন্য নেশা । এমনিতেই ছাত্র হিসেবে ভীষণ মেধার অধিকারীও ছিলেন তিনি। তাই কলকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি শাস্ত্রে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধাই হয়নি তাঁর। চালিয়ে যান পড়াশোনার কাজ এবং ১৯০৫ উত্তীর্ণ হন এম.বি পরীক্ষাতেও। সেখানেই কিন্তু থেমে থাকেনি তাঁর ডিগ্রি প্রাপ্তির নেশা। পরে কৃতিত্বের সঙ্গে অর্জন করেন এম.এ. আর.এম ডিগ্রিও।

এবার শুরু হয় চিকিৎসক যামিনীভূষণ রায়ের পেশাদারী জীবন। আর ঠিক তখনই একটা দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব আচমকাই ভীড় জমায় তাঁর মনেরই মধ্যে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর সর্বোচ্চ ডিগ্রির অধিকারী হয়েও তাঁর মন কিন্তু পড়ে ছিল ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের অতি পুরাতন এবং একেবারে নিজস্ব সম্পদ, আয়ুর্বেদেরই প্রতি। কারণ তাঁর বাবা ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্বেদ চিকিৎসক। সেই ছেলেবেলা থেকেই তিনি স্বচক্ষে পরখ করেছেন সব শ্রেণীর মানুষের প্রতি তাঁর বাবার চিকিৎসার ধরন ধারণটাও। আর সেটা দেখেই আয়ুর্বেদের প্রতি তাঁর টানও জন্মায় একেবারে আপনা থেকেই। কিন্তু তাঁর বন্ধুবান্ধব কিংবা আত্মীয় পরিজনরা সেটা ঠিক মেনেও নিতে পারেননি। তাই যামিনীবাবুকে অনেক বুঝিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু কারও কোন কথাই কানে তোলেননি তিনি। বাবার ঐতিহ্য রক্ষাই তখন ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

নতুন জীবন শুরু হয় চিকিৎসক যামিনীভূষণ রায়ের। আয়ুর্বেদের উপর বিশেষ জ্ঞান আরোহণের জন্য তিনি তখন যোগাযোগ করেন সেইসময়ের স্বনামধন্য আয়ুর্বেদ চিকিৎসক বিজয়রত্ন সেনের সঙ্গেও। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বিজয়বাবুও। তাইতো স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিপূর্ণ একজন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করাও সম্ভব হয়েছিল যামিনীবাবুর পক্ষে।

বাগলা মাড়োয়ারি হাসপাতালে তখন তিনি যোগ দেন একজন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক হিসেবেই এবং শুরু হয় তাঁর পেশাদারী জীবনও। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ভীষণ সুনামও অর্জন করেন তিনি। কলকাতার সীমানা অতিক্রম করে তারপর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর নামও। ছুটে যান দক্ষিণ ভারতে। সেটা ১৯১৫ সালের কথা। তখন সপ্তম সর্ব ভারতীয় আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল চেন্নাই (তৎকালীন মাদ্রাজ) শহরে। সেখানে সভাপতি হিসেবেই হাজির ছিলেন তিনি।

সেই শহর এবং পাশাপাশি আরও অনেকস্থানেই তখন আয়ুর্বেদের কি রমরমা অবস্থা। সমগ্র দক্ষিণ ভারত জুড়েই তিনি দেখেছিলেন সেই একই দৃশ্য। চর্তুদিকে বেশ কয়েকটা আয়ুর্বেদিক কলেজ এবং হাসপাতালও। আর সেটা দেখে চোখ খুলে গিয়েছিল তাঁরও । তিনি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিলেন এবার কলকাতায় ফিরে তাঁকেও তৈরি করতে হবে এমনই কিছু নিদর্শন।

যা ভাবা তাই কাজ। কলকাতায় ফিরে শুরু করেন তোড়জোড়ও। ১৯১৬ সালে শ্যামবাজারের কাছে ফড়িয়াপুকুরে শুরু হয় হাসপাতাল তৈরির কাজ। নাম দেন অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল। কাজ শেষ হওয়ার পর ১৯২৫ সালে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী তার দ্বার উদ্ঘাটন করেন। সেই কলেজই এখন পরিচিত হয়েছে জে.বি.রায় স্টেট আয়ুর্বেদ কলেজ ও হাসপাতাল নামে।

১৯২৬ সালের ১১ ই আগস্ট মারা যান চিকিৎসক যামিনীভূষণ রায়। মৃত্যুর ঠিক একদিন আগেই তিনি দু লক্ষ টাকা দান করেছিলেন হাসপাতালের উন্নয়ন উপলক্ষেই। আর তাঁর মৃত্যুর সাত বছর পর তারই স্মৃতিরক্ষার্থে নেওয়া হয়েছিল বিশাল এক পদক্ষপও। পাতিপুকুরে তাঁরই বাগানবাড়িতে স্থাপন করা হয়েছিল আরও একটা চিকিৎসা কেন্দ্র। টি.বি. রোগে আক্রান্ত রোগীদের সুচিকিৎসার জন্যই স্থাপিত করা হয়েছিল সেটি। তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় সেই হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এই বৎসর চিকিৎসক যামিনীভূষণ রায়ের একশত ছেচল্লিশতম জন্মবার্ষিকী। তাই ১লা জুলাই তাঁর জন্মদিনটার কথা মনে রেখেই আমরা যেন তাঁকে স্মরণ করতে পারি এবং জানাতে পারি উপযুক্ত সম্মানও।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নতুন রাস্তা সকল ধর্মের মানুষের জন্য
নাম না-করে শুভেন্দুকে তোপ উদয়নের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: 'নতুন যে রাস্তাগুলো তৈরি হবে সেই রাস্তা দিয়ে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, ধনী-গরিব সকলেই হাঁটবেন।' রাস্তার কাজের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করতে এসে এভাবেই নাম না করে শুভেন্দু অধিকারীকে খোঁচা দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ। জানা গিয়েছে, বুধবার রাস্তার কাজের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জে আসেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ।

সেখানেই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে নাম না করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে খোঁচা দেন তিনি। নাম না করে তিনি বলেন, 'রাস্তা কোনও একটি ধর্মের মানুষের জন্য নয়, রাস্তা হবে সকলের জন্য। গরিব, ধনী, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান সকলের জন্য। কিছু কিছু রাজনৈতিক দল যারা বিরোধী আসনে আছেন, তাদের কাজ শুধু বিরোধিতা করা। আমাদের কাজের ভুল হতে পারে। বিরোধীদের কাজ হচ্ছে সেই ভুল কাজটায় ভুলটা দেখিয়ে দেওয়া, যাতে ভুলটা সংশোধন করে আবার সঠিক পথে চলা যায়।' উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী আরও বলেন, 'ধর্ম আমরা পালন করি মনের শান্তির জন্য। কিন্তু রুজি রোজগারের জন্য আমাদের সকলকেই কর্ম করতে হয়। আপনি (নাম না করে শুভেন্দু অধিকারী) কি কাজ করবেন সেটা বলছেন না। আর শুধু ধর্ম, ধর্ম করছেন।' উল্লেখ্য, বুধবার কুমারগঞ্জ ব্লকের দিওর এলাকায় প্রায় ৯ কোটি টাকার কাজের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন উদয়ন গুহ। এদিনের এই অনুষ্ঠান মঞ্চে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল, বালুরঘাট সদর মহকুমাশাসক সুব্রত কুমার বর্মন, কুমারগঞ্জ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীবাস বিশ্বাস-সহ আরও অনেকে।

এই বিষয়ে ভারতীয় জনতাপার্টির কিষাণ মোর্চার জেলা সহ সভাপতি জীবন রায় বলেন, 'বিজেপি ধর্ম ধর্ম করে না। বরং বিজেপি সনাতনীদের এক হওয়ার কথা বলে। ধর্ম নয়, বরং জনগণের উন্নয়ন আমাদের প্রধান লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্যে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। জনগণ আমাদের সঙ্গে রয়েছে আর তার ফলস্বরূপ আগামী ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে আমরাই ক্ষমতায় আসবো।'

ভোটের আগের প্রতিশ্রুতিও ভেসে যায় জয়পণ্ডার জলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভোট আসে ভোট যায়, ভোট শেষে রাজনৈতিক নেতাদের ভোটপূর্ববর্তী প্রতিশ্রুতিও ভেসে যায় জয়পণ্ডার জলে...। তালডাংরার পাঁচমুড়া এলাকার বাঁশকোপা, জুমড়ি, ডোমখুল্যা, আগয়া-সহ ফুলমতি গ্রাম পঞ্চায়েত ও সিমলাপাল ব্লক এলাকার সামান্য অংশের-সহ অন্তত ১৫টি গ্রামের মানুষের দুর্ভোগের দিন শেষ হয়না। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বর্ষার জলে ফুলে ফেঁপে ওঠা জয়পণ্ডা নদী পেরিয়েই পাঁচমুড়া বাজারেই আসতে হয়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, জয়পণ্ডা নদীর উপর বাঁশকোপা ঘাটে সেতু তৈরির দাবি দীর্ঘদিনের। বিগত বাম আমল থেকে বর্তমান মা-মাটি-মানুষের সরকারের কাছে বারেবারে আবেদন জানানো হয়। এরই মাঝে প্রশাসনিক উদ্যোগে এই সেতু তৈরির উদ্যোগ নেওয়া ও মাটি পরীক্ষার কাজ হলেও ওই পর্যন্তই। সেতু তৈরির কাজ এক চুলও এগোয়নি। এই অবস্থায় যেহেতু নদী তীরবর্তী ওই গ্রামগুলির মানুষকে রুটি রুজির টানে বাজার, ঘাট, স্কুল, কলেজ ও এমনকি স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য বারে বারে নদীর এপারে পাঁচমুড়া বাজারে ছুটে আসতে হয়, সেই কারণে গণ উদ্যোগে এক সময় কাঠের সেতু তৈরী হলেও জয়পণ্ডার করাল গ্রাসে তা বিলীন হয়ে গেছে। ফলে প্রতিটি ভোটের আগে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছুটলেও কাজের কাজ আর হয়না কোনকালেই।

বিজেপির বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক দীপক কুমার দাসের দাবি, 'বাম থেকে তৃণমূল রাজ্যে দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকলেও কেউ কথা রাখেনি। বাঁশকোপা এলাকার মানুষ নদী সমস্যায় জর্জরিত। এবার তাঁদের দল ক্ষমতায় আসার পর সবার প্রথমে এই সেতু তৈরি করবে।' তৃণমূলের বাঁকুড়া জেলা সভাপতি তারাশঙ্কর রায়ের দাবি, 'আমাদের দল কথা দিয়ে কথা রাখে। ধীরে ধীরে সব হবে। একটি সেতু তৈরিতে বিপুল পরিমান টাকার প্রয়োজন হয়।' তবে আগামী দিনে এই সেতুও তৈরি হবে বলে তিনি জানান।

Applications are invited from the eligible women candidates (Married/Divorced/Widow), who must be a resident of Rajpur Sonarpur Municipality to fill up the 9 (Nine) numbers of vacancies in the post of Honorary Health Workers (HHW). For details please see our website (www.rajpursonarpur municipality.in), as well as Notice Board of this Municipality.
Sd/- Sub-Divisional Officer,
Baruipur Sub-Division &
Chairperson, Selection Committee,
Rajpur Sonarpur Municipality

টেন্ডারের নিলামে অশান্তি, অসুস্থ হয়ে পড়লেন বিডিও

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: আউশগ্রাম ২ বিডিও অফিসে ফের অশান্তির জেরে অসুস্থ হয়ে পড়লেন বিডিও। বুধবার দুপুরে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লক অফিসে বেলা ১টা নাগাদ, রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটে টোলের জন্য টেন্ডারের নিলাম ডাকা হয়েছিল। এই টেন্ডারের নিলাম সাত-আট জন ঠিকাদার উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা তাদের দরপত্রও জমা করেন। আউশগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার পাথরকুচি, নওয়াপাড়া ও মালিয়াড়া রাস্তা তিনটের বালিখাদের টোল ট্যাক্সের জন্য দরপত্র রাখা হয়েছিল। এদিন বেশি সংখ্যক দরপত্র জমা না পরায় আউশগ্রাম ২-এর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক চিন্ময় দাস টেন্ডারটি সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে দেন। পাশাপাশি আগামী ৮ জুলাই টেন্ডারের বর্ধিত তারিখ ঘোষণা করেন। এরপরই অশান্তি শুরু হয় বিডিও অফিস চত্বরে। জানা গিয়েছে, ব্লকের প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি অরূপ মির্ধার নেতৃত্বে টেন্ডার পাইয়ে দিতে অশান্তি পাকায় সে নিজে উপস্থিত থেকে। তারা বিডিওকে ক্রমাগত চাপ দেয় বুধবারই টেন্ডারের ঘোষণা করে প্রাপক ঠিকাদারদের নাম ঘোষণা করতে হবে। নিয়ম অনুযায়ী কম সংখ্যক দরপত্র জমা পরলে কর্তৃপক্ষ পর পর তিনটে তারিখ দিয়ে টেন্ডার ডাকতে পারে। কিন্তু অরূপ মির্ধার দলবল রীতিমতো বিডিওকে চাপ দেয়, নিজের ঠিকাদারদের দরপত্র পাইয়ে দিতে। এদিকে বিডিও অফিস চত্বরে হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচি ও অশান্তির মাঝে আচমকায় বিডিও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার বুকে যন্ত্রণা শুরু হয়। জানা গিয়েছে, তড়িঘড়ি বিডিও চিন্ময় দাসকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর আগেও একইভাবে বিডিও অফিসে গিয়ে বিডিও চিন্ময় দাসকে মারধর করা নিয়ে গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন তারা। এদিন অরূপ মির্ধার সঙ্গে বিডিও অফিসে উপস্থিত ছিলেন রামনগরের টোলের বর্তমান ইজারাদার আসরফুল হক মণ্ডল। তিনি এর আগেও বিডিওর উপর হামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। জেল থেকে মুক্ত হয়ে আবারও বালিঘাটের রাস্তার দখল রাখতে মরিয়া হয়ে ওঠে আউশগ্রামের এই অসাধু চক্রটি বলে অভিযোগ। এদিনের অশান্তির জেরে সামনে এসেছে, অতীতের ঝামেলার পর বিডিও চিন্ময় দাসকে নিরাপত্তা দিয়েছিল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। মঙ্গলবার সেই নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছে। বিডিও অফিসে হামলায় জামিনে মুক্ত অরূপ মির্ধা-সহ অন্যান্যরাও এদিন পুনরায় হামলা করতে এলেই অসুস্থ হয়ে পরেন বিডিও বলে অভিযোগ।

বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজে প্রায় ২ কোটি টাকার যন্ত্র বসাল পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সিএসআর প্রকল্পে আগেই প্রায় ২ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন। সম্প্রতি সেই যন্ত্রগুলি সরবরাহ করার পর এবার সেগুলি মেডিক্যাল কলেজের হাতে হস্তান্তর করল ওই সংস্থা। নিয়ম মেনে বুধবার বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও সুপারের হাতে যন্ত্রগুলি অফিসিয়ালি হস্তান্তর করেন ওই সংস্থার আধিকারিকরা। অত্যাধুনিক মানের বহুমূল্যের এই চিকিৎসা যন্ত্রপাতিগুলি মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখাবে বলে দাবি মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের।

রাজ্যের অন্যতম নামী সরকারি হাসপাতাল বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ। চিকিৎসার ব্যাপারে এই মেডিক্যাল কলেজের উপর শুধু বাঁকুড়া জেলা নয়, পার্শ্ববর্তী পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার একাংশ এমনকি ঝাড়খণ্ডের একাংশও নির্ভরশীল। হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন আধুনিকমানের চিকিৎসা যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হলেও সেগুলি সরকারিভাবে সরবরাহ না থাকায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। সম্প্রতি পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশনে এই ধরণের যন্ত্রপাতির তালিকা চেয়ে পাঠায়। তারপরই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুযায়ী ওই সংস্থা তাদের সিএসআর প্রকল্পে মোট ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা বরাদ্দ করে হাসপাতালে অপথালমিক আল্ট্রাসাউন্ড, ক্যামেরা এন্ডোস্কোপ সিস্টেম, বায়ো ফিডব্যাক সিস্টেম, ইসিটি, ল্যাপারোস্কোপ, স্পিরোমিটার, মাইক্রো ডেব্রিডার, ফান্ডাস ক্যামেরা-সহ মোট ১০টি আধুনিকমানের চিকিৎসা যন্ত্র বসানোর উদ্যোগ নেয়। পরবর্তী সময়ে যন্ত্রগুলি বসানোর পর আজ সেই যন্ত্রগুলি অফিসিয়ালি বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আধুনিকমানের এই যন্ত্রগুলি পাওয়ায় এবার হাসপাতালের চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হবে বলে আশা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের।

আইনকে বুড়ো আঙুল, বাড়ছে গাড়ির বেপরোয়া গতি

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

জেলায় পথদুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা সামান্য হলেও কমেছে। এমনটাই দাবি করেছেন বাঁকুড়ার আঞ্চলিক পরিবহন আধিকারিক ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী। জেলায় পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়েছে। এই সংখ্যা কমাতে সারা বছর জুড়ে জেলায় চলছে পথ নিরাপত্তার সচেতনতা প্রচার 'সেভ ড্রাইভ, সেফ লাইফ'-এর। জেলার রোড কমিটির বৈঠক প্রতি মাসে হয়। সেখানে জেলার পথ নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ রয়েছে, পথদুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা প্রতিবছর ১০ শতাংশ হারে কমাতে হবে। এই লক্ষ্যমাত্রা জেলায় পূরণ হয়নি। জেলায় ৩ থেকে ৪ শতাংশ মৃত্যুর হার এক্ষেত্রে কমেছে। বাঁকুড়ার আঞ্চলিক পরিবহন আধিকারিক আরও বলেন, জেলায় একদিকে যানবাহনের সংখ্যা বাড়ছে, অন্য দিকে রাস্তা কমছে। রাস্তার অবস্থাও পথ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। নিয়ম মেনে গাড়ি চালানো দরকার।

তবে পথ দুর্ঘটনা নিয়ে জেলাবাসীদের অধিকাংশ ক্ষুব্ধ। তাদের বক্তব্য, জেলায় পিকআপ ভ্যান ও ট্রাক্টর চালকেরা বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালান। তাদের অধিকাংশের গাড়ি চালানোর কোনও লাইসেন্স নেই। তারা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বেপরোয়া গতিতে চালাতে অভ্যস্ত। গত জুন -২০২৫ এ জেলায় কমপক্ষে দুটি পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে যেখানে অভিযোগ উঠেছে পিকআপ ভ্যান বেপরোয়া গতিতে চালানোর। গত ৬ জুন ২৫ খাতড়া আদিবাসী মহাবিদ্যালয়ের কাছে একটি দুধ পরিবহনের পিকআপ ভ্যান বেপরোয়া গতিতে এসে যাত্রীবাহী বাসকে ধাক্কা মারে। এতে দুই চালক-সহ বহু যাত্রী আহত হন। তবে সেক্ষেত্রে কেউ মারা যাননি। রাস্তায় ছিল অসংখ্য কলেজ পড়ুয়া। গত ২২ জুন ২৫ তালডাংরার বিবড়দার কাছে পাইকা মোড়ে একটি পিকআপ ভ্যান ও একটি মোটর সাইকেলের ধাক্কা হয়। এতে মোটর সাইকেলটিতে থাকা দুই খুড়তুতো ভাই মারা যায়। এতেও অভিযোগ ওঠে পিকআপ ভ্যানটির বেপরোয়া গতি। তাই বাঁকুড়াবাসীদের বক্তব্য, সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইভ-এর প্রচারের পাশাপাশি পিকআপ ভ্যান, বালি পরিবহনের ট্রাক ও ট্রলার চলাচলে কড়া নজর রাখা দরকার।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক | Union Bank
রিজিওনাল অফিস দুর্গাপুর, ইউসিপি-২৩, বেঙ্গল অম্বুজা, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২১৬, ফোন নং - ০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

লীজে প্রেমিসেস প্রয়োজন

ব্যাঙ্কের আবশ্যক মতে- পরিমাণ **৪০০০ থেকে ৬০০০ বর্গফুট কমবেশি এবং ±১০ শতাংশ** কার্পেট এরিয়া এবং পর্যাপ্ত পার্কিং স্পেস সহ **মজবুতভাবে তৈরি বাণিজ্যিক প্রেমিসেস সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর** এলাকায় (সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর থেকে ২ কিমি ব্যাসার্ধে), জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ আবশ্যক। আরও বিস্তারিত জানার জন্য, অনুগ্রহ করে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **https://www.unionbankofindia.co.in/english/tender.aspx** বা ই-প্রকিউরমেন্ট পোর্টাল **www.eprocure.gov.in/epublish/app** দেখুন **নির্ধারিত ফরম্যাটে বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৪.০৭.২০২৫ বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত।**
"প্রযুক্তিগত বিড" এবং **"প্রাইস বিড"** অফার সহ কারিগরি স্পেসিফিকেশন/ড্রয়িং **দুটি আলাদা সিল করা কভারে গৃহীত হবে যা ১. প্রযুক্তিগত বিড ২. প্রাইস বিড** শীর্ষাঙ্কিতভাবে। সম্পূর্ণরূপে পূরণকৃত ফর্মটি আঞ্চলিক অফিস, দুর্গাপুর উপরে উল্লিখিত তারিখ ও সময়ে বা তার আগে উল্লিখিত ঠিকানায় জমা দিতে হবে।
টেকনিকাল বিড **২৪.০৭.২০২৫ তারিখে বিকাল ০৫.০০টা** এ উপরোক্ত ঠিকানায় খোলা হবে। দরপত্র খোলার সময় জমির মালিক/তাদের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকতে পারেন। কোন দালাল বা মধ্যস্থতাকারীর থাকার অনুমতি নেই।
কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোন বা সকল বিড প্রত্যাখ্যান করার অধিকার ব্যাংক সংরক্ষণ করে।
অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
কেন্দ্রীয় সরকার,
রিজিওনাল ডিরেক্টর
ওয়েস্ট বেঙ্গল রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৬)(এ) সম্পর্কিত
এবং
নিউ মিলেনিয়াম টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U27310WB1988PTC043634) রেজিস্টার্ড অফিস **২৫ আর এন মুখার্জি রোড, ৫ম তল, স্যুট এফ, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১ সম্পর্কিত**
....আবেদনকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ০২.০৭.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"গুজরাত রাজ্যে"** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং IIIএফ/১৬, এএ - IIIএফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
স্বা/-
রাকেশ রুংটা
ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৩.০৭.২০২৫
ডিন-০০৭৪৩৫৭৩

পাঞ্জাব নৈশনল বৈংক | punjab national bank
সার্কেল অফিস : মুর্শিদাবাদ, জেনারেল সার্ভিসেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিভিশন
২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, গোরাবাজার, পো. এবং থানা - বহরমপুর
জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০১, www.pnbindia.in

লিজে প্রেমিসেস এর জন্য প্রস্তাব আহ্বায়ক বিজ্ঞাপন

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক গ্রাম এবং পো : পতিকাবাড়ি, জেলা :মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৬২ ঠিকানায় ভাড়া /লিজের ভিত্তিতে (কার্পেট এরিয়া ১২০০ থেকে ১৬০০ বর্গফুট আগ্রাধিকার একতলায়) শাখা অফিসের জন্য দুই ডাক ব্যবস্থায় অর্থাৎ টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল ডাক অধীনে আগ্রহী প্রেমিসেস মালিকগণের কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করছে।
খাম নং ১ : (টেকনিক্যাল বিড) সম্পূর্ণ বিস্তারিত অর্থাৎ বিস্তারিত ঠিকানা, সাইট প্ল্যান, নির্মাণ স্পেসিফিকেশন, কার্পেট এরিয়া, পার্কিং স্পেস এবং মালিকানার প্রমাণ, মোবাইল নং ইত্যাদি সম্বলিত।
খাম নং ২ : (ফিনান্সিয়াল বিড) প্রতি বর্গফুটের আর্থিক দর ইত্যাদি সম্বলিত।
সম্পূর্ণ প্রস্তাব যথাযথভাবে স্বাক্ষর করে পৃথক পৃথক সিলকরা খামে "টেকনিক্যাল বিড" এবং "ফিনান্সিয়াল বিড" শীর্ষাঙ্কিতভাবে সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ উক্ত ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ **০২ আগস্ট ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫.০০ টার মধ্যে** পাঠাতে হবে। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও দালালি/কমিশন প্রদান করা হবে না। আমাদের সার্কেল অফিস/বিও পতিকাবাড়ি/পিএনবি ওয়েবসাইট **(https://pnbindia.in)** থেকে টেন্ডার ফর্ম পাওয়া যাবে। আগ্রহী মালিকগণের অবগতির জন্য লিজ দলিলের নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ক ব্যাঙ্কের খসড়া লিজ দলিলের বয়ান ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।
সার্কেল হেড

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
কেন্দ্রীয় সরকার,
রিজিওনাল ডিরেক্টর
ওয়েস্ট বেঙ্গল রিজিওন, কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৬)(এ) সম্পর্কিত
এবং
পৃথ্বী ভিনকম প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U50404WB2009PTC132110) রেজিস্টার্ড অফিস **২৫ আর এন মুখার্জি রোড, ৫ম তল, স্যুট এফ, ৫ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১ সম্পর্কিত**
....আবেদনকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ০২.০৭.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"গুজরাত রাজ্যে"** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং IIIএফ/১৬, এএ - IIIএফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।
স্বা/-
জ্যোতি রুংটা
ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৩.০৭.২০২৫
ডিন-০৭১১৭৬৭৫

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ট্রাস্ট ফর রুরাল ডেভলপমেন্ট (আইবিটিআরডি)
প্রযত্নে রুরাল ব্যাঙ্কিং ডিপার্টমেন্ট
কর্পোরেট অফিস, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, চেন্নাই - ১৪
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস বারাসত, ৫৪, কে এন সি রোড, গুপ্তা কলোনি, কলকাতা - ৭০০১২৪

চুক্তির ভিত্তিতে ফিনান্সিয়াল লিটারেসি কাউন্সিলর নিয়োগ

গুরুত্বপূর্ণ : দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ : ১৭.০৭.২০২৫

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ট্রাস্ট ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (আইবিটিআরডি) ৩৩ টি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (আইএনডিএসইটিআই) পরিচালনা করে থাকে। আইবিটিআরডি বারাসতে (চুক্তির ভিত্তিতে) ফিনান্সিয়াল লিটারেসি কাউন্সিলর নিয়োগের প্রস্তাব করছে।
এফএলসিসি এর উদ্দেশ্য : এফএলসিসি এর সার্বিক উদ্দেশ্য গ্রামীণ/নগর এলাকায় মানুষকে বিনা শুল্কে আর্থিক সাক্ষরতা/ শিক্ষা এবং ঋণ পরামর্শ দেওয়ার।
এফএলসি'র জন্য যোগ্যতা/অন্যান্য মান/ শূন্য পদের সংখ্যা -০১

ক্রম নং	যোগ্যতা মান	নিয়মাবলি	
১	যোগ্যতা/শিক্ষা	আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আরবিআই, নাবার্ড, সিডবি এবং বানিজ্যিক ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী	
২	অভিজ্ঞতা	অনূন্য ৫ বছরের আধিকারিক হিসেবে ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা। গ্রামীণ ব্যাঙ্কিং এবং সরকারি প্রকল্প বিষয়ে সাম্প্রতিকতম জ্ঞান। মিডল ম্যানেজমেন্ট গ্রেড ব্যাঙ্কারদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।	
৩	বয়স	প্রবেশের বয়স নেই। অবসরের বয়স ৬৮ বছর (সর্বাধিক)	
৪	পারিশ্রমিক	**যোগ্যতা মান**	**মাসিক ব্যয়ের সীমা**
		মাসিক পারিশ্রমিক	**১৮,০০০ টাকা** (নন-মেট্রো সেন্টারের জন্য) **২৪,০০০ টাকা** (মেট্রো সেন্টারের জন্য)
		একটি মাসে ফিনান্সিয়াল লিটারেসি ক্যাম্প পরিচালনার জন্য ভাতা	৪ টি পর্যন্ত ক্যাম্প : নেই ৫-৯ ক্যাম্প : ২০০০ টাকা >= ১০ ক্যাম্প : ৪০০০ টাকা
		সংবাদপত্র ভাতা	২৫০ টাকা বা প্রকৃত পরিমাণ (যেটি কম হবে)
		মোবাইল খরচ	৩০০ টাকা বা প্রকৃত পরিমাণ (যেটি কম হবে)
		রাহা ভাতা	৪ টাকা প্রতি কিলোমিটার সর্বোচ্চ ৪০০০ টাকা সাপেক্ষে বা প্রকৃত পরিমাণ (যেটি কম হবে)
		বিবিধ খরচ	১৫০০ টাকা বা প্রকৃত পরিমাণ (যেটি কম হবে)
		কোনও বিবিধ ভাতা অনুমোদিত হবে না। বিধিবদ্ধ টিডিএস প্রদানের ক্ষেত্রে কাটা হবে।	
৫	নিয়োগের মেয়াদ	চুক্তির ভিত্তিতে ২ বছরের মেয়াদে নিয়োগ করা হবে, পরবর্তীতে আরও ৩ বছরের মেয়াদে সম্প্রসারিত হবে সর্বোচ্চ অবসরের বয়স ৬৮ সাপেক্ষে এবং বার্ষিক কাজের সন্তোষজনক দক্ষতার সাপেক্ষে।	
৬	নির্বাচন প্রক্রিয়া	যোগ্য প্রার্থীদের জ্ঞান, প্রশিক্ষণ দেওয়ার দক্ষতা এবং যোগাযোগের ক্ষমতার মূল্যায়নের জন্য ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে।	
৭	কর্তৃপক্ষের বার্ষিক পর্যালোচনা/চুক্তির নবীকরণ	জোনাল ম্যানেজার বার্ষিক কর্মদক্ষতার পর্যালোচনা করতে পারেন এবং পরবর্তী এক বছরের জন্য চুক্তির নবীকরণ করবেন এবং অছির নিকট প্রতিবেদন পেশ করবেন।	
৮	কর্মীর কাজে ছেদ/বাতিল করা	চুক্তি বাতিলের ক্ষেত্রে ৬০ দিনের নোটিশ মেয়াদ। নিয়োগ এবং চুক্তি বাতিলের ক্ষেত্রে এগজিকিউটিভ প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য।	

১. আবেদনকারীকে নির্ধারিত ফরম্যাটে (ব্যাংকের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ) আবেদন করতে হবে সম্পূর্ণ বিবরণ সহ।
২. সমস্ত বিবরণ সহ সম্পূর্ণ আবেদনপত্র প্রাসঙ্গিক শংসাপত্রের স্ব-প্রত্যয়িত কপি সহ **১৭.০৭.২০২৫ (বিকাল ৫টা) এর মধ্যে নীচের ঠিকানায় পাঠাতে হবে : দি লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার, ইন্ডিয়ান ব্যাংক, জোনাল অফিস, বারাসাত, ৫৪, কে. এন. সি. রোড, গুপ্তা কলোনি, পিন - ৭০০১২৪।**
৩. আইবিটিআরডি অসম্পূর্ণ/অযোগ্য আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
আরও তথ্যের জন্য, আমাদের ওয়েবসাইট www.indianbank.in/career দেখুন।
জোনাল ম্যানেজার, ইন্ডিয়ান ব্যাংক, বারাসাত জোন

ফর্ম নং ১৭
(দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৫(১))
রিকভারি অফিসার -১/২ এর অফিস, ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি,
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ
আরসি/৬২/২০২২
কেন গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি করা হবে না তার কারণ দর্শানোর নোটিশ
(১৯৬১ সালের আয়কর আইনের দ্বিতীয় তপশিলের রুল ৭৩ এবং তৎসহ পঠিত ১৯৯৩ সালের রিকভারি অব ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি আইনের ধারা ২৯ অধীনে)
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া
বনাম
শ্রী সজল কুমার মিত্র এবং অন্যান্য
প্রতি
১. **শ্রী সজল কুমার মিত্র,** পিতা শ্রী বিশ্বদেব মিত্র, স্বত্বাধিকারী : মেসার্স আই আর গার্মেন্টিস, গ্রাম এবং পো : পাহাড়পুর, থানা : লালগোলা, জেলা : মুর্শিদাবাদ, ৭৪২১৪৮, পসিচমবঙ্গ।
২. **দীপচাঁদ কর্মকার,** পিতা প্রয়াত গোপাল কর্মকার, গ্রাম এবং পো : পাহাড়পুর, থানা : লালাগোলা, জেলা মুর্শিদাবাদ, ৭৪২১৪৮।
যেহেতু, সংশ্লিষ্ট **টিএ/৮৬৪/২০১৭** নির্দিষ্টভাবে প্রিজাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল শিলিগুড়ি দ্বারা উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ ২৮,৬০,৮৭৫.০০ (আঠাশ লাখ ষাট হাজার আটশো পঁচাত্তর টাকা) টাকা সুদ শুল্ক সার্টিফিকেট অনুযায়ী আপনার দ্বারা প্রদেয় আদায় দানে ব্যর্থ হওয়ায় আপনাদের গ্রেফতার এবং জেল হাজতের আদেশ জারি করার প্রস্তাব করা হয়েছে।
এতদ্বারা আপনাদের ০৯.০৭.২০২৫ তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারী সমীপে হাজির হয়ে উক্ত সার্টিফিকেট বলবৎ সাপেক্ষে গ্রেফতার এবং দেওয়ানি জেলহাজত দেওয়া হবে না তার কারণ দর্শাতে হবে।
স্বহস্তে ট্রাইবুনালের সিলমোহর প্রদত্ত তারিখ ১৭.০৬.২০২৫।
স্বা/- রিকভারি অফিসার,
ডিআরটি শিলিগুড়ি,
ভারত সরকার, অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি-১

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক | Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১
দাবি নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. **শ্রী শম্ভু ভট্টাচার্য** (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) ২/৪৩, আদর্শ পল্লী ওয়ার্ড নং ৯৯, থানা - নেতাজি নগর, কলকাতা ৭০০০৯২ জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বিষয় : আপনার হোম লোন অ্যাকাউন্ট শ্রী শম্ভু ভট্টাচার্য, অ্যাকাউন্ট নং ৭০৯১২৭৭৬৪৬ এবং ৭৩৭৯৫৯৫৯১৬ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বাঘাযতীন শাখার সাথে - রেজি.
আপনাদের মধ্যে ১ম জন একটি ব্যক্তিগত / মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান/অংশীদারিত্ব সংস্থা/কোম্পানি। আপনাদের মধ্যে ১ম জন এখন বা যেকোনো সংশ্লিষ্ট সময়ে ঋণগ্রহীতা। আপনাদের মধ্যে প্রথম জন হলেন বন্ধকদাতা যিনি গৃহীত ঋণ অ্যাকাউন্টে নিরাপত্তা হিসাবে তার সম্পদ জামিন রেখেছেন। আপনার অনুরোধে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার সময়, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপনি তা গ্রহণ করেছিলেন।

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা
হোম লোন এ/সি নং ৭০৯১২৭৭৬৪৬	২২,৫০,০০০/-
আইবি সরল এ/সি নং ৭৩৭৯৫৯৫৯১৬	১,৪৫,৯০০/-

আপনাদের মধ্যে প্রথমজন নিম্নোক্ত নথিগুলি দাখিল করেছেন প্রতিটি উক্ত সুবিধার জন্য :

সুবিধার প্রকৃতি	নথির প্রকৃতি
হোম লোন এ/সি নং ৭০৯১২৭৭৬৪৬	১. ২১.০৯.২০২১ তারিখের অনুমোদন টিকিট এবং অনুমোদন টিকিটের নিয়ম এবং শর্তাবলীর স্বীকৃতি
	২. ২৮.০৯.২০২১ তারিখের দাবি প্রতিশ্রুতি নোট
	৩. টার্ম লোন চুক্তির তারিখ ২৮.০৯.২০২১
	৪. স্বত্ব দলিল দাখিলের স্বীকৃতি পত্র

সংশ্লিষ্ট উক্ত ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সম্পত্তি বন্ধক/দায়বদ্ধ এর মাধ্যমে জামিন রাখা হয়েছে। উক্ত ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সম্পত্তি(সমূহের) বন্ধক/দায়বদ্ধ জামিন হিসেবে রেখিত মৌজা : রাইপুর, পরগনা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জেএল নং ৩৩, ই পি নং ৩৬, এস পি নং ৩৫, সিএস প্লট নং ২১২(অংশ), প্রেমিসেস নং ৫৫/৭১, রাইপুর, থানা : নেতাজি নগর, কলকাতা : ৭০০০৯২, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯৯ অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,তপশিল বর্ণিত আপনাদের স্বত্বাধীনে।
একাধিকবার আপনাদের বকেয়া সুদ সহ পরিশোধের বিষয়ে অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনারা বা আপনি যৌথভাবে বা পৃথক পৃথকভাবে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিশোধে খেলাপি করেছেন। সংশ্লিষ্ট লোন অ্যাকাউন্ট নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে ০৫.০৬.২০২৫ তারিখে শ্রেণিভুক্ত হয়েছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্যুকৃত নির্দেশ অনুযায়ী।
***১২.০৬.২০২৫ তারিখে আপনার দ্বারা প্রদেয় বকেয়া নিম্নরূপ :

অ্যাকাউন্ট নং	বুক ব্যালান্স	সুদ	মোট
৭০৯১২৭৭৬৪৬	১৮,৫৪,২৩১.০০ টাকা	৫৬,৪৮২.০০ টাকা	১৯,১০,৭১৩.০০ টাকা
৭৩৭৯৫৯৫৯১৬	১,৩৬,১৬০.০০ টাকা	৩৭৬২.০০ টাকা	১,৩৯,৯২২.০০ টাকা
			২০,৫০,৬৩৫.০০ টাকা

আর্থিক সম্পদের নিরাপত্তা ও পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা সুদের আইন ২০০২-এর অধীনে ঋণগ্রহীতা শব্দের অর্থ হল যে কোনও ব্যক্তি যাকে ব্যাঙ্কের দ্বারা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে বা যিনি কোনও গ্যারান্টি দিয়েছেন বা প্রদত্ত আর্থিক সহায়তার জন্য নিরাপত্তা হিসাবে কোনও বন্ধকী /দায়বদ্ধ করেছেন ব্যাংকের নিকট।
অতএব, আপনাকে এবং প্রত্যেককে **১২.০৬.২০২৫ অনুযায়ী** বকেয়া পরিমাণ **২০,৫০,৬৩৫ টাকা (কুড়ি লাখ পঞ্চাশ হাজার ছশো পঁয়ত্রিশ টাকা) সুদ সহ** সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত দাবি নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে জারি করা পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত। যা ব্যর্থ হলে উক্ত আইনের অধীনে আপনার কাছে আর কোনো উল্লেখ ছাড়াই ব্যাঙ্ক নিরাপত্তা সুদের প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে। আপনি যদি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপনার দায় পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাঙ্ক আইনের ধারা ১৩ (৪) অধীন এই তফসিলে দেওয়া সুরক্ষিত সম্পদের সাহায্যে তার প্রয়োগকারী অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হলে এবং আপনারা দাবি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, ব্যাঙ্ক আইনের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
অনুগ্রহ করে নোট করুন যে উক্ত আইনের ১৩(১৩) ধারা অধীনে বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের কোন স্থানান্তর (এখানে তফসিল দেওয়া হয়েছে), ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে করতে পারবেন না।
উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের প্রতি বিরূপতা ছাড়াই আপনাকে জানানো হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই নোটিশটি ডিআরটি/ডিআরএটি/আদালতের ডিআরটি/আরও-এর সমীপে বিচারাধীন থাকা এবং প্রাপ্ত আদেশ/ডিক্রির বাস্তবায়নের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো ক্ষতি না করেই জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে বকেয়া বিল ছাড়, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং আপনার পক্ষে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট লেটারগুলির পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায়গুলির অধীনে উদ্ভূত দায়গুলি পরিশোধ করার জন্য ব্যাঙ্ক আপনাকে আহ্বান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
"আমরা সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে আপনার সিকিউরিটিজ থেকে মুক্তি পাওয়ার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত"।
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে।
জামিনদত্ত সম্পদ এর বিস্তারিত নির্দিষ্ট নিম্নোক্ত মতে :

সম্পত্তির বিস্তারিত	সীমানা
বন্ধকদত্ত সম্পদ : সেরসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০৫৯৬২৮২৭১ : সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৫৯০৯১৬৬৪। সংশ্লিষ্ট অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট তিনতলায় (উত্তর পূর্ব কোনে রোড সাইড), ২/৪৩, আদর্শপল্লি কলকাতা ৭০০০৯২, পরিমাণ ৭৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, ২ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং তথা কিচেন, ২ টয়লেট, ১ ব্যালকনি, এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখল সহ, অবস্থিত মৌজা : রাইপুর, জেএল নং ৩৩, ইপি নং ৩৬, এসপি নং ২১২ (অংশ) প্রেমিসেস নং ৫৫/৭১, রাইপুর, কলকাতা ৭০০৯২, থানা : নেতাজি নংগর ওয়ার্ড নং ৯৯, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, বরো -১০, অ্যাসেসি নং ২১০৯৯০৪২৯৩৭৬, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তি শ্রী শম্ভু ভট্টাচার্য এর নামে।	চৌহদ্দি : **উত্তরে** : সড়ক, **দক্ষিণে** : আর ৫১, **পূর্বে** : আর ৬১, **পশ্চিমে** : আর ৫৯। ফ্ল্যাট : **উত্তরে** : খোলা জায়গা, **দক্ষিণে** : ফ্ল্যাট, **পূর্বে** : খোলা জায়গা, **পশ্চিমে** : সিঁড়ি এবং ফ্ল্যাট। **ফ্ল্যাট : উত্তরে** : খোলা জায়গা, **দক্ষিণে** : ফ্ল্যাট, **পূর্বে** : খোলা জায়গা, **পশ্চিমে** : সিঁড়ি এবং ফ্ল্যাট।

তারিখ : ১১.০৬.২০২৫ স্বা/-
স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
সাসা মুসা সুগার ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
(দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U15432WB1933PTC007599
রেজিস্টার্ড অফিস ঠিকানা : মার্কেন্টাইল বিল্ডিং,
৯/১২, লালবাজার স্ট্রিট,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১, ভারত

দেউলিয়াগ্রস্ত কোম্পানি উল্লেখ্য মহামান্য এনসিএলটি নির্দেশ তারিখ ২০.০২.২০২৫-আইএ (আইবি) নং ৫২২/কেবি/২০২৪-কোম্পানি আবেদন (আইবি) নং ১৫৭/কেবি/২০২১
কর্পোরেট ডেটর এর বিক্রি **"চালু সংস্থা"** হিসেবে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে ৬ষ্ঠ এসসিসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।
মহামান্য এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ২০.০২.২০২৫ - নির্দেশ নং আই এ (আইবি) নং ৫২২/কেবি/২০২৪, কোম্পানি আবেদন (আইবি) নং ১৫৭/কেবি/২০২১ অনুযায়ী নিযুক্ত লিকুইডেটর শ্রী মনীশ জৈন কর্তৃক 'যেখানে যা আছে', 'যে অবস্থায় আছে' এবং 'পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' চালু সংস্থা হিসেবে কর্পোরেট ডেটরের বিক্রি সম্পাদিত হবে। বিক্রয় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম https://ibbi.baanknet.com মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

ক্রম নং	বিবরণ	বিস্তারিত
১.	বিক্রয় নোটিশ এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি প্রকাশের তারিখ	০৩.০৭.২০২৫
২.	ই-নিলাম অধীন সম্পদের অবধান এবং পর্যবেক্ষণের মেয়াদ	৩ জুলাই ২০২৫ সকাল ১১টা থেকে ২৪ জুলাই ২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত আগাম অনুমোদন সাপেক্ষে
৩.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ডাকদাতাকে উপযুক্ততার নথি, বায়না জমা, সংশ্লিষ্ট তারিখের মধ্যে ২৯এ অধীনে ঘোষণা দাখিল করতে হবে :	১৬ জুলাই ২০২৫ সকাল ১০টা থেকে ২৫ জুলাই ২০২৫ বিকেল ৪টার আগে
৪.	সম্ভাব্য ডাকদাতা বায়না জমা (ইএমডি) জমা দিতে পারবেন ব্যাঙ্কনেট অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে	১৬ জুলাই ২০২৫ সকাল ১১টা থেকে ২৫ জুলাই ২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত
৫.	নিলামের তারিখ এবং সময়	নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ওয়েবপোর্টাল https://ibbi.baanknet.com ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে ২৮.০৭.২০২৫ তারিখ, সকাল ১১.৩০টা থেকে বেলা ০১.৩০ টার (প্রতিটি ৫মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) বিক্রয় সম্পাদিত হবে। রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল, ২বি, গ্রান্ট লেন, বজরঙ্গ ভবন, লালবাজার বাটা দোকানের নিকট, কলকাতা - ৭০০০১২
৬.	লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	ইমেল ঠিকানা : ibc@sasamusasugar.com ipcamanishjain@gmail.com

সম্পদের বিবরণ	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
কর্পোরেট ডেটর ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন রেগুলেশন ৩২(ই) অধীনে স্থায়ী আমানত ১০ কোটি টাকা এবং কোনও দায় ব্যতীত 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে', 'কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যাতীত' অবস্থায় 'চালু সংস্থা' হিসেবে বিক্রি করা হবে এনসিএলটি আরও অনুমোদন দিয়েছে পরবর্তী ৩ নিলাম মাধ্যমে চালু সংস্থা হিসেবে ২৪.০৬.২০২৫ তারিখের নির্দেশ মোতাবেক। কর্পোরেট ডেটরের অধিকাংশ সম্পদ অবস্থিত : সমুদয় স্থায়ী সম্পদ- সুগার মিল, আখ মাড়াই ক্ষমতা ২৫০০ টিপিডি -মেসার্স সাসা মুসা সুগার ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড অবস্থিত : পো : সাসা মুসা, থানা : কুচাইকোটে, জেলা : গোপালগঞ্জ বিহার -৮৪১৫০৫। জিপিএস কোঅর্ডিনেটস ২৬.৫২৩৪৪০, ৮৪.৩৫৭২৮৩। নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন সাসা মুসা ১ কিমি দূরে। নিকটবর্তী রেলওয়ে জংশন সিওয়ান-৩৯ কিমি দূরে। নিকটবর্তী যাত্রী এবং এএমপি : ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট কুশীনগর ৬০ কিমি দূরে। নিকটবর্তী জাতীয় সড়ক এনএইচ ২৭ (গুজরাত পোরবন্দর থেকে আসমের শিলচর পর্যন্ত) ১ কিমি দূরে।	২৮.০৭.২০২৫ সকাল ১১.৩০ টা থেকে বেলা ১.৩০ টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মি. অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)	আইএনআর ১১২.৫০ কোটি টাকা (সংশোধিত সংরক্ষিত মূল্য ১২৫ কোটি থেকে ১১২.৫ কোটি করা হয়েছে এসসিসি-র ষষ্ঠ সভা-র নির্দেশ মোতাবেক।	আইএন আর ১১.২৫ কোটি টাকা	০.৫০ কোটি টাকা

নিয়ম এবং শর্তাদি :
১. ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে প্রকাশিত সমস্ত সম্পদের বিবরণ এবং যদি কোনও বিচারাধীন আইনি মামলা থাকে, তাহলে তা নিলামে অংশগ্রহণের আগে বাধ্যতামূলকভাবে দেখা উচিত।
২. স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, এই আমন্ত্রণপত্রটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্যে এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনও ধরণের বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনও কারণ না দেখিয়ে এবং কোনও দায়বদ্ধতা ছাড়াই প্রক্রিয়াটি বাতিল বা পরিবর্তন করার এবং /বা কোনও আগ্রহী পক্ষ / সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী / দরদাতাকে গ্রহণ এবং/বা অযোগ্য ঘোষণা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।
৩. সফল দরদাতাকে পুরানো বকেয়া শুল্ক / স্থানান্তর চার্জ, ফি, জিএসটি ইত্যাদি বহন করতে হবে।
৪. বিক্রয়টি ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এবং এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে হবে। ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য নিযুক্ত সংস্থা কর্তৃক যোগ্য দরদাতাদের নাম https://ibbi.baanknet.com ওয়েব পোর্টাল/ওয়েবসাইটে চিহ্নিত করা হবে। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (BAANKNET)। আগ্রহী দরদাতাদের তাদের মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আইডি ব্যবহার করে https://ibbi.baanknet.com এর মাধ্যমে নিবন্ধন করতে হবে। সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com/মোবাইল নম্বর +৯১ ৮২৯১২২০২২০।
৫. অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড (BAANKNET) এর মাধ্যমে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে", এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** ই-নিলাম কঠোরভাবে পরিচালিত হবে। নিলামের সমস্ত শর্তাবলী https://ibbi.baanknet.com এ উপলব্ধ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
৬. অংশগ্রহণকারীদের জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা আছে।
৭. সম্ভাব্য দরদাতাদের ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে নির্ধারিত সময়সীমা অনুসারে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের বাঙ্কনেট ই নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোডের ধারা ২৯এ এর অধীনে যোগ্যতার ঘোষণা সহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা করতে হবে।
৮. সম্ভাব্য দরদাতাদের বাঙ্কনেট নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বায়না জমা (ইএমডি) জমা করতে হবে।
৯. যদি দরদাতা ধারা ২৯এ এর অধীনে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হন, তাহলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১০. যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণের জন্য কেওয়াইসি, নথি সহ বিড ফর্ম/ইওআই জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **২৫ জুলাই ২০২৫ তারিখ বা তার আগে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।**
১১. সম্পদ/সাইট পরিদর্শনের যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং পরিদর্শন ০৩/০৭/২০২৫ সকাল ১০টা থেকে ২৪/০৭/২০২৫ বিকাল ৫টা পর্যন্ত।
১২ ibc@sasamusasugar.com ঠিকানায় লিখিত অনুরোধ প্রাপ্তির পর।
১৩. ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **২৫ জুলাই ২০২৫ শুক্রবার** বা তার আগে বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
১৪. সময়সীমার যেকোনো পরিবর্তন যোগ্য দরদাতাদের জানানো হবে।
১৫. যেকোনো প্রশ্নের জন্য, নীচে প্রদত্ত বিবরণের জন্য লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগ করুন।
মণীশ জৈন, লিকুইডেটর
সাসা মুসা সুগার ওয়ার্কস প্রা. লি.-বিষয় সম্পর্কিত
(লিকুইডেশন প্রক্রিয়াধীন)
রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023
রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল, ২বি, গ্রান্ট লেন, বজরঙ্গ ভবন
লাল বাজার বাটা দোকানের কাছে, কলকাতা-৭০০০১২
মোবাইল ০৯৮৩০২৪৮৬৮৪/৮৫৮২৮০৬২২১
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৩.০৭.২০২৫

ইডি অফিসার সেজে দেড় কোটির ‘প্রতারণা’, রায়নায় ইডির হানা

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়না: ইডি অফিসার সেজে প্রতারণার অভিযোগ উঠল এক সমাজ কর্মীর বিরুদ্ধে। এক ব্যবসায়ীকে ভুয়ো ইডি আধিকারিক পরিচয় দিয়ে দেড় কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ পেয়ে বুধবার পূর্ব বর্ধমানের রায়নায় ওই সমাজকর্মীর বাড়িতে হানা দেয় ইডি আধিকারিকরা। বুধবার সকাল থেকেই এই ঘটনা জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব বর্ধমানের রায়না থানা এলাকার খেমতা গ্রামে। ওই সমাজ কর্মীর নাম শেখ জিন্না আলি।

ইডি সূত্রে খবর, ইডির নাম করে এক বালি ব্যবসায়ীর থেকে প্রায় দেড় কোটি টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। সকাল ৬টা থেকে শেখ জিন্না আলির বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডির আধিকারিকরা। অভিযানে নেমে সিআরপিএফ জওয়ানরাও তার বাড়ি ঘিরে নেয়। শেখ জিন্না আলি নিজেকে ইডির অফিসার বলে পরিচয় দিতেন।

শুধু তাই নয়, সরকারি সংস্থা ‘ন্যাশনাল অ্যান্টি ট্রাফিকিং কমিটি’র চেয়ারম্যান বলেও নিজেকে এলাকায় পরিচিত করতেন তিনি। যদিও পরে জানা যায়, সেটি একটি এনজিও মাত্র। সরকারি স্বীকৃত কোনও সংস্থা নয়। সম্প্রতি অনলাইনে একটি ডিজিটাল পত্রিকা বের করেছেন। তার তিনি এডিটর হিসেবে রয়েছেন। অভিযোগ অনুযায়ী, জিন্না আলি তার এই ভুয়ো পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে এক বালি ব্যবসায়ীর উপর চাপ সৃষ্টি করেন। ভয় দেখিয়ে, ইডি তদন্তের ভুয়ো হুমকি দিয়ে এবং সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করেন। প্রায় দেড় কোটি টাকার প্রতারণা করা হয়েছে বলে দাবি অভিযোগকারীর। শুধু এখানেই শেষ নয়, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে একাধিক ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অভিযোগও রয়েছে। প্রথম স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগে ডিভোর্স হয় তার। এরপর দ্বিতীয় বিয়ের পরেও একই ধরনের নির্যাতনের অভিযোগে মামলা চলছে জিন্না আলির বিরুদ্ধে। এই সমস্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই বুধবার ইডির পক্ষ থেকে অভিযান চালানো হয় বলে অনুমান। স্থানীয় সূত্রের দাবি, শেখ জিন্না আলির বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কয়েকজন অসাধু অফিসারের সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে। বিশেষ করে কাস্টমস দপ্তরের কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে তার সখ্যতা ছিল বলে অভিযোগ। সেই প্রভাব খাটিয়েই একের পর এক প্রতারণা করেছেন তিনি। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় অন্তত ৫টি বাড়ি রয়েছে জিন্না আলির। বুধবার সকাল থেকেই সেসব বাড়িতেও সমান্তরালভাবে তল্লাশি চালায় ইডির অফিসাররা।

গোরুপাচার রুখলেন বিজেপি কর্মীরা, চালককে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বুধবার দুপুরে বিজেপির একটি দল দুর্গাপুরের মুচিপাড়া থেকে ধাওয়া করে কাঁকসার বাঁশকোপা টোল প্লাজার কাছে একটি কন্টেনারকে আটকায়। চালক ও খালাসিকে কন্টেনারের ভিতরে কী আছে জানতে চাওয়া হলে, তাতে ‘বালিবোঝাই করা আছে’ বলে গাড়ির চালক ও খালাসি দাবি করে। পরে কন্টেনারের পেছন দিক খুলে দেখা যায় তার ভেতরে রয়েছে প্রায় ২০ থেকে ২৫টি গোরু। এই গোরুগুলি বেআইনিভাবে পাচার করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ করে বিজেপি। চালক এবং খালাসির কাছে বৈধ কাগজ দেখতে চাইলে তারা দেখাতে পারে নি। চালককে গাড়ি থেকে নামিয়ে গণধোলাই দিতে শুরু করে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় বাঁশকোপা টোল প্লাজার সামনে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। উত্তেজিত বিজেপি কর্মী, সমর্থকদের হাত থেকে এক কন্টেনারের চালককে উদ্ধার করে পুলিশ। এদিন পুলিশের সামনেই কন্টেনারটিকে আটকে ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দিতে থাকে বিজেপি কর্মীরা। পরে কাঁকসা থানার পুলিশ গোরুবোঝাই কন্টেনারটিকে আটক করে। এদিন বিজেপির এই আন্দোলনের জেরে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর বাঁশকোপা টোল প্লাজায় কলকাতাগামী রাস্তায় প্রায় ৩০ মিনিট ধরে বন্ধ থাকে টোলের একটি গেট। পরে পুলিশ কন্টেনারটিকে আটক করে অন্যত্র সরিয়ে টোল গেটে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। বিজেপি নেতা পারিজাত গাঙ্গুলির অভিযোগ, আসানসোল থেকে ৪টি কন্টেনারে করে গোরুবোঝাই করে পাচার করা হচ্ছে বলে তারা গোপন সূত্রে খবর পায়। এরপরেই তারা অন্ডালে ধরার চেষ্টা করলে সেখানে ধরতে না পেরে মুচিপাড়া থেকে

ধাওয়া করে একটি কন্টেনারকে আটকায়। প্রথমে গাড়ির চালক ও খালাসি গোরু থাকার কথা স্বীকার না করলেও পরে ২০ হাজার টাকা নিয়ে রফার করার কথা বলে। পারিজাতের অভিযোগ, তারা শাসকদলের নেতা বা পুলিশ নয় যে টাকা নিয়ে রফাদফা করে নেবে। তারা এই গোরু পাচারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবে। তবে ঘটনার পর পুলিশ পৌঁছে গোরুবোঝাই গাড়ি ও চালক খালাসি-সহ গাড়িতে থাকা আরও একজনকে আটক করলেও পুলিশ এই বিষয়ে কোনও আইনি পদক্ষেপ না নিলে তারা আইনি পদক্ষেপ নেবেন বলে হুঁশিয়ারি দেয়। তৃণমূল নেতা উজ্জ্বল মুখার্জির দাবি, ‘পশ্চিমবঙ্গে যথেষ্ট সক্রিয় পুলিশ। রাজ্যে শাসকদল তৃণমূল আছে মানে এটা না যে কোথাও কোনও ঘটনা ঘটলে তার দায় তৃণমূলের ওপরে গিয়ে পড়বে। এই ঘটনায় পুলিশের কাছে খবর না থাকলেও বিজেপি কর্মীদের কাছে কিভাবে আগে থেকে খবর গেল, সেটা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। বিজেপির কর্মীরাও যে যুক্ত নেই সেটা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। না হলে পুলিশের আগে তারা কিভাবে খবর পায়। তার আশা পুলিশ নিশ্চই এর তদন্ত করবে ও দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে।’

অশ্লীল ভিডিও তুলে ব্ল্যাকমেল-ধর্ষণ, গ্রেপ্তার জামাইবাবু-সহ ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: কিশোরীর অশ্লীল ভিডিও তুলে ভাইরাল করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে একমাস ধরে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল দুই যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত নির্যাতিতা কিশোরীর সম্পর্কে জামাইবাবু। নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত দুই যুবককে মঙ্গলবার রাতে

গ্রেপ্তার করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে সেকশন ৬-এ পকসো ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। বহরমপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত দুই যুবকের নাম সুরজিৎ হালদার ও অর্ক দত্ত। সুরজিতের বাড়ি বহরমপুরের খাগড়া এলাকায়। অর্ক বহরমপুর থানার কৃষ্ণমাটি পঞ্চায়েতের অযোধ্যানগরের বাসিন্দা। বহরমপুর থানার আইসি উদয়শঙ্কর ঘোষ বলেন, বছর পনেরোর কিশোরীর মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে দু’জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্তদের মোবাইল থেকে একাধিক অশ্লীল ভিডিও ও স্টিল ছবি উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযোগ পত্রে জানানো হয়, গোপনে মেয়ের অশ্লীল ছবি তুলে ব্ল্যাক মেলিং শুরু করে কিশোরীর জামাইবাবু সুরজিৎ হালদার। পরে তারসঙ্গে যোগ দেয় বন্ধু অর্ক দত্ত। এরপর এক মাস ধরে চলে যৌন নির্যাতন ও একাধিকবার ধর্ষণ। এর মাঝে আরও কিছু অন্তরঙ্গ গোপন ভিডিও তোলে দু’জনে। সেই ভিডিও ভাইরাল করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে দুই অভিযুক্ত কিশোরীর সঙ্গে ব্ল্যাক মেলিং করতে শুরু করে বলে অভিযোগ। সামাজিক সম্মানহানীর ভয়ে কিশরী নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সহবাসে বাধ্য হয়। সহ্য করতে না পেরে অবশেষে মায়ের কাছে সমস্ত খুলে বলে ওই কিশোরী। এরপরই নির্যাতিতার মা বহরমপুর থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন।

দিঘার পালটা পুরীর জগন্নাথের মহাপ্রসাদ বিতরণ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রথযাত্রা নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপি শিবিরের কড়া টক্করের পর ভগবান জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ বিলি নিয়েও রাজনীতি। একদিকে রাজ্য সরকারের ঘোষণা মতো দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের মহাপ্রসাদ বিলি শুরু করেছে প্রশাসন। এর পাল্টা হিসাবে রাজ্যের বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষণা মতো রথযাত্রার দিন থেকে ভারতের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী তথা ভারতের চার ধামের এক ধাম ওড়িশার পুরীর জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ বিলি শুরু করেছে বিজেপি নেতৃত্ব ও বিধায়কেরা।

রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সহযোগিতায় পুরশুড়া বিধানসভার অন্তর্গত ৪ নং মন্ডলের হেলান বাজারে রথ যাত্রাকে সামনে রেখে পুরীর জগন্নাথ ধামের মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। খানাকুলের বিধায়ক সুশান্ত ঘোষও পুরীর মহাপ্রসাদ বিতরণ করছেন। এই মহাপ্রসাদ বিলি নিয়ে শাসক দল তৃণমূল ও বিরোধী দল বিজেপির ‘রাজনৈতিক তাসখেলা’ শুরু হয়েছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল। দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ বিলি শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। বাংলার বিভিন্ন এলাকায় দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ প্যাকেটে ভরে বিলি করা হচ্ছে। এনিয়ে তৃণমূল নেতাদের উৎসাহ একেবারে তুঙ্গে। তবে এবার কার্যত সেই কর্মসূচিরই পাল্টা পদক্ষেপ নিচ্ছে বিজেপি। আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ পুরশুড়া জুড়ে পুরীর জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ বিলি করছেন। যা নিয়ে এলাকার সাধারণ মানুষের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। এই বিষয়ে বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, ‘ভগবান জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ নিয়ে রাজনীতির কোনও বিষয় নয়। আমরা আদি ও প্রাচীন এবং কয়েকশো বছর আগে গড়ে ওঠা পুরীর জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দিচ্ছি। পুরীর জগন্নাথ মন্দির হল ভারতের চার ধামের এক ধাম। হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান। সেখানকার প্রসাদ মানুষের হাতে দিতে পেরে নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। কিন্তু তৃণমূল কেবল রাজনীতি করার জন্য দিঘা জগন্নাথ মন্দিরের নাম করে স্থানীয় মিষ্টির দোকানে তৈরি প্যারা ও গজা বিলি করছে। এটা একেবারেই উচিত কাজ নয়।’ অপরদিকে তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দিঘায় জগন্নাথ মন্দির স্থাপন এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ভগবানের প্রসাদ প্রত্যেকের বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এই নিয়ে বিজেপি রাজনীতি করছে।’ সবমিলিয়ে জগন্নাথদেবের কৃপাদৃষ্টির জন্য মরিয়া বাংলার শাসক-বিরোধী সব পক্ষই।

কোটি টাকার মাদক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার ইংরেজবাজারের পৃথক দুটি এলাকা থেকে প্রায় এক কোটি টাকার মাদক উদ্ধার করল ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। এই ঘটনায় মণিপুরের এক মহিলা-সহ মোট চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের একজনের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৪৬০ গ্রাম হেরোইন। অপর জনের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ১০০ গ্রাম গ্রাম ব্রাউন সুগার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে ইংরেজবাজার শহরের রথবাড়ি এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে লাল রঙের একটি মারুতি গাড়িকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয় ৪৬০ গ্রাম বেআইনি হেরোইন। গ্রেপ্তার করা হয় তিনজনকে। ধৃত মহিলার নাম সোফিয়া বিবি। তাঁর বাড়ি মনিপুরে। বাকি দুইজন মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা মাসিদুর রহমান এবং আলিউল শেখ। অন্যদিকে এদিন রাতেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ বাইপাস এলাকায় অভিযান চালিয়ে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের বাসিন্দ অজিত শর্মা নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। তার হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় ১০০ গ্রাম বেআইনি ব্রাউন সুগার।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

শ্রী সুমিত কুমার বোস পিতা সুনীল কুমার বোস, ফ্ল্যাট নং ৩০৩, ৪র্থ তল, ব্লক ২, কেশব ধাম কমপ্লেক্স ৮০ লালা বাবু শায়ার রোড, বেলুড়, হাওড়া - ৭১১২০২	শ্রী সুমিত কুমার বোস পিতা সুনীল কুমার বোস, ১১/৩/বি, ধর্মতলা রোড, বেলুড় মঠ হাওড়া - ৭১১২০২	শ্রী সুমিত কুমার বোস (টেকনিশিয়ান গ্রেড ৩) পিতা সুনীল কুমার বোস, দি ইস্টার্ন রেলওয়েজ, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন, গোপাল নাথ, দুর্গাপুর, বর্ধমান - ৭১৩১০১
শ্রীমতি রাখি কুন্ডু স্বামী শ্রী সুমিত কুমার বোস, ফ্ল্যাট নং ৩০৩, ৪র্থ তল, ব্লক ২, কেশব ধাম কমপ্লেক্স ৮০ লালা বাবু শায়ার রোড, বেলুড়, হাওড়া - ৭১১২০২	শ্রীমতি রাখি কুন্ডু স্বামী শ্রী সুমিত কুমার বোস, ১১/৩/বি, ধর্মতলা রোড, বেলুড় মঠ হাওড়া - ৭১১২০২	শ্রীমতি রাখি কুন্ডু (হেল্পার ১) স্বামী শ্রী সুমিত কুমার বোস, দি ইস্টার্ন রেলওয়েজ, এসসিডব্লিউ/এইচডব্লিউএইচ-কোচিং, টিকিয়াপাড়া, হাওড়া - ৭১১১০১

রেফারেন্স নং SARB/SB/2025-26/SD/237 তারিখ ১৭.০৬.২০২৫
প্রিয় স্যার,
বিষয়- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
ঋণগ্রহীতা : সুমিত কুমার বোস এবং রাখি কুন্ডু (HBL: 31256986760, HBL EQUITY: 34375122963 AND HBL TOP-UP: 36166819208)
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ২৬.১০.২০২৩ তারিখের নোটিশের প্রতি যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এবং ২৬.০২.২০২৪ তারিখের দখল নোটিশের ক্যাপশনযুক্ত অ্যাকাউন্টে জারি করা হয়েছে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ই-নিলামে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি উক্ত বিধির পরিশিষ্ট IV-A অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং নিয়ম ৯(১) এর অধীনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।
বিক্রয় অধীন জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৩০৩, ৪র্থতলে, উত্তর-পূর্ব কোনে , ব্লক -২, বসবাসের কমপ্লেক্স নাম কেশব ধাম কমপ্লেক্স, ২ বেড রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, ১ হল, এবং ১ ব্যালকনি, এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ৭৫০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ চাতালের এবং জমি বালি পুরসভার প্রেমিসেস নং ৮০, লালা বাবু সায়র রোড, পো : বেলুড় মঠ, থানা : বালি, জেলা : হাওড়া, ৭১১২০২, ওয়ার্ড নং ১২, **সম্পত্তি শ্রী সুমিত কুমার বোস এবং শ্রীমতি রাখী কুন্ডু এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ০৩৭৪৭ -২০১০ সালে** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১৭, পৃষ্ঠা ১২০৫ থেকে ১২৪৩, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর হাওড়া।
আমরা অবারও আপনাদের অবগতির জন্য জানাই ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
তারিখ : ০৩.০৭.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই আরএসিপিসি- কাম-এসএআরসি, হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ,পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ই-মেইল: sbi.10263@sbi.co.in
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত অফিসারের বিশদ:- নাম: শ্রী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, ই-মেইল আইডি: sbi.10263@sbi.co.in মোবাইল নং: ৯৮১০৯৭২১১১
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (৬) সঙ্গে পঠিত রুল ৯(১) এর বন্দোবস্তের অধীনে ও সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণকে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **বাস্তবিক দখল** (সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণের বিপরীতে যথাক্রমে বিশদ) **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে “**যেখানে যেমন আছে**”, “**যা যেমন আছে” এবং “সেখানে যা কিছু আছে**”-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৪.০৭.২০২৫ (বৃহস্পতিবার) সময়: ৩০০ মিনিট সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল জমা দেওয়া বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়া পরিমান	রিজার্ভ মূল্য / ইএমডি ১০% / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	
১.	**শ্রী দীপঙ্কর ঘোষ** গ্রাউন্ড ফ্লোরে **ফ্ল্যাট নং জি-৩, মোনার্ক রিজেন্সি,** বিবেকানন্দ নতুন পল্লী, পোদ্রা, থানা- সাঁকরাইল, হাওড়া-৭১১১০৯	(জি+৪) তলা ভবন সহ প্রায় ০৪ **কাঠা** বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের মোকারারি মৌরাশি বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার এলওপি নং - ১৬৪, সিএস ও আরএস প্লট নং ৪২৩(পি) এলআর দাগ নং-৫১৫, এলআর খতিয়ান নং ১৮৯৫, মৌজা- পোদ্রা, জে.এল. নং ৩৮, থানা সাঁকরাইল, জেলা হাওড়ার মধ্যে, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার রানিহাটি, জেলা এবং জেলা সাব-রেজিস্ট্রার, হাওড়ার অফিসের আওতাধীন, যা নিম্নরূপে পরিবেষ্টিত এবং সীমাবদ্ধ:- **উত্তরে**- এক্স জমি, **দক্ষিণে**- সি রোড, **পূর্বে**- এলওপি নং ১৬৫, **পশ্চিমে**- সি রোড।	**১৬,১৫,৭৩০/- টাকা** (যোল লক্ষ পনেরো হাজার সাতশো ত্রিশ টাকা মাত্র) ০৭.০২.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া তদুপরি উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে আরও সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি।	**১২,৮৩,০০০/- টাকা** **১,২৮,৩০০/- টাকা** **১০,০০০/- টাকা**	**পরিদর্শনের তারিখ ১৯.০৭.২০২৫**

গ্রাউন্ড ফ্লোরে আবাসিক **ফ্ল্যাট নং জি-৩** -এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার পরিমাপ প্রায় **৫২৬ বর্গফুট** সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ যার মধ্যে রয়েছে ২টি শয়নকক্ষ, প্রিভি সহ বাথরুম, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর এবং ১টি বারান্দা যা “**মোনার্ক রিজেন্সি**” -এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে ফ্ল্যাট হিসাবে চিহ্নিত, এল.ও.পি. নং ১৬৪, সি.এস. এবং আর.এস. প্লট নং ৪২৩(পি) এল.আর. দাগ নং ৫১৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৮৯৫, মৌজা- পোদ্রা, জে.এল. নং ৩৮, সাঁকরাইল, জেলা হাওড়া, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার রানিহাটি, জেলা এবং জেলা সাব-রেজিস্ট্রার হাওড়া অফিসের এক্তিয়ারের মধ্যে, সেইসঙ্গে জমির আনুপাতিক অবিভক্ত শেয়ার এবং উক্ত ফ্ল্যাটের সাথে সংযুক্ত সাধারণ এলাকা এবং সুযোগ-সুবিধাগুলি যা নিম্নরূপে পরিবেষ্টিত এবং সীমানাবদ্ধ:- **উত্তরে**- সাধারণ স্থান; **দক্ষিণে**- ফ্ল্যাট নং জি-৪, **পূর্বে**- সাধারণ স্থান; **পশ্চিমে**- ফ্ল্যাট নং জি২, সিঁড়ি কেস এবং লিফট।
সম্পত্তিটি শ্রী দীপঙ্কর ঘোষের নামে ২০১৭ সালের দলিল নং-০৫০১০০৫৬৯, খণ্ড নং-০৫০১-২০১৭, বই-১, পৃষ্ঠা ১৬৭২৪ থেকে ১৬৭৬৩ পর্যন্ত -তে নিবন্ধিত পশ্চিমবঙ্গের জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ডি.এস.আর.- হাওড়া -তে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল জমা দেওয়া বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়া পরিমান	রিজার্ভ মূল্য / ইএমডি ১০% / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	
২.	**শ্রী অর্ণব দত্ত শ্রীমতী রূপশ্রী পাল শ্রী অলোক কুমার দত্ত “ওম নীড়”** ফ্ল্যাট নং **২সি,** দ্বিতীয় ফ্লোর, ৩২৪, জি.টি. রোড, বালি, হাওড়া-৭১১২০১	“**ওম নীড়**” নামে নামকরণ করা বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলে উত্তর-পশ্চিম পাশে স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং **২সি** -এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৩২৪, জিটি রোড, ওয়ার্ড নং ৯ (পুরাতন) ৮ (নতুন) বালি পৌরসভার সীমার মধ্যে, এখন হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ৫৭ (এইচএমসি) পোস্ট অফিস এবং থানা- বালি, হাওড়া জেলার অন্তর্গত, পিন -৭১১২০১ -তে অবস্থিত, এলাকার পরিমাপ **৯৩৬ বর্গফুট** বা সামান্য কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এলাকা সহ যার মধ্যে রয়েছে ২ (দুই) বেড রুম, ১ (এক) লিভিং-কাম-ডাইনিং রুম, ১ (এক) রান্নাঘর, ২টি (দুই) টয়লেট এবং ১ (এক) বারান্দা সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার সহ যা থানা-বালি, পোস্ট	**২৭,৬৩,৬৬২.৫৭/- টাকা** (সাতাশ লক্ষ তেষট্টি হাজার ছয়শো বাষট্টি টাকা সাতান্ন পয়সা মাত্র) **১৯.১১.২০২৪** অনুযায়ী বকেয়া তদুপরি উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে আরও সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি।	**২৮,৫৮,০০০/- টাকা** **২,৮৫,৮০০/- টাকা** **১০,০০০/- টাকা**	**পরিদর্শনের তারিখ ১৯.০৭.২০২৫**

অফিস-বালি, জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস হাওড়া, তৌজি নং ৩৯৮৯, জেএল নং ১৪ এর অধীনে মৌজা-বলিতে অবস্থিত। খতিয়ান নং ৩১৪৬ এর অধীনে, দাগ নং ১৫৯১৫,১৫৯১৬ এবং ১৫৯১৭ জেলা- হাওড়া।
ফ্ল্যাটটি নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- উত্তরে- খোলা স্থান, **দক্ষিণে**- লিফট, সিঁড়ি, লবি, **পূর্বে**- ফ্ল্যাট নং ২ডি, **পশ্চিমে**- ফ্ল্যাট নং ২এ, খোলা স্থান দ্বারা।
সম্পত্তিটি শ্রী অর্ণব দত্ত, শ্রীমতী রূপশ্রী পাল এবং শ্রী অলোক কুমার দত্ত এর নামে রয়েছে ২০১৬ সালের দলিল নং ০৫০২০০৯৫৬, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস এডিএসআর হাওড়া অফিসে বই -১, ভলিউম নং ০৫০২-২০১৬, পৃষ্ঠা ২৯৮১৪ থেকে ২৯৮৫২ পর্যন্ত -তে নিবন্ধিত।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল জমা দেওয়া বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়া পরিমান	রিজার্ভ মূল্য / ইএমডি ১০% / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	
৩.	**শ্রী রূপম বসাক** পিতা- রথীন্দ্র কুমার বসাক **ফ্ল্যাট নং বি,** তৃতীয় ফ্লোর, ২৭ (বিএল/বি), শান্তিরাম রাস্তা, পোস্ট ও থানা-বালি, হাওড়া-৭১১২০১।	প্রায় ৩ (তিন) কাঠা ৬ (ছয়) ছটাক পরিমাপের মোকোরারি বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তার উপর নির্মিত চার তলা নবনির্মিত ভবন, যার পৌরসভা হোল্ডিং নং- ২৭, বর্তমানে ২৭ (বিএল/বি), শান্তিরাম রাস্তা, পোস্ট এবং থানা-বালি, জেলা-হাওড়া, ওয়ার্ড নং-৬ এর মধ্যে, এলআর দাগ নং- ১৩৪০৫ এবং ১৩৪০৬ -এর সাথে সম্পর্কিত, খতিয়ান নং- ৫৯৭০, জেএল নং- ১৪ মৌজা এবং থানা- বালি, জেলা- হাওড়ার অধীনে, সেইসঙ্গে এর সাথে সংযুক্ত সমস্ত অধিকার সুবিধা, সুযোগ-সুবিধা, আনুষাঙ্গিক, **যা নিম্নরূপে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- উত্তরে**- হোল্ডিং নং-২৬, শান্তিরাম রাস্তা। **দক্ষিণে**- শান্তিরাম রাস্তা। **পূর্বে**- সাধারণ পথ। **পশ্চিমে**- হোল্ডিং নং-২৮, শান্তিরাম রাস্তা।	**২২,৭২,৬১০.৯০/- টাকা** (বাইশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার ছয়শো দশ টাকা নব্বই পয়সা মাত্র) ০৭.০২.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া তদুপরি উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে আরও সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি।	**১৭,৩৩,০০০/- টাকা** **১,৭৩,৩০০/- টাকা** **১০,০০০/- টাকা**	**পরিদর্শনের তারিখ ১৯.০৭.২০২৫**

ভবনের উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম অংশের তৃতীয় ফ্লোরে স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক (মার্বেল ফ্লোরিং) **ফ্ল্যাট নং -বি** -এর সকল, যার পরিমাপ প্রায় **৮৫০ বর্গফুট।** যার মধ্যে রয়েছে প্রায় ৩টি শয়নকক্ষ, ১টি রান্নাঘর, ২টি টয়লেট, ১টি লিভিং-কাম-ডাইনিং , ২টি বারান্দা এবং লিফট সুবিধা ছাড়াই এবং এর নিচের জমির অখণ্ড আনুপাতিকভাবে শেয়ার ও ইন্টারেস্ট যার পৌরসভার হোল্ডিং নং ২৭ (বিএল/বি), শান্তিরাম রাস্তা, পোস্ট ও থানা-বালি, জেলা-হাওড়ার অংশ, **যা নিম্নরূপে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত এবং সীমানাবদ্ধ:- উত্তর দিকে** - পাশের খোলা জায়গা (খোলা আকাশ)। **দক্ষিণ দিকে** - সিঁড়ি, প্রবেশ পথ এবং স্মৃতি চ্যাটার্জির ফ্ল্যাট। **পূর্ব দিকে** - পাশের খোলা জায়গা (খোলা আকাশ)। **পশ্চিম দিকে** - পাশে খোলা জায়গা (খোলা আকাশ)।
সম্পত্তিটি শ্রী রূপম বসাকের নামে ২০১৯ সালের দলিল নং- ০৫১৩০২১৯৭, বই-১, খণ্ড নং- ০৫১৩- ২০১৯, পৃষ্ঠা ৭২১৫৬ থেকে ৭২২০১ পর্যন্ত, ডি.এস.আর.-২ হাওড়ার জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে নিবন্ধিত।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম	স্বত্ব দলিল জমা দেওয়া বন্ধকীকৃত সম্পত্তির বিবরণ	বকেয়া পরিমান	রিজার্ভ মূল্য / ইএমডি ১০% / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	
৪.	**শ্রী শ্যামল চন্দ্র শ্রীমতী সুমিতা চন্দ্র, ফ্ল্যাট ৪০৩,** ৪র্থ ফ্লোর, **তানভীর নিকুঞ্জ অ্যাপার্টমেন্ট** মৌজা- পোদ্রা, থানা-সাঁকরাইল, হাওড়া-৭১১১০৯।	আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার **ফ্ল্যাট নং ৪০৩,** চতুর্থ ফ্লোরে, পরিমাপ প্রায় **৬৩৭ বর্গফুট,** সুপার বিল্ড-আপ এলাকা সহ, যেখানে আছে ০২ (দুই) বেডরুম, ০১ (এক) প্রিভি সহ বাথরুম, একটি ডব্লিউসি, একটি রান্নাঘর রুম, একটি বারান্দা যা ‘**তানভীর নিকুঞ্জ**’ এর পঞ্চম তলায় ফ্ল্যাট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এর আরএস দাগ নং ৫১৫, আরএস খতিয়ান নং ৯৪, এলআর দাগ নং ৬৫৯, -এর অধীনে গঠিত জমির এল.আর. খতিয়ান নং.৪০১৫, মৌজা-পোদ্রার অধীনে, জে.এল.নং. ৩৮,থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া পিন- ৭১১১০৯, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস রানীহাটি, জেলা-হাওড়া, এবং জেলা সাব-রেজিস্ট্রার-১ এবং ২ হাওড়ার আওতাভুক্ত সেইসঙ্গে জমি এবং সাধারণ এলাকায়	**১৯,৭৮,০২৫ /- টাকা** (উনিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার পঁচিশ টাকা মাত্র) ০৭.০২.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া তদুপরি উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তিবদ্ধ হারে আরও সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি ।	**১৫,২৯,০০০/- টাকা** **১,৫২,৯০০/- টাকা** **১০,০০০/- টাকা**	**পরিদর্শনের তারিখ ১৯.০৭.২০২৫**

আনুপাতিক অবিভক্ত শেয়ার এবং উল্লিখিত বিল্ডিং এর সাথে সংযুক্ত সুবিধাদি।
ফ্ল্যাটটি নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- উত্তরে- খোলা আকাশ এবং ফ্ল্যাট নম্বর ৪০২, **দক্ষিণে**- খোলা আকাশ, **পূর্বে**- খোলা আকাশ, **পশ্চিমে**- সিঁড়ি কেস এবং ফ্ল্যাট নম্বর ৪০২ দ্বারা।
দখলের ধরন : বাস্তবিক
ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in -এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন, এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি করা নির্দিষ্ট লিঙ্ক:- https://baanknet.com দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ চালানের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা রক্ষনাবেক্ষণ করা দরদাতার অ্যাকাউন্টে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তর মাধ্যমে। যেকোনো অনুসন্ধানের জন্য অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com -এ যোগাযোগ করুন।
● নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে, আগ্রহী দরদাতাকে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিস্তারিত শর্তাবলী পড়ে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
তারিখ: ০৩.০৭.২০২৫
স্থান: হাওড়া
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

মেসার্স গ্লেজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রা. লি. ১৮বি, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ৪র্থ তল, ইউনিট নং ৩১৬, থানা - ভবানীপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০২০	
শ্রী হরিশ গানেরিওয়ালা ৪র্থ তল, ৫৯১ ব্লক “ও” নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩	শ্রীমতী অনিতা গানেরিওয়ালা ৪র্থ তল, ৫৯১ ব্লক “ও” নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৫৩

রেফারেন্স নং SARB/SB/2025-26/SD/229 তারিখ ১৬.০৬.২০২৫
প্রিয় স্যার,
বিষয়- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
ঋণগ্রহীতা : গ্লেজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রা. লি. এ/সি নং : ৩২১১৪৭০৬১১৩
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **০৮.০৮.২০১৭** তারিখের নোটিশের প্রতি যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এবং **১৫.০৬.২০১৮** তারিখের দখল নোটিশের ক্যাপশনযুক্ত অ্যাকাউন্টে জারি করা হয়েছে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ই-নিলামে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি উক্ত বিধির পরিশিষ্ট IV-A অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং নিয়ম ৯(১) এর অধীনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।
বিক্রয় অধীন জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাণিজ্যিক স্পেস/দোকান ঘর ইউনিট নং ৩১৬, পরিমাণ আনুমানিক ১৪৯ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) উত্তর -পূর্ব অংশে ৪র্থতলে শপিং মল সাধারণভাবে মার্লিন হোমল্যান্ড হিসেবে পরিচিত অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৮বি, আশুতোষ মুখার্জি রোড, থানা : ভবানীপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০০২০। **লিজ দলিল নং ১৫৪/২০০৮ সম্পত্তি শ্রী হরিশ গানেরিওয়ালা এবং শ্রীমতি অনিতা গানেরিওয়ালা এর নামে।**
আমরা অবারও আপনাদের অবগতির জন্য জানাই ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
তারিখ : ০৩.০৭.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

মমতা হোসিয়ারি প্রাইভেট লিমিটেড ১২১, বীরডাঙ্গি ২ বাই লেন বেনারস রোড, পো. নেতাজিগড়, বেলগাছিয়া, হাওড়া - ৭১১১০৮	শ্রীমতী মমতা ঘোষ (ডিরেক্টরগণ এবং জামিনদাতা) ১২১/১২২, ২” বাই লেন, বীরডাঙ্গি, নেতাজিগড়, হাওড়া - ৭১১১০৮
শ্রী দেবনাথ ঘোষ (ডিরেক্টরগণ এবং জামিনদাতা) ১২১/১২২, ২ বাই লেন, বীরডাঙ্গি, নেতাজিগড়, হাওড়া - ৭১১১০৮	শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ (ডিরেক্টরগণ এবং জামিনদাতা) ১২১/১২২, ২ বাই লেন, বীরডাঙ্গি, নেতাজিগড়, হাওড়া - ৭১১১০৮

রেফারেন্স নং SARB-SB/2025-26/SD/244 তারিখ ১৯.০৬.২০২৫
প্রিয় স্যার,
বিষয়- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
ঋণগ্রহীতা : মমতা হোসিয়ারি প্রাইভেট লিমিটেড
এ/সি নং : ৩৯০৭৮১৩১৮৫৪, ৩৯২১৬৮৯৭৯৭২, ৪০৪৭১৩৪৯২৮৫, ৩৯৩১৩৯৩২২৫৯, ৩৯৩৯২৬৫৬১৬০, ৪০৪৬৯৯৯১০৭৮ এবং ৪০৮৭০৯৬৩৩৩৬
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **২৯.১০.২০২২** তারিখের নোটিশের প্রতি যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এবং **১৩.০১.২০২৩** তারিখের দখল নোটিশের ক্যাপশনযুক্ত অ্যাকাউন্টে জারি করা হয়েছে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ই-নিলামে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি উক্ত বিধির পরিশিষ্ট IV-A অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং নিয়ম ৯(১) এর অধীনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।
বিক্রয় অধীন জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত :
১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১ ছটাক ১৫ বর্গফুট এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন অবস্থিত হোল্ডিং নং ১২৫/এ, বীরাডিঙ্গি সেকেন্ড বাই লেন, জেএল নং ০১, খতিয়ান নং ৬৫, দাগ নং ২৯২১, ২৯২২, ২৯২৪, সিট নং ০২, মৌজা : বালটিকুড়ি, ওয়ার্ড নং ৫০, থানা : জগাছা বর্তমানে লিলুয়া, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৮।
দলিল নং ১৮০৪ -১৯৯৭ সালের, সম্পত্তির মালিক : শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ, সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : কেশব ভারত এবং নিরঞ্জন সরকারের জমি, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : বিমল কুমার রায় এর প্লট (দাগ নং ২৯২৪); পশ্চিমে : রেখা পাল এবং মমতা গোপ (ঘোষ) এর সম্পত্তি।
২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১ ছটাক ৩৯ বর্গফুট এবং তদস্থিত তিন তলা ভবন অবস্থিত হোল্ডিং নং ১২১, বীরাডিঙ্গি সেকেন্ড বাই লেন, জেএল নং ০১, খতিয়ান নং ৬৫, দাগ নং ২৯২১, ২৯২২, ২৯২৩, ২৯২৪, সিট নং ০২, মৌজা : বালটিকুড়ি, ওয়ার্ড নং ৫০, থানা : জগাছা বর্তমানে লিলুয়া, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৮।
দলিল নং ৬৩ -১৯৯৫ সালের, সম্পত্তির মালিক : শ্রীমতি মমতা গোপ (ঘোষ), সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : রেখা পালের জমি, দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : দাগ নং ২৯২৩ এবং ২৯২৪; পশ্চিমে : সড়ক এবং নিকাশি ।
আমরা অবারও আপনাদের অবগতির জন্য জানাই ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
তারিখ : ০৩.০৭.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

Ekdin_Page_7_03_07_2025_Layout 1 7/3/2025 12:11 AM Page 1

ধসে বিধ্বস্ত হিমাচল, বিপর্যয়ে রাজ্যবাসীর পাশে মুখ্যমন্ত্রী

সিমলা, ২ জুলাই: রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া দুর্যোগে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী সুখ বিন্দর সিং সুক্কু বলেন, এই কঠিন সময় সরকার সবরকম সাহায্য নিয়ে মানুষের পাশে আছে। তাঁর দাবি, প্রাথমিক হিসেবে রাজ্যে ক্ষতির পরিমাণ ইতিমধ্যেই ৫০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে রাজ্যবাসীকে তিনি আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কতা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। সমস্ত জেলাশাসকদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গত কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টিপাতে হিমাচলপ্রদেশের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। একের পর এক ধস, মৃত্যুমিছিল, বাড়ি ভাঙনে কার্যত বর্ষায় বিধ্বস্ত হিমাচলপ্রদেশ। এবার আবার আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে ইতিমধ্যে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে। আগামী ৫ থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস বুধবার আবহাওয়া দপ্তর দিয়েছে। সেই সঙ্গে জারি হয়েছে কমলা সতর্কতাও। এছাড়া ২ থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত হলুদ সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের আশঙ্কা, অন্তত ৮ জুলাই পর্যন্ত

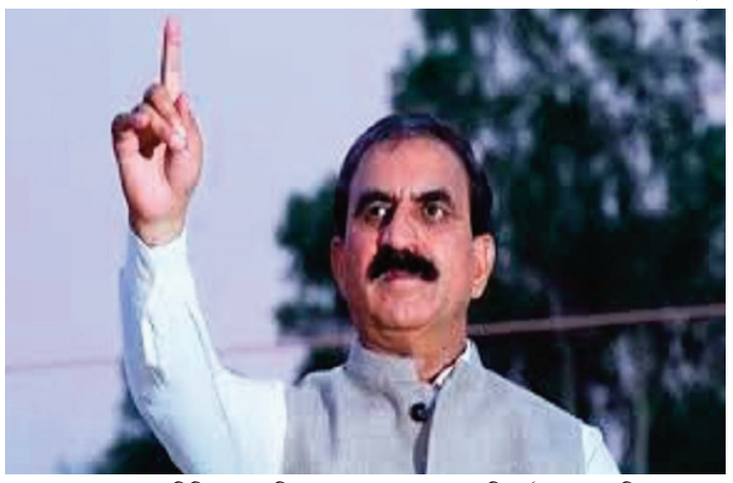

রাজ্যের আবহাওয়া অনিশ্চিত এবং বিপজ্জনক থাকবে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় সোলন জেলার কসৌলিতে সর্বোচ্চ ৫৫ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে। বর্ষার এই দাপটে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ধস এবং জল জমে যাওয়ার আশঙ্কা বেড়েছে।

রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর (এসইওসি) সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০ জুন থেকে ১ জুলাইয়ের মধ্যে হিমাচলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণ হারিয়েছেন ৫১ জন, আহত হয়েছেন ১০৩ জন এবং নিখোঁজ রয়েছেন আরও ২২ জন। এই সময়ের মধ্যে ধসে ও প্রবল বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৫৫টি বাড়ি, ৯টি দোকান এবং ৪৫টি গবাদি পশুর আশ্রয়স্থল। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক প্রায় ২৮৩ কোটি টাকার বেশি বলে জানা গিয়েছে।

বুধবার জেলাশাসক জানান, সোমবার রাতের পর থেকে এই জেলায় অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩৪ জন এখনও নিখোঁজ। তাঁদের খোঁজে থুনাগ, গোহর, করসোগ, ধার জারোল এবং পাণ্ডবশিলা এলাকায় তল্লাশি অভিযান চলছে। এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩৭০ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। দুর্যোগে ২৪টি বাড়ি, ১২টি গোশালা এবং একটি সেতু ধ্বংস হয়েছে। মারা গিয়েছে প্রায় ৩০টি পশু। রাজ্যের এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং স্থানীয় প্রশাসনের দলগুলি উদ্ধার ও ত্রাণে অনবরত কাজ করে চলেছে। বহু এলাকায় রাস্তা স্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে, ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছনো মুশকিল হয়ে পড়েছে। এজন্য জেলাশাসক কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং ভারতীয় বায়ুসেনার সহায়তায় হেলিকপ্টারে করে খাবার, ওষুধ এবং জরুরি জিনিসপত্র পাঠানোর অনুরোধ করেছেন।

রাহুল-মামলার শুনানি ১৪ জুলাই পর্যন্ত মুলতুবি

সুলতানপুর, ২ জুলাই: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সম্পর্কে তাঁর করা মন্তব্যের জেরে রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশের সুলতানপুরের সাংসদ-বিধায়ক আদালতে একটি মানহানির মামলা দায়ের হয়েছিল। সাক্ষীর অনুপস্থিতির কারণে বুধবার সেই মামলার শুনানি ১৪ জুলাই পর্যন্ত স্থগিত হয়ে গিয়েছে। বিজেপি নেতা বিজয় মিশ্র ২০১৮ সালে মামলাটি করেছিলেন।

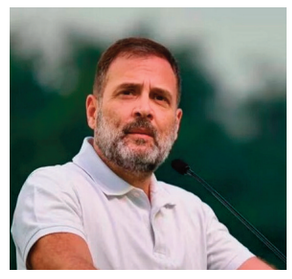

২০২৩ সালের ডিসেম্বরে সাংসদ-বিধায়ক আদালত রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করে। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাহুল গান্ধি আদালতে আত্মসমর্পণ করেন এবং ২৫ হাজার টাকা জমা রেখে তিনি জামিন পান। ২০২৪ সালের ২৬ জুলাই রাহুল গান্ধি আদালতে তাঁর বক্তব্য নথিভুক্ত করেন, নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন এবং বলেন যে, মামলাটি তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অংশ। বিজেপি নেতা বিজয় মিশ্র অভিযোগ করেছিলেন যে, কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের সময় অমিত শাহের বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন রাহুল গান্ধি।

আমিই পাঁচ বছর মুখ্যমন্ত্রী থাকব: সিদ্দারামাইয়া

বেঙ্গালুরু, ২ জুলাই: মাঝপথে কি নেতৃত্ব বদল হতে পারে কর্নাটকে? মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি ছাড়তে হতে পারে তাঁকে? সিদ্দারামাইয়া প্রশ্ন শুনে বুধবার বলেছেন, 'আমিই কাজ চালিয়ে যাব। আমিই পাঁচ বছর মুখ্যমন্ত্রী থাকব।' বিরোধীরা সিদ্দারামাইয়ার বিদায়ের দাবি করছে শুনে সিদ্দারামাইয়ার কটাক্ষ, ওরা কি কংগ্রেস হাইকমান্ড? সিদ্দারামাইয়াকে সরিয়ে তাঁর ডেপুটি ডিকে শিবকুমারকে ক্ষমতায় বসানোর সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। শিবকুমার যদিও তা থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে বলেছেন, 'আমি এখানে পরিবর্তন চাইছি না।'

উল্লেখ্য, কর্নাটকে নেতৃত্ব বদলের জল্পনায় মঙ্গলবার ইতি টেনেছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার। তিনি বলেন, 'আমি চাই না, কোনও বিধায়ক আমার হয়ে ব্যাট করুক। ২০২৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিকেই তাঁদের নজর দেওয়া উচিত। আমি চাই না, বিধায়করা আর আমার হয়ে কথা বলুক। যদি তাঁরা কথা না-শোনেন, তা হলে হাইকমান্ড ব্যবস্থা নেবে। কংগ্রেসে কোনও দলাদলি নেই। আমি এখানে পরিবর্তন চাইছি না।'

চেন্নাইয়ে একটি হস্টেলে জেনারেটর থেকে ধোঁয়া, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৮

চেন্নাই, ২ জুলাই: চেন্নাইয়ের কাঠিপাড়ার কাছে একটি হস্টেলে জেনারেটর থেকে হঠাৎ ধোঁয়া বের হওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। হস্টেলের ঘরগুলি আচমকা ধোঁয়ায় ভরে যাওয়ায় কর্তৃপক্ষ জরুরি পরিষেবা প্রদানকারীদের সঙ্গে সত্বর যোগাযোগ করে এবং ঘটনাস্থল থেকে বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করা হয়। তাঁদের মধ্যে আটজন ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এঁরা বেশ কয়েকজন শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার সম্মুখীন হন বলে জানা গিয়েছে। দমকল বাহিনী দ্রুত অভিযানে সামিল হয়। জেনারেটরে ত্রুটি -বিচ্যুতি গত কারণকেই প্রাথমিক ভাবে ধোঁয়ার মূল কারণ হিসাবে মনে করা হচ্ছে। তবে এই ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কিনা, সে বিষয়ে তদন্ত করা হবে। কর্তৃপক্ষকে জেনারেটরের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। সঙ্গে হিরোস্টালের নিয়মকানুনের ওপরও জোর দেওয়া হবে।

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ, ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, ওড়িশায় কমলা সতর্কতা

ভুবনেশ্বর, ২ জুলাই: বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন অঞ্চলে গভীর নিম্নচাপের কারণে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর (আইএমডি) ওড়িশার বেশ কয়েকটি জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করেছে । এর কারণে আগামী ৭২ ঘণ্টায় বজ্রপাত সহ ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

আইএমডি অনুসারে, রাজ্যের বেশ কয়েকটি অংশে ব্যাপক বৃষ্টিপাত, বজ্রপাতের আশঙ্কা রয়েছে। সুন্দরগড়, ময়ূরভঞ্জ এবং কেওনঝার জেলাগুলিতে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হওয়া বইতে পারে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে আগাম সতর্ক করা হয়েছে। এতে ব্যাহত হতে পারে পরিবহণ ও স্বাভাবিক কার্যক্রম। এর পাশাপাশি, ঢেঙ্কানাল, আঙ্গুল, দেওগড়, সম্বলপুর, ঝাড়সুগুড়া এবং বরগড়ে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। জনসাধারণকে সতর্ক থাকতে এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

আবহাওয়া দপ্তর গোটা বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ করে চলেছে। ইতিমধ্যে মৎস্যজীবীদেরও সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। সরকার দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ইজরায়েলি বিমান হানায় নিহত সাংবাদিক ইসমাইল

গাজা, ২ জুলাই: গাজায় আল-বাকা কাফেতে ইজরায়েলি বিমান হানায় নিহত হলেন প্যালেস্টাইনি সাংবাদিক তথা চলচ্চিত্র নির্মাতা বছর ৩২-এর ইসমাইল আবু হাতা ব। জানা গিয়েছে, পশ্চিম গাজায় সমুদ্রমুখী আল-বাকা কাফেটিতে ইন্টারনেট সংযোগ থাকায়, সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা প্রায়শই সেখানে যেতেন। সেখানেই হামলা চালায় ইজরায়েল। হামলায় আবু হাতার-সহ অন্তত ২৪ জন নিহত হয়েছেন।

মধ্যপ্রদেশে তিন মাসের জন্য বন্ধ মোগলির জঙ্গল

ছিন্দওয়াড়া, ২ জুলাই: মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়াড়া ও সেওনি জেলার মাঝে অবস্থিত বিখ্যাত পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভ বর্ষা মরসুম উপলক্ষে আগামী তিন মাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ৩০ জুন থেকে পার্কের মূল (কোর) অঞ্চল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং অক্টোবরের আগে তা আর খোলা হবে না। ফলে 'মোগলির জঙ্গল' নামে খ্যাত এই পার্কে বাঘ, চিতা, হরিণ বা হাতিদের দেখতে ইচ্ছুক পর্যটকদের আপাতত অপেক্ষায় থাকতে হবে। প্রতি বছরের মতো এবারও জুলাই, অগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে পর্যটকদের জন্য পার্কের কোর এলাকা বন্ধ রাখা হচ্ছে।

বুধবার পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বর্ষার সময় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে পার্কের ভেতরের রাস্তা এবং পশুদের চলাচল সমস্যায় পড়ে। সেই সঙ্গে এই সময়টিতে পশুরা সাধারণত নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে, যা তাদের প্রজনন ও বিশ্রামের সময় হিসেবেও পরিচিত। তাই তাদের স্বাভাবিক জীবনে ব্যাঘাত না-ঘটাতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে পার্কের বাফার জোন (পার্শ্ববর্তী এলাকা) খোলা থাকবে। সেখানে গিয়ে পর্যটকরা বর্ষার রূপে সেজে ওঠা জঙ্গলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন। যদিও সেখানে বাঘ বা চিতার দেখা পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

এদিন পেঞ্চ পার্ক প্রশাসন জানান, পার্ক বন্ধ থাকলেও, বনরক্ষীদের টহল চলবে অব্যাহত ভাবে। বন্যপ্রাণ রক্ষায় নেওয়া হবে অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পাশাপাশি এই সময় পার্কের অভ্যন্তরীণ রাস্তা, গেট, পর্যটকদের সুবিধা কেন্দ্র ইত্যাদির মেরামতি এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ চালানো হবে।

মেধা টানার প্রতিযোগিতায় মার্কিন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও

নিউ ইয়র্ক, ২ জুলাই: সেরা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরিখে এক নম্বরে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। স্টুডেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটর ইনফরমেশন সিস্টেমের (এসইভিআইএস, বা সেভিস) সদ্য প্রকাশিত তথ্যে প্রকাশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নথিভুক্ত বিদেশি পড়ুয়াদের প্রায় ৯০ শতাংশ এশিয়ার। সংখ্যার হিসাবে ১৪ লক্ষ ৩০ হাজারের মতো। ওঁদের ওদেশে সবচেয়ে পছন্দের প্রতিষ্ঠান ক্যালিফোর্নিয়ায়, ২ লক্ষ ৩০ হাজারের মতো। এরপরেই নিউ ইয়র্ক; প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশি পড়ুয়াদের দেওয়া হয় এফ১ ভিসা। ২০২৪-এ এদিক থেকে সবচেয়ে ওপর নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়; ২৫ হাজার ৬১৭। এরপরের তিনটি প্রতিষ্ঠান হল যথাক্রমে নর্থইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি (২৪ হাজার ৯৬৮), নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি (২৪ হাজার ৯৬৮) ও ইউনিভার্সিটি অফ সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া (২০ হাজার ৫৬২)।

Tender Notice
Percentage rate e - Tender invited vide **NIT No.-02/KGP/2025-26 of 15th F.C Memo No.:- 145/ 1(12)/ KATA, Date:- 02-07-2025.** by the Prodhan, KATABARI GRAM PANCHAYAT. Date & time of publication of e-NIT **03/07/2025 AT 10:00 A.M.** Last date of submission of bid (online) **11/07/2025 UP TO 05:00 P.M.**
Intending bidders may download tender documents from **htpp://wbtenders.gov.in** or Notice board of the Katabari Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.
Sd/- PRODHAN
KATABARI GRAM PANCHAYAT
Katabari, Jalangi, Murshidabad

TENDER
E- Tenders are invited by The Prodhan, **Chhitka Gram Panchayat** (Under Tehatta-I Panchayat Samity), P.O-Chhitkadaspara, Nadia. NIET No - 10 of Chhitka GP of **2025-2026/15th/ CFC/ Tied, 11 of Chhitka GP of 2025-2026/15th/ CFC/Untied,** Last date of submission- **08.07.2025 up to 3p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Chhitka Gram Panchayat.

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No.-
WBMAD/UM/113-Tender/2025-26 (2nd Call) Dated : 02.07.2025,
WBMAD/UM/114-Tender/2025-26 (2nd Call) Dated : 02.07.2025
(Purchase of Ambulance under MPLADs of 26 Uluberia Parliamentary Constituency By Hon'ble M.P. Sajda Ahamed under Uluberia Municipality.)
Details are available in the www.wbtender.gov.in
Sd/-
Executive Officer,
Uluberia Municipality

Tender Notice
E-Quotation is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:-
Name of the Work: Procurement necessary tools and equipments related to Relief and Disaster Department within Rajpur Sonarpur Municipality.
NIQ No. WBMAD/ULB/RSM/162/25-26 Dt. 02.07.2025
Submission started date: **03.07.2025 at 17-30 hrs**.
Submission End date: **10.07.2025 at 17-30 hrs.**
Technical opening date: **12.07.2025 at 17-30 hrs.**
For more details please visit website: **http://wbtenders.gov.in.**
Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur Sonarpur Municipality

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
e-Tender Inviting Notice
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- (i) WB/DOMJUR/MAK-II/NIT/6/2025-26, dated- 02.07.2025, Fund: 15TH FC, (ii) WB/DOMJUR/MAK-II/NIT/7/2025-26, dated- 02.07.2025, Fund: OWN.** Bid submission start date: **02.07.2025 at 05.00 PM.** Last date of Bid submission: **09.07.2025 up to 05.00 PM.** Date of opening: **12.07.2025 at 11.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 141 to 153/2025-2026. Dated- 02-07-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Burdwan, Nadia, Paschim Medinipur, Purulia, Bankura, Dakshin Dinajpur, Jalpaiguri and Murshidabad District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **03-07-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **18-07-2025 upto 3.00 pm**
Date: 02.07.2025 **Sd/- Executive Engineer**

ময়দান

সমালোচনার জবাব ব্যাটে! লিডসের পর এজবাস্টনেও অপ্রতিরোধ্য গিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক শুভমান গিলের নেতৃত্ব নিয়ে সম্প্রতি বেশ আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। মাঠের বাইরে তাঁকে ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠেছে; তিনি আদৌ অধিনায়ক হওয়ার যোগ্য কিনা, তাঁর দল বাছাইয়ের সিদ্ধান্তগুলো কতটা যুক্তিসঙ্গত, তা নিয়ে বিতর্কে মুখর হয়েছেন ক্রিকেটবোদ্ধারা ও সাধারণ সমর্থকেরা। বিশেষ করে হেডিংলি টেস্টে ভারতের হারের পর গিলের ওপর চাপ আরও বেড়ে যায়। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর ব্যর্থতা, এবং ম্যাচে কিছু বিতর্কিত দলগঠন; যেমন, সাই সুদর্শনের বদলে করুণ নায়ারকে সুযোগ দেওয়া, কিংবা সাত দিন বিশ্রাম পাওয়ার পরেও জশপ্রীত বুমরাহকে না খেলানো; এসব নিয়েই গিল ও টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তের সমালোচনা শুরু হয়। এমন সময়েই এজবাস্টনে টেস্টের প্রথম ইনিংসে ভারতকে কার্যত একা হাতে টানলেন শুভমান গিল। যদিও তিনি খানিকটা ধীরগতির ব্যাটিং করেন, তবুও উইকেটে দৃঢ় থেকে পরিস্থিতি সামাল দেন। যখন ভারতের স্কোর ৯৫ এবং একের পর এক উইকেট পড়ে চলেছে; যশস্বী জয়সওয়াল, ঋষভ পন্থ, নীতীশ রেড্ডি সবাই প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়েছেন; তখন ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে ছিলেন অধিনায়ক গিল। তাঁর ধৈর্য, সংযম ও পেশাদারিত্বে ভারতের ইনিংস এগিয়ে চলে। সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন জো রুটের বল সুইপ করে, যা ছিল একদম ক্লাসিক্যাল একটি শট। তারপর দর্শকদের অভিবাদন গ্রহণের ভঙ্গিমাও ছিল এক রাজকীয় 'প্রিন্স' সুলভ ভঙ্গিতে। এর আগেও হেডিংলি টেস্টের প্রথম ইনিংসে দুর্দান্ত ১৪৭ রানের ইনিংস খেলে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন গিল। কিন্তু দলের হার সেই প্রচেষ্টাকে চাপা ফেলে দেয়। এবার এজবাস্টনের সেঞ্চুরি হয়তো সেই ক্ষতে কিছুটা মলমের কাজ করবে। এই পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, ব্যাটসম্যান গিল এখনও কতটা মূল্যবান। তবে প্রশ্ন রয়ে যায়; নেতা হিসেবে তিনি কতটা কার্যকরী? মাঠে নিজেকে প্রমাণ করে গিল আবারও বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি হার মানার মানুষ নন। কিন্তু নেতৃত্বের সিদ্ধান্তে ধারাবাহিকতা এবং সাফল্য না এলে, কেবল ব্যাট হাতেই কি সব সমালোচনা থামানো সম্ভব? সময়ই হয়তো সেই উত্তর দেবে।

ক্রীড়া সাংবাদিকদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস উদযাপন উপলক্ষে বুধবার আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সামিল হয়েছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও রাজ্যে কর্মরত বিশাল সংখ্যক ক্রীড়া সাংবাদিক ও ক্রীড়া চিত্র সাংবাদিকরা। রাজ্যে কর্মরত ক্রীড়া সাংবাদিক ও ক্রীড়া চিত্র সাংবাদিকের হাতে বার্ষিক দুই লাখ টাকার দুর্ঘটনা বীমার কাগজ তুলে দেওয়া হয়। এমন উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তব্য রাখেন যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তথা আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের উপদেষ্টা প্রণব সরকার ও আগরতলার প্রেস ক্লাবের সচিব রমাকান্ত দে প্রমুখ। এছাড়াও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস উদযাপন এবং আগরতলার স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের প্রথম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে এন এস আর সি সিতে এক প্রীতি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা, ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব সুকান্ত ঘোষ, যুগ্ম সম্পাদক স্বপন সাহা, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের যুগ্ম সম্পাদক অপু রায় প্রমুখ।

ক্রীড়া সাংবাদিক দিবসে বিশেষ উদ্যোগ ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ব ক্রীড়া সাংবাদিক দিবস উপলক্ষে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বিশেষ উদ্যোগ। ক্লাব প্রাথমিক ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রাক্তন খেলোয়াড়, ক্রীড়া সাংবাদিক এবং ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। এইসব পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের পেশার দিক থেকেও সাহায্য করতে চায় ক্লাব। বুধবার ক্লাবের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানানো হয়েছে, 'President's Benevolent Fund' নামে একটি তহবিল গঠিত হয়েছে। এই তহবিলের জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত

অনুদান পেতে পারেন। অনুমোদনের জন্য ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই তহবিল থেকে সুবিধা পাবেন ক্রীড়া সাংবাদিক যারা অসুস্থতা বা দুর্দশার মধ্যে রয়েছেন। প্রাক্তন খেলোয়াড় যারা ক্লাবের হয়ে খেলেছেন। মাঠ কর্মী ও অন্যান্য সহায়ক কর্মীরা। ক্লাব শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেন, আমাদের ক্লাব, খেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে সাংবাদিকদের বড় ভূমিকা রয়েছে। সেই অবদানকে স্বীকৃতি জানাতেই আমাদের এই উদ্যোগ।

লড়াই করেও উয়াড়ির কাছে ১-০ গোলে হার সাদার্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা লিগে দু'ম্যাচে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেও জয়ের দেখা পেল না সাদার্ন সমিতি। এবারের কলকাতা লিগে নিজেদের দলের পারফরমেন্স নিয়ে আশাবাদী ছিলেন সৌরভ পালরা। যদিও বঙ্গ সন্তানদের নিয়ে জয়ের দেখা এখনও পায়নি সাদার্ন। বুধবার উয়াড়ীর কাছে ১-০ গোলে হারল সাদার্ন। এর আগে শ্রীভূমির বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করেছিল। ২ ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে ১০ নম্বরে সাদার্ন। তাদের পরের ম্যাচ ভবানীপুরের বিরুদ্ধে।

পূর্ব রেলওয়ে
সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিস নং. ইএল-এসডিএএইচ-সিওএন-জিইএনএল-১৭৩-২০২৫-এনআইটি তারিখঃ ৩০.০৬.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার(কন), পূর্ব রেলওয়ে, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪, কর্তৃক অভিজ্ঞ বৈদ্যুতিক ঠিকাদার, অংশীদারি সংস্থা ইত্যাদি যাঁদের বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স তৎসহ যথেষ্ট আর্থিক ক্ষমতা ও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং. ইএল-এসডিএএইচ- সিওএন- জিইএনএল-১৭৩-২০২৫; কাজের নাম ঃ** ''পূর্ব রেলওয়ের জামালপুর ওয়ার্কশপে জিআইএফ/বিএলসি শপ-এ ওয়াগন নির্মাণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বৈদ্যুতিক (জি) কাজ।'' **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৬৩,৭৮,৭৬৩.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্য টাকায় ঃ** শূন্য; **বায়না অর্থ ঃ** ২,৩১,৯০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২(বারো) মাস; **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৮.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২ টা ৩০ মিনিটে। ''টেন্ডার নথির মূল্য'' এবং ''বায়না অর্থ'' যা এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ওপরে যা উল্লিখিত হয়েছে, ওপরে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে বা তার পূর্বে সেগুলি অনলাইনে পরিশোধ করার পরে টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** থেকে ডাউনলোড করা যাবে এবং দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে **www.ireps.gov.in** -এ সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ এবং সকল নথি সমেত টেন্ডার ওপরে উল্লিখিতমতো আপলোড করা যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডারের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা কোনো দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। টেন্ডার নথি, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ, সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য মূল তথ্য **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এছাড়াও **ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, আর.এম.এস বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নোটিসবোর্ড এও পাওয়া যাবে।**
(CON-20/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন সাজাও যতনে

বৃহস্পতিবার • ৩ জুলাই ২০২৫ • পেজ ৮

এসব জলে ফেলে জাস্ট গুলিয়ে নিন, চোখে-মুখে ঝাপটা দিলেই ত্বক চকচকে

গরমে একেবারে নাজেহাল অবস্থা। রোদে ত্বক পুড়ে কালচে ছোপ। হাজার সানস্ক্রিন মেখেও, কোনও কাজ হচ্ছে না। কী উপায়? নাহ, পার্লার যাওয়ার দরকার নেই। বরং বাড়িতেই খুব সহজে দূর করতে পারেন এই কালচে ছোপ। কীভাবে?

এক মগ জলে পাঁচফোটা মতো গোলাপ জল মিশিয়ে নিন। বাইরে থেকে ঘরে ফিরে, ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে এই জলের ঝাপটা দিলেই দেখবেন ত্বক নিমেষে ঝকঝকে হয়ে উঠবে।

সাদা চন্দন অল্প পরিমাণ জলে মিশিয়ে নিন। তারপর সেই জলে একটা তুলো ভিজিয়ে, সেই ভেজা তুলো দিয়ে মুখটা ভাল করে মুছে নিন। এতে রোদে পোড়া ত্বক ঝকঝকে হবে।

নিমপাতা সেদ্ধ করে নিন। তারপর তা ঠান্ডা করে এক মগ জলে মিশিয়ে নিন। একটি স্প্রে বোতলে সেটা ভরে নিয়ে স্প্রে করলেই ত্বক সতেজ ও ঝকঝকে হবে।

এখন তো কোরিয়ান গ্লাস স্কিন পাওয়ার তাড়নায় আরও ব্যয় করছেন মহিলারা। তবে জানেন কি, এসব না করে ঘরোয়া টোটকাতেও আপনি একই ফল পাবেন, আরও দ্রুত এবং আরও ভালো।

চল্লিশেও লাগবে একেবারে ২৪ বাড়িতেই বাজিমাত করুন এই ম্যাজিক টনিক বানিয়ে

ত্বকে যেন না পড়ে বয়সের ছাপ! এই সাধপূরণের জন্য হাজার হাজার টাকা দিয়ে বিউটি স্যালোঁতে নানা স্কিন ট্রিটমেন্ট, বাজার চলতি নানা ক্রিম। আর এখন তো কোরিয়ান গ্লাস স্কিন পাওয়ার তাড়নায় আরও ব্যয় করছেন মহিলারা। তবে জানেন কি, এসব না করে ঘরোয়া টোটকাতেও আপনি একই ফল পাবেন, আরও দ্রুত এবং আরও ভালো।

হ্যাঁ, আমাদের রান্নাঘরে রয়েছে এমন এক জিনিস যা কিনা ত্বকের নানা সমস্যা সরিয়ে আপনাকে একসপ্তাহে চল্লিশ থেকে চব্বিশের মতো ত্বক উপহার দেবে। আর সেই উপাদান হল, হলুদ। আর এই হলুদ দিয়ে এক ম্যাজিক টনিক বানালেই, সব সমস্যার সমাধান।

একগ্লাস উষ্ণজলে একটু কাচা হলুদ বাটা দিয়ে, কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। দেখবেন কিছুক্ষণ পর সেই জল একবারে হলুদ হয়ে যাবে। এরপর এই হলুদ জলের মধ্যে এক চামচ মধু মিশিয়ে খালি পেটে খেয়ে নিন। এই পানীয় খান রোজ সকালে। দেখবেন এক সপ্তাহেই নজরে পড়বে আপনার ত্বকের গ্লো।

দুটো আমলকি নিন। চারটে নিন বিট। মিক্সার গ্রাউন্ডারে ভালো করে আমলকি ও বিটের জ্যুস বানিয়ে ফেলুন। সপ্তাহে অন্তত একবার এই জ্যুস খেয়ে নিন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আমলকি ও বিটের জুস হল ডিটক্স ড্রিঙ্ক। যা কিনা ত্বক ঝকঝক করতেও সাহায্য করে। চরম গরমে ত্বককে ভালো রাখতে এই দুটো ম্যাজিক টনিক কিন্তু খেতেই হবে।

বিছানার চাদরেই লুকিয়ে গভীর ঘুমের সিক্রেট! বেড কভার কেনার আগে এসব খেয়াল রাখুন

সারাদিনের মারাত্মর খাটনি। তার উপর চরম গরম। নাজেহাল হয়ে রাতের বেলা বিছানায় দেহ ঠেকাতেই কাটল তাল। ক্লান্ত হলেও, দুই চোখের পাতা হচ্ছে না এক। ঘড়ির কাঁটা দৌঁড়চ্ছে ঘোড়ার মতো। তবুও ঘুম আসছে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনেক সময় ঘুম না হওয়ার নেপথ্যে থাকে বিছানার চাদর! হ্যাঁ, বিছানার চাদর সঠিক না হলে, ঘুম কিন্তু আসবেই না। তাহলে কীভাবে বাছবেন সঠিক চাদর?

১) প্রথমেই জেনে রাখুন বিছানায় যে চাদর ব্যবহার করেন, তা যেন হয় সুতির কাপড়ের। আর এক্ষেত্রে রং বেছে নিন হালকা। সাদা কিংবা হালকা হলুদ রং ব্যবহার করতে পারেন।

২) সারাদিনের পর সন্ধ্যায় বিছানার চাদর বদলে ফেলুন। এতে বিছানায় একটা ফ্রেশ ভাব আসবে। দেখবেন ঘুম আসবে চটপট।

৩) শোয়ার আগে বালিশে এবং চাদরে অল্প করে পারফিউম ব্যবহার করুন। দেখবেন, এতে ভাল ঘুম আসবে।

৪) গরমকালে ভুলেও গাঢ় রঙের বিছানার চাদর ব্যবহার করবেন না। এরফলে আরও গরম লাগতে পারে। এসি চললে, হালকা চাদর গায়ে ফেলুন। সেই চাদরের রংও যেন হয় হালকা।

৫) বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বেশিমাত্রায় ডিজাইন আঁকা কোনও চাদর ব্যবহার করবেন না। বরং, কোনও প্রিন্ট ছাড়া চাদরকেই বেছে নিন। দেখবেন এতে মন শান্ত হবে এবং ঘুমও হবে ভালো। এ ব্যাপারে সব সময় সাদা রঙের চাদরই বেছে নিন।

৬) সব সময়ই পরিষ্কার চাদর ব্যবহার করুন। সপ্তাহে একবার চাদর বদলে ফেলুন। দেখবেন এতে ঘুম হবে একেবারে পারফেক্ট।

৭) অন্তত সপ্তাহে তিনদিন বিছানার চাদর বদলে ফেলুন। এতে শরীরও ভাল থাকবে। ঘুমও আসবে।

ঘর গুছিয়ে মনের আরাম

কাজের জন্য সাতসকালে নাকেমুখে গুঁজে ছুট। সারাদিন একঘেয়ে কাজের পরিবেশ ঠেলে ঘরে ফেরা। ঘরে ফেরার যে খুব তাড়া, তাও নয়। কারণ ঘর এতটাই এলোমেলো, অগোছালো অবস্থায় পড়ে রয়েছে যে মনে হয়, চার দেওয়ালের ওই চেনা ছকেও যেন মন বসছে না। তখন কেউ ভাবেন ঘরটাই পাল্টাবেন। কেউ ভাবেন অন্য চাকরি নিয়ে শহর ছাড়বেন। কেউ চারদিন বেরিয়ে এসে একঘেয়েমি কাটান। এই উপায়গুলোর কোনওটাই কারও হাতে না থাকলে দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি কাটাবেন কীভাবে?

চারপাশের সবকিছুই যখন অগোছালো হয়ে থাকে, তখন সমাধান খুঁজতে জোর করে অন্য কিছু করলেও আনন্দ পাওয়া যায় না। মেরি বলছেন, চারপাশটা যেমনই থাকুক, মনকে প্রশ্ন করো, যা ঘটছে সেটা থেকে তুমি কি আনন্দ পাচ্ছ? মেরি সেখান থেকেই মনের চাপ হালকা করার কথা বলেন। বলেন, 'স্ট্রেস ফ্রি ক্লিনিং'-এর কথা।

ঘরবাড়ি সাফসুতরো রাখো, গুছিয়ে রাখো; নিজের ক্লান্তি ভুলে প্রাণশক্তি ফিরে পাও। মোদ্দা কথা এটাই। এই একঘেয়েমির চক্করে আপনি কী কী ভালো পারেন, কী কী করলে আপনার মন প্রফুল্ল থাকে, সেটাই হয়তো ভুলে গিয়েছেন। জানেন তো, কোনও কিছু গুছিয়ে তোলার মধ্যে একটা ছন্দ আছে। একটা ফিরে পাওয়াও আছে। চারপাশে সবকিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। সেগুলো আপনার উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় সুষ্ঠুভাবে স্থান পেল। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার মধ্যে অদ্ভুত সন্তুষ্টি তৈরি হয় মনে।

কী বললেন, পুরনো জিনিসপত্র রাখতে ভালো লাগছে না? রাখবেন না। ঘরের কোণে পড়ে থাকা কোনও পুরনো জিনিস দেখে যদি মনের শান্তি নষ্ট হয়, সরিয়ে দিন সে জিনিস। যে শাড়ি বা যে ঝুটো গয়না তিক্ত স্মৃতি জ্যান্ত করে, মায়া করে যেগুলো তবু রেখেই দিয়েছিলেন, সেসব আর রাখবেন না, বিলিয়ে দিন। প্রাথমিক কষ্ট পেরিয়ে দেখবেন মন হালকা লাগছে। এখন আপনার রুচি অনুযায়ী যেমন জিনিস পছন্দ করেন, বেছে নিন তেমন নতুন কিছু। আবার দেখবেন এমন অনেক জিনিস অযত্নে পড়ে আছে বাড়িতে, যেগুলো আপনি আদতে ভালোবাসেন। সময়াভাবে সেগুলোর দিকে তাকানো হয় না। ধুলো ঝেড়ে সেগুলো সামনে নিয়ে আসুন। মন ভালো হবেই। মেরি এই পদ্ধতির নাম দিয়েছেন 'কোন মেরি মেথড।' যা যা জিনিস আছে আপনার আশপাশে, যেগুলো আপনার পছন্দের, সেগুলোর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুন। প্রতিবার অন্তর থেকে গুছিয়ে তোলার প্রক্রিয়ার মধ্যে শামিল করুন নিজেকে।

ঘর সুন্দর করে গুছিয়ে তোলার পরে দেখবেন কাজের শেষে আপনার ফিরে আসার সেই আস্তানাটি ততটা খারাপ লাগছে না। ঘরে ঢুকে মন অকারণেই ভালোলাগা খুঁজে পাবে। গোছানোর পর্বে মনের মর্জি মেনে নিয়ে আসুন এমন কিছু সামগ্রী যেটা আপনাকে ইতিবাচক থাকতে সাহায্য করবে। সেটা হতে পারে আপনার নিজেরই মুখে চওড়া হাসি ছড়ানো কোনও ছবি অথবা কোনও ওয়াল হ্যাঙ্গিং-এ ঝোলানো প্রিয় কয়েকটা লাইন। হতে পারে সুগন্ধি মোম অথবা একগোছা ফুল। বাড়িতে মন ভালো থাকলে কর্মস্থলও দেখবেন ততটা বিরক্তিকর লাগবে না। দেখুন, চারপাশে আপনি কোনও কিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। কিন্তু আপনার মন সবসময় সেটাই করতে চায়। যে কারণে আপনার সবসময় মনে হয়, মনমতো কিছুই হচ্ছে না। গোছানোর কৌশলের মধ্যে নিজের ওপর একটা নিয়ন্ত্রণ তৈরি হয়। সেটা আপনাকে আনন্দ দিতে পারে। গোছানো জীবন বলতে আমরা বুঝি একটা নিয়মানুবর্তী জীবন। নিয়মের শিকল নয়, একটা সুস্থ সুষ্ঠু পারিপার্শ্বিক আপনার সব কাজের মধ্যেই একটা ছন্দ তৈরি করে দেয়। যার মাধ্যমে আপনার মনে হতাশা, নিরাশা বা একঘেয়েমি দূরে সরে যায়।

মেরি বলেন, ভেবে নিন কোন জীবনটা আপনার জন্য আদর্শ? নিজের মনে তার একটা পাকাপোক্ত ছবি তৈরি করুন। সেইটাই আপনাকে মোটিভেট করবে বাড়িঘর সাজিয়েগুছিয়ে রাখার জন্য। সঙ্গে নিজের জন্য তৈরি করুন একটা ডেডলাইন। অর্থাৎ দু'মাস বা তিন মাসে আমি একটা কাজ নিজের জন্য ঠিক করব এবং সেটা শেষ করব সময় মেনে। যেমনটা মনে মনে ভেবেছিলেন সেটা যখন নিজে হাতে, নিজ উদ্যোগে করবেন, দেখবেন কী অসম্ভব তৃপ্তি পাচ্ছেন। ছোট ছোট লক্ষ্য স্থির করে রোজ একটু একটু করে গোছান। একদিনে সবটা করে ফেলব ভাবলে ভুল করবেন। উৎসব উপলক্ষ্যে বা বাড়িতে অতিথি আসার কথা হলে আমরা দুদ্দাড় করে ঘর গোছানোর তোড়জোড় করি। তারপর একদিনে তুমুল কাজ করে হাঁপিয়ে যাই। এটা ঠিক নয়। এতেই গুছিয়ে রাখার স্পৃহা হারিয়ে যায়।

আপনি বরং ঋতু অনুযায়ী ঘর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার কথা ভাবতে পারেন। একটু একটু করে সময় জমিয়ে এক এক ঋতুতে সাজিয়ে তুলুন নিজের মনমাফিক ঘর। ঘর গোছানোর মধ্যে শুধু বহিরঙ্গের পরিবর্তনটাই মুখ্য, এটা ভাববেন না। ঘর গোছানোর মধ্যে দিয়ে আপনার মনের স্বচ্ছতাও বাড়ে। চারদিক পরিষ্কার থাকলে কোনও কাজে যখন বসবেন, দেখবেন সেই কাজেও অনেক বেশি মন দিতে পারছেন। কাজ তখন আপনাকে ক্লান্ত করবে না। উদ্যম জোগাবে, নতুন জীবনীশক্তি দিয়ে আপনি কাজের মধ্যেও আনন্দ খুঁজে পাবেন।

অ্যালোভেরা জেলে দু-ফোঁটা এটি মেশান, ৫ মিনিটেই ফিরবে জেল্লা

অ্যালোভেরা যে ত্বকের পক্ষে দারুণ, তা আর নতুন করে বলার দরকার পড়ে না। তবে জানেন কি? এই অ্যালোভেরা জেলে দুফোঁটা ভিটামিন ই মেশালেই ত্বকে ঝটপট ফেরে জেল্লা। তবে এটা ব্যবহারের কিন্তু একটা নিয়ম রয়েছে।

অ্যালোভেরা যে ত্বকের পক্ষে দারুণ, তা আর নতুন করে বলার দরকার পড়ে না। তবে জানেন কি? এই অ্যালোভেরা জেলে দুফোঁটা ভিটামিন ই মেশালেই ত্বকে ঝটপট ফেরে জেল্লা। তবে এটা ব্যবহারের কিন্তু একটা নিয়ম রয়েছে।

অ্যালোভেরা জেল নিন দুচামচ। সঙ্গে মিশিয়ে নিন এক চামচ অলিভ ওয়েল, এক চামচ গ্লিসারিন ও দুটো ভিটামিন ই ক্যাপসুল। ভালো করে মিশিয়ে নিন। তার পর মিশ্রণটি মুখে মেখে, বেশ কিছুক্ষণ মাসাজ করুন। এই প্যাক লাগানোর আগে ফেসওয়াশ দিয়ে ভালো করে মুখ ধুয়ে নেবেন। রোজ রাতে শোয়ার সময় এই মিশ্রণ লাগালে ঝকঝকে হয়ে উঠবে ত্বক।

অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে ভিটামিন ই ক্যাপসুল মিশিয়ে মুখে ভালো করে মাসাজ করুন। কিছুক্ষণ রেখে দিন। তার পর উষ্ণ জলে একটা তোয়ালে ভিজিয়ে নিয়ে মুখ মুছে নিন। কোথাও বের হওয়ার আগে এটা করতে পারেন। দেখবেন পাঁচমিনিটেই ত্বক ঝকঝকে হয়ে উঠবে।

অ্যালোভেরার সঙ্গে কিছুটা পরিমাণ গোলাপ জল ভাল করে মিশিয়ে নিন। এরপর এই মিশ্রণটিকে মুখে, পিঠে, গলায় ভাল করে মেখে নিন। শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এরপর ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে নিন। সপ্তাহে কয়েক দিন এই মিশ্রণটি ব্যবহার করুন। দেখবেন ত্বকে জেল্লা ফিরে পেয়েছেন।

তবে অনেকের অ্যালোভেরাতে অ্যালার্জি হয়। সেক্ষেত্রে যদি মুখে মাখার পরে ব্রণ বের হয়, তাহলে এটা ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।